বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"দারিদ্র যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।"

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"আমি আশা করি, সকলের ঐক্য বদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে আমরা শিক্ষাখাতে সরকারের "রূপকল্প-২০২১" বাস্তবায়ন করে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে তুলে ধরতে পারব। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করতে সক্ষম হব।

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

একটি স্বচ্ছ, দক্ষ, গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর প্রাণ কেন্দ্র হলো মন্ত্রণালয়। সঠিক সময়ে যথাযথ বিধিবিধান ও আইন কানুন অনুসরণ করে কর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমে সরকার তার প্রতিশ্রুত বাৎসরিক কার্যসম্পাদন করে থাকে। আর এ উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়নের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের বাৎসরিক প্রতিবেদন "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১" প্রকাশ করেছে।

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, 'শেখ হাসিনার বাংলাদেশ' এ প্রত্যয়কে সামনে নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০৪১ এর মাধ্যমে যে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও শান্তিময় বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছেন তা বাস্তবায়নে এবং চতুর্থ শিল্প বিপবের চাহিদা অনুযায়ী ও ২০৩০ এর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে আমাদেরকে দক্ষ ও জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি নির্ভর, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ, মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে। আর এ লক্ষ্য অর্জনে মানসম্মত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাক্রমকে আরও যুগোপযোগীকরণ, মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিমার্জন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে। উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে এক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণা খাতকে প্রাধান্য দিয়ে বর্তমান সরকার নতুন নতুন উদ্ভাবন, গবেষণায় প্রণোদনা প্রদানের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষাকে আরো সহজলভ্য করার অংশ হিসেবে সকল জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সকলের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে দেশের যে সকল উপজেলায় কোন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ নেই সে সকল উপজেলায় একটি করে বিদ্যালয় এবং একটি কলেজ সরকারিকরণ করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের নামে ০২টি প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করা হয়েছে। বেসরকারি স্কুল সরকারিকরণের পরে শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণের লক্ষ্যে ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬৯০টি পদ সৃজন করা হয়েছে এবং সৃজনকৃত পদে ৬৭৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সরকারিকৃত ৩০৪টি কলেজের পদ সৃজনের জন্য ২৫২টি কলেজের যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, ০১টি কলেজের পদ সৃজিত হয়েছে, ৬৬টি কলেজের পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ০৩টি কলেজের পদ সৃজনের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে যাচাই-বাছাই করে ৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ২৬২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পাঠদান ও ২৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ১৯১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যানবেইস কর্তৃক online এ EIIN নম্বর প্রদান করা হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) এম. পি. ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং শিক্ষা আইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। দেশের ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে জুন ২০২১ মাসের মধ্যে ১,২৪,৭৪২ জন নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীর তালিকা পাওয়া যায়। এর মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আনুমানিক ৪৮,৫৩৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে (প্রতি শিক্ষককে ৫০০০/- এবং প্রতি কর্মচারীকে ২৫০০/- করে) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এই অর্থ বছরে আনুমানিক (১,২৪,৭৪২-৪৮,৫৩৩)= ৭৬,২০৯ জন শিক্ষক-কর্মচারীর অনুকূলে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা (সংশোধন)-২০২১ চূড়ান্ত করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) স্থাপন, পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান নীতিমালা-২০২১ এর চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের আর.এ.ডি.পি.তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ৮৬টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ ছিল ৯৬৮৫.২১ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮১০৪.৮৪ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৮৩.৬৮%) অর্থাৎ ২০২০-২১ অর্থবছরের উন্নয়ন বরাদ্দের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৩.৬৮%, যা জাতীয় অগ্রগতির, (৮২.২১%) অপেক্ষা ১.৪৭% বেশী। ২০২০-২১ অর্থবছরের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ১০টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ১৬টি নতুন ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ৪১টি একাডেমিক কাম এক্সামিনেশন হলের উর্ধমূখী সম্প্রসারিত তলাসমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে এবং ৬৯টি কলেজে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৪টি সার্কেল অফিস (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কার্যালয়) এবং ৩৮টি জোনের পরিবর্তে ৬৪টি জেলায় ১টি করে ও ঢাকা মেট্রোতে ১টিসহ মোট ৬৫টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং ঢাকা মেট্রোতে ৫টি ও উপজেলা পর্যায়ে ৪৮৯টিসহ মোট ৪৯৪টি উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপি চলমান অতিমারি করোনা সংকটকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন যেন বিঘ্নিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে মাধ্যমিক পর্যায়ে ২৯ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে প্রতিদিন ৪ ঘন্টা করে, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত 'আমার ঘরে আমার স্কুল' শিরোনামে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের ক্লাস ভিডিও ধারণ করে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে শ্রেণিভিত্তিক রুটিন অনুসারে সম্প্রচার করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে "শিক্ষা টিভি" পরিচালনার নিমিত্ত সরকারি ব্যবস্থাপনায় স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপনের অনাপত্তি প্রদানের নিমিত্তে তথ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ এবং নারী পুরুষের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১,৮২,১০৩ (এক লক্ষ বিরাশি হাজার একশত তিন) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৯৭,০৯,৮৫,৫৮০ (সাতানব্বই কোটি নয় লক্ষ পচাশি হাজার পাঁচশত আশি) টাকা মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩২,৭১,০৫৯ (বত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার উনষাট) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৮৭০,০৮,২৫,৫৫০ (আটশত সত্তর কোটি আট লক্ষ পচিশ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬,৫২,১০৭ (ছয় লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত সাত) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের মাঝে

৪৭৮,৩১,০৯,৭০০ (চারশত আটাত্তর কোটি একত্রিশ লক্ষ নয় হাজার সাতশত) টাকা মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে ৪(চার)টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ আইন, ২০২০; চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২০; হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২০;এবং সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২০; জাতীয় সংসদ কর্তৃক আইন পাস হয়েছে। 'কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২১' একাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বিল আকারে উত্থাপন করা হয়েছে।

এ সকল উদ্যোগের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক ও বৈষম্যহীন আত্মনির্ভরশীল সমাজ গঠন এবং সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশে তথ্য সংকলন, সম্পাদনা ও অন্যান্য কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ডা. দীপু মনি, এম.পি.)

উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১" প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করার প্রয়াস গ্রহণ করতে পেরে আমি ভীষণ আনন্দিত। বৈশ্বিক অতিমারী করোনাকালীন (কোভিড-১৯) সময়েও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন বিভাগ অধীনস্ত অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরলস পরিশ্রম ও উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং শিক্ষা প্রশাসনে গতিশীলতা ফিরিয়ে আনার যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার প্রতিফলন এ বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছর মূলতঃ করোনা(কোভিড-১৯) কালীন সময়। ফলে সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রতিষ্ঠান খোলা রেখে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা সম্ভব হয়নি। তবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনলাইন ক্লাস ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা হয়। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার পরিবেশ অব্যাহত থাকে, শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ও হোমওয়ার্কের মাধ্যমে পাঠ্যক্রমে মনোনিবেশ করে।

প্রথাগত পদ্ধতি ও গতানুগতিক ধারায় শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়। আমাদের লক্ষ্য-নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতা দিয়ে গড়ে তোলা। বিশ্বায়ন ও একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী সুশিক্ষিত, আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে তরুণ প্রজন্মকে তৈরি হতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে পরিণতকরণ তথা দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এবং জনগণ এর সুফলও ভোগ করতে শুরু করেছে।

সার্বিক উন্নয়ন বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও এসব দ্রুত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সারাদেশের সকল শিশুকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসা, ঝরে পড়া কমানো এবং নারী শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টসহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তি প্রদানসহ প্রণোদনামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জেন্ডারসমতা অর্জন ও ঝরে পড়া হ্রাস পেয়েছে। নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৪শত ৪৫ কোটি ৪৯ লক্ষ ২০ হাজার ৮৩০ টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০,৭১৪ জন এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণকে ৪৬৬ কোটি ৫৭ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৬৪ টাকা কল্যাণ সুবিধা পরিশোধ করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ডে জমাকৃত আবেদনসমূহ থেকে জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২১ সাল পর্যন্ত ৮৮০৯ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীকে ৮৯০কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এমপিওভুক্ত প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত প্রায় ৩,৫০,০০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতা প্রক্রিয়াকরণের যাবতীয় কাজ অনলাইনে করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের এম.পি. ও এর বেতন ভাতা বাবদ মোট ১০০,৩০৩,৮৩৪,১৯৬/- টাকা ব্যয় হয়েছে। দেশের ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে জুন/২০২১ মাসের মধ্যে ১,২৪,৭৪২ জন নন-এমপিও শিক্ষক কর্মচারীদের তালিকা পাওয়া যায়। এর মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আনুমানিক ৪৮,৫৩৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে (প্রতি শিক্ষককে ৫০০০/- এবং প্রতি কর্মচারীকে ২৫০০/- টাকা) ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এই অর্থবছরে আনুমানিক (১,২৪,৭৪২-৪৮,৫৩৩)= ৭৬,২০৯ জন শিক্ষক কর্মচারীর অনুকূলে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের নামে ৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১৪ টি বেসরকারি কলেজ-কে সরকারিকরণ করা হয়েছে। বাকি ৪টি কলেজের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। বেসরকারি স্কুল সরকারিকরণের পরে শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণের লক্ষ্যে ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬৯০টি পদ সৃজন করা হয়েছে এবং সৃজনকৃত পদে ৬৭৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

'সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা, ২০১৮'-এর আলোকে ৩০৪ (তিনশত চার) টি সরকারি কলেজের পদ সৃজনের কাজ দ্রুত সম্পাদন করার জন্য কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। সরকারি কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহের জন্য বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ১২,৪৪৪ (বারো হাজার চারশত চুয়াল্লিশ) টি নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করা হবে। বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য ২য় গ্রেডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক-এর ০৩টি নতুন পদ এবং ৯৫টি কলেজের অধ্যক্ষ-এর পদ ৪র্থ থেকে ৩য় গ্রেডে উন্নীতকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।এসডিজি-৪, ২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন সামনে রেখে শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং রূপরেখা প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ কর্তৃক আইন পাস করা হয়েছে: যথা- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০২০, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০২০, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০২০ ও সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২০। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে (জুলাই'২০২০-জুন'২০২১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপ-খাতে মোট ৫০টি বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৫০টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৫৬১৩০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৩২১৭৯.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ২৩৯৫১.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ রাখা ছিল। মোট বরাদ্দ থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে (জুলাই'২০২০-জুন'২০২১) ১৯৩৯৭৪ লক্ষ টাকা অবমুক্ত এবং ব্যয় হয়। অত্র অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত এই অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ছাত্র হল নির্মাণ, ছাত্রী হল নির্মাণ, বই পুস্তক ক্রয়, ওভারহেড ইলেকট্রিক লাইন, গবেষণাগার নির্মাণ, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের আবাসিক এবং প্রশাসনিক অবকাঠামো বৃদ্ধি, যানবাহন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও আসবাপত্র ক্রয়, ইন্টারনেট সেবা ও ট্রান্সফরমার স্থাপন ইত্যাদি খাতে ব্যয় হয়।

পরিশেষে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.)

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১' প্রকাশের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জনের প্রতিচ্ছবি যথাসময়ে উপস্থাপন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। যথাসময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টার এক সফল দৃষ্টান্ত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বহুমাত্রিক প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। এসডিজি অর্জনের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে এবং রূপকল্প ২০৪১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের একটি উন্নত রাষ্ট্র। বহুমাত্রিক উন্নয়নের সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। আর এ লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। 'শিক্ষা নিয়ে গড়বো দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ' এ প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

একটি সমৃদ্ধ জাতি ও সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও সৃজনশীল নেতৃত্বে শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তাঁরই নির্দেশনা অনুযায়ী 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। লক্ষ্য অর্জনে রয়েছে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সহকর্মীদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা।

ইতিমধ্যে আমরা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সমতা, সকল স্তরে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরেপড়া হ্রাস, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী বৃদ্ধি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হয়েছি। এ ছাড়াও মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। যুগোপযোগী বিষয়ে গবেষণা ও সকল শিক্ষকের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তিসহ বিশেষ প্রণোদনা, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, অনলাইনে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ডায়নামিক ওয়েবসাইট নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য আপলোড করা হচ্ছে। তা ছাড়া, কর্মসংস্থান বিবেচনায় কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। করোনা অতিমারির বাস্তবতায় শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে অনলাইন ক্লাস, টেলিভিশনে 'আমার ঘর, আমার স্কুল' প্রচারসহ নিয়মিত অ্যাসাইনমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। করোনা অতিমারি কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে আসার বাস্তবতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিকভাবে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কাজের বিবরণ-এ বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রতিবেদন সামগ্রিক কর্মসম্পাদনের একটি দালিলিক তথ্যচিত্র। এর মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট সরকারের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, উন্নয়ন ও সক্ষমতাকে প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রতি নিরন্তর শুভেচ্ছা।

(মো: মাহবুব হোসেন)

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদকীয়

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের বাৎসরিক সামগ্রিক কর্মকান্ডের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের সমন্বিত রূপায়ন ঘটে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ প্রকাশের মাধ্যমে এর সামগ্রিক অর্জন, কর্মপরিধি, কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছর মূলতঃ অতিমারী করোনা (কোভিড-১৯) এর ছোবলে বিপর্যস্ত ছিলো। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ার উপক্রম হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ঘরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু শিক্ষা কার্যক্রমে স্থবিরতা কাটিয়ে উঠে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় নিবিষ্ট রাখার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়। ফলে ব্যাপক অর্থে যে ভয় ও শংকা ছিলো তা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ প্রকাশের উদ্যোগের সাথে যুক্ত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয় জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং এর আওতাভূক্ত দপ্তর/সংস্থার কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য অংশ এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। সামগ্রীক কর্মকান্ডের বিশাল পরিধি হতে উল্লেখ্যযোগ্য অংশের সমন্বয় একটি অতীব কঠিন কাজ। তথাপি প্রতিবেদনে যাতে সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠে সেই বিষয়ে মনোযোগ দেয়া হয়েছে। আশা করা যায়, এ প্রতিবেদনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত ২০১৯-২০ এর কর্মকান্ড এপিএ এর প্রমাণ অর্জনসহ সামগ্রিক প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটবে। তবে প্রতিবেদনে নিখুঁত খন্ডচিত্র পরিস্ফুটন ঘটাতে প্রমাদজনিত ভুল থাকতে পারে যা অনিচ্ছাকৃত বলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

পরিশেষে প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত তাঁদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ হাসানুল ইসলাম এনডিসি)

"বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১" প্রকাশের সাথে যারা সম্পৃক্ত

উপদেষ্টা
ডা. দীপু মনি এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি
মাননীয় উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সার্বিক নির্দেশনায়
জনাব মাহবুব হোসেন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ
জনাব মোঃ হাসানুল ইসলাম এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাই, পিএএ, উপসচিব (সংসদ শাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব মোঃ রাহেদ হোসেন, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
জনাব মোঃ শাহীন সিরাজ, উপপরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন
জনাব কাজী ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ, স্পেশালিস্ট (ডকুমেন্টেশন), বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)
জনাব স্বপন কুমার নাথ, উপপরিচালক (গবেষণা ও তথ্যায়ন), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
ড. মুহাম্মদ মনিরুল হক, বিশেষজ্ঞ (প্রাথমিক), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
জনাব কামরুন নাহার, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
জনাব মোঃ মোখলেস-উর-রহমান, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সহযোগিতায়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা

অঙ্গসজ্জা, চিত্রণ ও বিন্যাসে
জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাই, পিএএ, উপসচিব(সংসদ শাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সার্বিক সহযোগিতায়
জনাব মোঃ জহির খান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা(সংসদ শাখা)
জনাব মিঠুন কুমার মজুমদার, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক(সংসদ শাখা)

প্রকাশনায়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রকাশকাল: ১৩.১০.২০২১

মুদ্রণে
পিপলস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা
৩৪, পুরানা পল্টন, ঢাকা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি	২০
সংক্ষিপ্ত বিবরণ	২১
সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২১
শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য	২১
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) এবং কার্যাবলী (Functions)	২৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	
২০২০-২০২১ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উল্লেখযোগ্য অর্জন	২৬
২০২১ শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য	৩৯
করোনা অতিমারীর সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় গৃহীত যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহ	৪২
মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	৪৬
অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন ও অর্থ) অনুবিভাগ	**৫৩**
সেবা শাখার ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ	৫৩
আইসিটি অধিশাখার ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ	৫৩
পারফর্মেন্স অধিশাখার ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ	৫৫
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক অর্জন	৫৬
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো সংক্রান্ত বার্ষিক অর্জন	৫৭
বাজেট শাখার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ	৫৮
প্রশিক্ষণ শাখার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ	৫৯
সমন্বয় শাখার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ	৫৯
প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ	৬০
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) অনুবিভাগের কার্যক্রম	**৬১**
উন্নয়ন-১ শাখা	৬১
উন্নয়ন-২ শাখা	৬২
উন্নয়ন-৩ শাখা	৬৭
উন্নয়ন-৪ শাখা	৬৭
অতিরিক্ত সচিব মাধ্যমিক-১ অনুবিভাগের কার্যক্রম	**৭৮**
সরকারি মাধ্যমিক-২ শাখা	৭৮
সরকারি মাধ্যমিক-৩ শাখা	৭৯
অতিরিক্ত সচিব মাধ্যমিক-২ অনুবিভাগের কার্যক্রম	**৮৩**
২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম	৮৩
২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহীত কিন্তু চলমান কার্যক্রম	৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) অনুবিভাগের কার্যক্রম কলেজ অনুবিভাগের অর্জনসমূহ ৮৫
কলেজ অনুবিভাগের অর্জনসমূহ ৮৫
অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) অনুবিভাগের কার্যক্রম ৮৬
নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন ৮৬
উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী ৮৬
অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) অনুবিভাগের কার্যক্রম
প্রকল্পের তথ্য ৮৮
কোভিড-১৯ অতিমারিকালীন পরিকল্পনা অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজ ৯০
অতিরিক্ত সচিব (নিরীক্ষা ও আইন) অনুবিভাগের কার্যক্রম ৯৩
আইন প্রণয়ন ৯৩
মামলা সংক্রান্ত সফটওয়ারের ডাটাবেইজ তৈরি ৯৩
আইনজীবী প্যানেল নিয়োগ ৯৩
অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য ৯৪

তৃতীয় অধ্যায়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২০২১ সালের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ৯৫
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ৯৫
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ১১১
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ১১৯
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এন.টি.আর.সি.এ) ১৩১
বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) ১৪০
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ১৫০
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) ১৫৪
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ১৬৬
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৮২
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ১৮৭
বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ১৯৪
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর ২০১
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০২
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড ২০৪
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ২০৫
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা ২০৬
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা ২১৫
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম ২২৩
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী ২২৮
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর ২৩০
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল ২৩৫
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট ২৩৯
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ ২৪২
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর ২৪৬

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি

শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান নিয়ামক। "সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা" এ ভিশন বা রূপকল্পকে ধারণ করে লক্ষ্য অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে সর্বপ্রথম শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে এর পুনঃনামকরণ করা হয় শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে এর বিস্তৃতি আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে এটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা মন্ত্রণালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ২টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি "মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ" এবং অপরটি হলো "কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ"।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

প্রাথমিক শিক্ষা স্তর পরবর্তী কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যতীত সকল ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ। এ বিভাগ মাধ্যমিক স্তর হতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত নীতি নির্ধারণী ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এ ছাড়াও শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করে থাকে। এ বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহ প্রাথমিক স্তর পরবর্তী স্বীকৃত সকল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি করে থাকে। বর্তমানে প্রাথাথমিক স্তর পরবর্তী ২৫,২২৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ এবং ৪৮টি পাবলিক ও ১০৩টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু রয়েছে।

সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার প্রসার;
- চাহিদা মাফিক ও কর্মের যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা;
- পাঠ্যক্রমের আধুনিকায়ন;
- সকল স্তরে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন;
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার;
- সকল স্তরে শিক্ষকদের কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ;
- বেকারত্ব দূরীকরণ এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা পালন;
- জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ (লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা) এবং
- দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা পালন।

শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য:

- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলি যেমন: ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক-চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদির বিকাশ ঘটানো।
- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।
- দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।
- দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা করা।

- জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-বৈষম্য ও নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্যও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
- বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।
- গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।
- মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তা-শক্তি, কল্পনা শক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতিস্তরের মানসম্পন্ন প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- বিশ্বপরিমন্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।
- জ্ঞানভিত্তিক, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা গড়ে তোলা।
- দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।
- সব ধরণের বিশেষ চাহিদা সম্পন্নের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহএবং কার্যাবলি

রূপকল্প (Vision)

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে সুশিক্ষিত, দক্ষ ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

১. সকল ছেলে ও মেয়ের জন্য বিনা খরচে ন্যায়সঙ্গত ও মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত করা;

২. সকল নারী ও পুরুষের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা;

৩. শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা এবং প্রতিবন্ধি ও ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠিসহ ঝুঁকিতে রয়েছে এমন জনগোষ্ঠির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা;

৪. কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা;

৫. শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সম্বলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;

২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

৪. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;

৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা।

কার্যাবলি (Functions):

১. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম;

২. মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৩. নতুন শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও সম্প্রসারণে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৪. শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন;

৫. বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স তৈরি;

৬. মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণ;

৭. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিবন্ধন ও নিয়োগ;

৮. মেধাবৃত্তিসহ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান;

৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড সংযোগ, মাল্টিমিডিয়া বই, শ্রেণি কক্ষে পাঠদানে আই.সি.টি'র ব্যবহার এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আই.সি.টি'র বাস্তব প্রয়োগ;

১০. বিদ্যমান আইন সংশোধনসহ নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন;

১১. শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২০২০-২০২১ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উল্লেখযোগ্য অর্জন

২০২০-২০২১ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৪১টি পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্ত প্রকাশ ও লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে;
- ৪১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৬ ঘন্টা করে ০৯টি ব্যাচে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ১৪৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ০৭টি ব্যাচে ইন-হাউজ কোর্স প্রদান করা হয়েছে;
- ৭৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ০৩ টি সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ০২টি ব্যাচে ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৫৪৫২ জন সহকারী শিক্ষক [১০ম গ্রেড] হতে "সিনিয়র শিক্ষক" [৯ম গ্রেড] পদে পদোন্নতি ও পদায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
- পিএসসি- কর্তৃক সুপারিশকৃত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২১৫৫ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার লক্ষ্যে সুপারিশকৃতদের তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে "শিক্ষা টিভি" পরিচালনার নিমিত্ত সরকারি ব্যবস্থাপনায় স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপনের অনাপত্তি প্রদানের নিমিত্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২০২১ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরের ৪,১৬,৫৫,২২৬ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৪,৩৬,৬২,৪১২ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এ উৎসবের দিন সমগ্র বাংলাদেশে একযোগে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে পূর্ণসেট বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়;

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২০২১ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ।

- নবগঠিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ময়মনসিংহের ১৬৯ (একশত উনসত্তর) টি পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি প্রদান করেছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির প্রেক্ষিতে নবগঠিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ময়মনসিংহের ১৬৯ (একশত উনসত্তর)টি পদ সৃজনের বিষয়ে সম্মতি এবং বেতন গ্রেড নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর ২০২২ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন), ইবতেদায়ি, দাখিল এবং এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল), কারিগরি ট্রেড-এর পাঠ্যপুস্তক এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ এবং ইন্সপেকশন এজেন্ট নিয়োগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ও সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা (TAP) অনুমোদন করা হয়েছে;
- এসডিজি অর্জনের জন্য মাধ্যমিক স্তরে সমন্বিত দক্ষতা কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে;
- ৫টি ক্ষুদ্র-গোষ্ঠির মাতৃ ভাষায় (MLE) ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
- বেসরকারিভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের নতুন ১৮টি পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন এবং ৪২টি পাঠ্যপুস্তক পুনঃঅনুমোদন করা হয়েছে;
- কারিগরি শিক্ষার ১৩টি ট্রেডে ২৬টি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে ও ৩৫টি পাঠ্যপুস্তকের ডামি প্রস্তুত করা হয়েছে;
- 'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা'এর খসড়া চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে;
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকের ড্যামি প্রস্তুত করা হয়েছে;
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- প্রাথমিক স্তরের প্রথম শ্রেণি এবং মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু হয়েছে;

- বেসরকারি স্কুল সরকারিকরণের পরে শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬৯০টি পদ সৃজন করা হয়েছে এবং সৃজনকৃত পদে ৬৭৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ২০২০-২১ অর্থবছরে যাচাই-বাছাই করে ৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ২৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পাঠদান ও ২৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ১৯১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যানবেইস কর্তৃক online GEIIN নম্বর প্রদান করা হয়েছে;
- এন্ট্রি লেভেলের বিভিন্ন পর্যায়ের ৫৪,৩০৪ (চুয়ান্ন হাজার তিনশত চার)টি পদে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ'র মাধ্যমে গণবিজ্ঞপ্তি জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আবেদন যাচাই বাছাই করে ৩৮,২৮৩ (আটত্রিশ হাজার দুইশত তিরাশি)টি পদে নিয়োগ সুপারিশের লক্ষ্যে পুলিশ ভ্যারিফিকেশনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- সরকারি ও বেসরকারি (এমপিও/নন এমপিও) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) যেসকল শিক্ষক-কর্মচারীর বয়স ৪০ বা তদুর্ধ্ব তাঁদেরকে www.surokkha.bd-তে নিবন্ধন করে ভ্যাকসিন গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং যেসকল শিক্ষক-কর্মচারীর বয়স ৪০ বছরের নীচে তাঁদের NID সহ তালিকা প্রণয়ন করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে;
- একটি স্থায়ী একাডেমি চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বল্প পরিসরে একটি অস্থায়ী একাডেমির মাধ্যমে অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সেবা, প্রশিক্ষণ, থেরাপিউটিক সেবা, কাউন্সিলিং সেবা প্রদান, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে ৬/এ সেগুন বাগিচায়, ০৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে NAAND (Natioal Academy for Autism & Neurodevelop mental Disabilities) এর অস্থায়ী ক্যাম্পাস উদ্বোধন করা হয়েছে। অস্থায়ী একাডেমিতে শিক্ষার্থীর ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এর একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করা হবে। একাডেমিতে কর্মরত মনোবিজ্ঞানীগণ অটিজম ও এনডিডি শিশু/শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কাউন্সিলিং সেবা ও সাইকোথেরাপি প্রদান করে যাচ্ছেন;

NAAND (National Academy for Autism & Neurodevelopmental Disabilities) এর অস্থায়ী ক্যাম্পাস উদ্বোধন

- NAAND প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৫০০ জনকে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০০ জন (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা কর্মকর্তা) কে ১০ দিনব্যাপী মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ এবং ১৪০০ জনকে (মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর অভিভাবক) ৫ দিনব্যাপী অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার চর ঈশ্বর ইউনিয়নের 'ভাসানচরে (আশ্রয়ণ প্রকল্প-৩)' স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের শিশুদের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে একটি কমিটি (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রেরিত) গঠনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) স্থাপন, পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান নীতিমালা-২০২১ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিংবডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা (সংশোধন)-২০২১ চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে ৮৫জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তাকে অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ পদে পদায়ন করা হয়েছে;
- অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে ৯৮জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তাকে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদে পদায়ন করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি কলেজ/টিচার্স ট্রেনিং কলেজ/মাদ্রাসায় কর্মরত ২২ (বাইশ) জনগ্রন্থাগারিককে ২য় উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হয়েছে;
- অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে ৬৪জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তাকে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে পদায়ন করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ১৯৯১ সংশোধন পূর্বক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ২০২১ প্রণয়নের লক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামের ০১টি কলেজ জাতীয়করণের লক্ষ্যে জিও জারি করা হয়েছে এবং ০৫টি কলেজ জাতীয়করণের লক্ষ্যে জিও জারির অপেক্ষায় রয়েছে;
- জাতীয় করণকৃত ১৯৬টি কলেজের যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ৫৩টি পেনশনকেস এবং ০৪টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০,৭১৪ জন এমপিও ভুক্ত অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণকে ৪৬৬ কোটি ৫৭ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৬৪ টাকা কল্যাণ সুবিধা পরিশোধ করা হয়েছে;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ডে জমাকৃত আবেদনের মধ্যে জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২১ সাল পর্যন্ত ৮,৮০৯ (আট হাজার আটশ নয়) জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীকে ৮৮৯,৭০,৩৯,৩৫৭ (আটশত উননব্বই কোটি সত্তর লক্ষ উনচল্লিশ হাজার তিনশত সাতান্ন কোটি) টাকা প্রদান করা হয়েছে;

- সাধারণ শিক্ষা ধারায় বৃত্তিমূলক কোর্স চালুর লক্ষ্যে ৬৪০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহে এনটিআরসিএ এর মাধ্যমে ৬৭৬ জন শিক্ষকের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এ সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালুর লক্ষ্যে ০২ জন ট্রেড ইন্সট্রাক্টর এবং ০২ জন ল্যাব এসিসট্যান্ট এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে;
- ২০১৯ সালের ১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ এবং উত্তীর্ণ ২২৩৯৮ জন পরীক্ষার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ;
- এনটিআরসিএ'র পরিচালিত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ১০টি নতুন বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম এর আওতায় -অটোমেশন সফটওয়্যার উদ্ভাবন ও পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২০০২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। এ অর্থ বছরে মোট ১৯৬৭ টি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা এবং তদন্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪১,৯২,২৪,৩৪৯.৫০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানও ১২০.৯৭৬৫ একর জমি প্রতিষ্ঠানের দখলে আনয়নের সুপারিশ প্রদান করা হয়;
- প্রতিষ্ঠানের জন্য জনবল কাঠামো উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণের নিমিত্ত কর্মশালার মাধ্যমে খসড়া প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়;
- বি.এড প্রশিক্ষণার্থীদের সম্পৃক্ততায় মাধ্যমিক স্তরে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহকরা হয়;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় ব্যয় সংক্রান্ত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে অটোমেটেড পেমেন্ট সিস্টেম চালুকরণে অ্যাপস তৈরির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়;
- জাতীয় শুদ্ধাচার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এবং সেবা সহজিকরণে উদ্ভাবনী দক্ষতার জন্য ০৪ জন কর্মকর্তা এবং ০২ জন কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়;
- ০৭ জন কর্মচারীকে সন্তোষজনক কর্মসম্পাদনের জন্য প্রণোদনা প্রদান করা হয়;
- ২০২০-২১ অর্থবছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে করোনা মহামারির মাঝেও ভার্চুয়ালি ডিগ্রিস্তরের ১,৮২,১০৩ জনদরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ৯৭,০৯,৮৫,৫৮০ টাকা উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন;

২০২০-২১ অর্থবছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে করোনা মহামারির মাঝেও ভার্চুয়ালি দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন।

শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি, টিউশন ফি, ভর্তি সহায়তা ও চিকিৎসা অনুদান বিতরণ।

- ২০২০-২১ অর্থবছর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিগত ২৬ জুন ২০২১খ্রি. তারিখে করোনা মহামারির মাঝেও ভার্চুয়ালী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সারাদেশে ৬,৫২,১০৭ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে ৪৭৮,৩১,০৯,৭০০ টাকা উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন;
- ২০২০-২১ অর্থবছর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিগত ২৬ জুন ২০২১খ্রি. তারিখে করোনা মহামারির মাঝে ও ভার্চুয়ালী মাধ্যমিক পর্যায়ে সারাদেশে ৩২,৭১,০৫৯ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে ৮৭০,০৮,২৫,৫৫০ টাকা উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন;
- ২০১৯-২০ অর্থবছর (বকেয়া উপবৃত্তির অর্থপ্রদান) মাধ্যমিক পর্যায়ে সারাদেশে ২৭,৩৫,৬১১ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে ১২৮,৬৪,৪১,০৬০ টাকা উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ করেন;
- Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF) অনুমোদন;
- Asia Pacific Quality Network (APQN) এর ইন্টার মিডিয়েট সদস্যপদ প্রাপ্তি;
- কাউন্সিল কর্তৃক অ্যাক্রেডিটেশন ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে ৬১টি কর্মশালা আয়োজন;
- External Quality Assessment Guidelines অনুমোদন;
- Application Format for Accreditation অনুমোদন;
- বিএসির জন্য আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় ১১জন জনবলের অনুমোদন;
- বিএসি'র ২০১৮-১৯ও২০১৯-২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের খসড়া প্রণয়ন;
- বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উহার আওতাভুক্ত কার্যক্রম সমূহের মাননিরূপণ, উন্নয়ন, ও নিশ্চিতকরণে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ এবং সমাধানের পথ অনুসন্ধান শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- ইউনিভার্সিটি এবং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা ও গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন নতুন শিল্প ও শিল্পসামগ্রী আবিষ্কার করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে ওয়েব বেইজড ইউনিভার্সিটি-ইন্ডাস্ট্রি কোলাবরেশন প্লাটফর্ম ঝঝতেরির কাজ চলমান;
- দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য গবেষণা নিশ্চিতকল্পে প্লেজিয়ারিজম করার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে ওয়েব সার্ভিস সাবস্ক্রাইব করার কার্যক্রম চলমান;
- গবেষণা প্রকল্পের অর্থায়নে সফট্ওয়্যার ব্যবহারের নিমিত্তে "রিসার্চ প্রজেক্ট ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম" শীর্ষক সফট্ওয়্যার ক্রয় প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে;
- পাবলিক বিশ্বদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণা প্রকল্পে অর্থায়নের প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং গবেষণা কর্মে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের নিমিত্তে এতদ্‌সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক তিনটি (প্রমোশনাল রিসার্চ গ্রান্টস, কোলাবরেটিভ রিসার্চ গ্রান্টসও একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ গ্রান্টস) নীতিমালা প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে;
- দেশের স্বনামধন্য প্রথিতযশা একজন শিক্ষাবিদ/গবেষককে ইউজিসি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলোশিপ ২০২১ এর জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষকতা, গবেষণা ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখায় ইউজিসি প্রফেসরশিপে দেশের স্বনামধন্য একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে ২ (দুই) বছরের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে;

- ইউজিসি পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলোশিপ প্রোগ্রামে ১০জন শিক্ষক/গবেষককে ফেলো হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয় এবং উক্ত সময়ে সম্মানী বাবদ ৬০,০০,০০ (ছয়লক্ষ) টাকা ছাড় করাহয়;
- ১৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১২০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ইউজিসি মেধা বৃত্তি প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের অনুকূলে ২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার) টাকা হারে ৩১, ২০,০০০ (একত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ছাড় করা হয়;
- ইউজিসি পিএইচ. ডিফেলোশিপ প্রোগ্রামে ৭০ জন ফেলোর অনুকূলে ফেলোশিপ সম্মানী বাবদ বার্ষিক ৩,৬০,০০০ (তিন লক্ষ ষাট হাজার) টাকা হারে সর্বমোট ২,৫২,০০,০০০ (দুই কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকা ছাড় করা হয়;

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশে অবদান রাখায় উজবেকিস্তানের গবেষক ইসমাইলভ গুলম মিরজায়েভিচকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক-২০২১" প্রদান

- বিদেশি ডিগ্রি সমতাবিধানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত ৫৭৭টি আবেদনের বিপরীতে ৪৩০টি বিদেশি ডিগ্রির সমতা বিধান করা হয়েছে;
- ইউজিসি গবেষণা/শিক্ষা সহায়তা তহবিল থেকে অনুদান প্রদানের কাজের গতি বৃদ্ধি এবং সেবা সহজিকরণ কল্পে আবেদন সমূহ গ্রহণে অনলাইন সাবমিশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। একই সাথে EFT-এর মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিবশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে 'নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন ও মুজিব জন্মশতবার্ষিকী পালন কমিটি-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপনের কাজ চলমান;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু'র ওপর লিখিত (বাংলায়) কমিশনে প্রাপ্ত ০৪টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে যাচাই-বাছাই পূর্বক ০২টি পাণ্ডুলিপি (১) 'বঙ্গবন্ধু'র

শিক্ষাভাবনা: তত্ত্বওদর্শন' এবং (২) 'বঙ্গবন্ধু'র আত্মকথন : অন্তরঙ্গপাঠ' প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করে কমিটি কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞগণের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে;

- উচ্চ শিক্ষাস্তরে মৌলিকও অনুবাদ পুস্তক প্রকাশের নিমিত্ত কমিশনে প্রাপ্ত ৮টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে যাচাই-বাছাই পূর্বক ৪টি পাণ্ডুলিপি (১) বিকিরণ পদার্থবিদ্যা, (২) Nuclear Power in Bangladesh and Beyond (৩) সামাজিক আন্দোলন: প্রত্যয়তত্ত্বও ঘটনা এবং (৪) বাংলাদেশের জীববৈচিত্র প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করে কমিটি কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞগণের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে;
- এমপিওভুক্ত প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত প্রায় ৩,৫০,০০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) শিক্ষক কর্মচারির বেতন ভাতা প্রক্রিয়াকরণের যাবতীয় কাজ অনলাইনের করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের এম.পি.ও এর বেতন ভাতা বাবদ ১০০,৩০৩,৮৩৪,১৯৬ টাকা ব্যয় হয়েছে;
- মন্ত্রণালয়ের অনুশাসন অনুয়ায়ী ২০৪৯৯ টি স্কুলের মধ্যে ১৫,৬৭৬টি এবং ৪,২৩৮টি কলেজের মধ্যে ৭০০টি কলেজে অনলাইনে ক্লাস চালু করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (জুম, ম্যাসেঞ্জার, ফেইসবুকগ্রুপ, ইউটিউব) ব্যবহারের মাধ্যমে ক্লাস রেকর্ডিং করে কিশোর বাতায়ন, শিক্ষক বাতায়ন এবং ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছে;
- স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনলাইন ক্লাস নেয়া হচ্ছে। ডিজিটাল ক্লাসগুলোকে এমনভাবে অনলাইনে আপলোড করা হয়েছে যেন দেশের যেকোন শিক্ষার্থী যে কোন জায়গা থেকে যে কোন সময় এই ক্লাসগুলো দেখতে পায়;
- করোনার ফলে দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীগণের মানসিক স্বাস্থ্যসমস্যা/অভিঘাত মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং একজন ফোকালপয়েন্ট শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশের শীর্ষ স্থানীয় সাইকোলজিস্টগণের সহায়তায় একটি কাউন্সেলিং ম্যানুয়াল প্রণীত হয়েছে। গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ হতে এ পর্যন্ত ৫৮০জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছে। এছাড়াও অন্তত ২,০০,০০০ (দু'লক্ষ) শিক্ষক যেন অনলাইনে প্রশিক্ষণ নিতে পারে সে লক্ষ্যে একটি APP তৈরির কাজ চলমান;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে National Assessment of Secondary Students (NASS) ২০১৯ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা ব্যবস্থার (৬ষ্ঠ, ৮ম এবং ১০ম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত বিষয়) দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত, বিষয়ভিত্তিক শিখণযোগ্যতা এবং শিক্ষার্থীদের আঞ্চলিক ও এলাকাগত বৈষম্য পরিমাপ করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কৈশোরকালীন পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'কৈশোরকালীন পুষ্টি ঝঝসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পুষ্টিসেবা গাইডলাইন ২০২০' তৈরি এবং 'কৈশোরকালীন পুষ্টি অন-লাইন প্রশিক্ষণ' চালুহচ্ছে। শিক্ষার্থীদের শারীরিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় একলক্ষ শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- শিক্ষার্থীদের ওজন মাপার লক্ষ্যে ২০০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওজন মাপার যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে;
- প্রত্যেক ছাত্রীকে আয়রন ফলিক এসিড খাওয়ানোর লক্ষ্যে বিদ্যালয় সমূহকে ৫ কোটি আয়রন ফলিক এসিডের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যাগ্রস্থ শিক্ষার্থীদের জন্য NAAND প্রকল্পের আওতায় অস্থায়ী একাডেমির উদ্বোধন করা হয় যেখানে বর্তমানে বহি:বিভাগ সেবা হিসেবে শিশু ও অভিভাবকদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে;

- **বেসরকারি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি EFT এর মাধ্যমে প্রদান:** সারাদেশের এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশালসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতাদি সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় প্রদানের লক্ষ্যে EFT এর মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি প্রদানের Software তৈরিসহ ডাটাবেইস তৈরির কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে। এটি বাস্তবায়িত হলে ভুয়া নামে বেতন-ভাতাদি উত্তোলন বন্ধ সহ দ্রুততম সময়ে এবং সহজে বেতন-ভাতাদি পাওয়া নিশ্চিত হবে;

- মামলা সংক্রান্ত ওয়েববেইজ ডাটাবেইজ (এ বিভাগের উদ্ভাবিত অটোমেশন সফটওয়ার) প্রস্তুত করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/বোর্ডকে মামলা সংক্রান্ত ওয়েববেইজ ডাটাবেইজ সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করা হয়েছে, ফলে এ বিভাগের আওতাধীন ঝসকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/বোর্ড নিজ নিজ দপ্তর হতে মামলার তথ্য এন্ট্রিসহ মামলার হালনাগাদ তথ্য ডাটাবেইজ-এ সন্নিবেশিত করছে। ওয়েববেইজ ডাটাবেইজ থেকে প্রতিটি মামলারধরণ, প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক মামলা, মামলার রায় বা আদেশ-এর তথ্য, নিষ্পত্তিকৃত ও অনিষ্পত্তিকৃত মামলার তথ্য সহ সকল মামলার হালনাগাদ অবস্থা পাওয়া যাবে ফলে মামলার পরিচালনা ও তদারকী সহজতর হবে। জুন/২০২১ পর্যন্ত মোট ৫৬৭০টি মামলার তথ্যাদি ডাটাবেইজে এন্ট্রি করা হয়েছে;

- কুমিল্লা অঞ্চলে ১০৩৭টি প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে:

- বেসরকারি স্কুল সরকারিকরণের পরে শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬৯০টি পদ সৃজন করা হয়েছে এবং সৃজনকৃত পদে ৬৭৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে:

(১) ছাগলনাইয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ছাগলনাইয়া, ফেনী।
(২) আহসান উল্লাহ মেমোরিয়াল মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, আত্রাই, নওগাঁ।
(৩) জামালগঞ্জ মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
(৪) রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী।
(৫) সিলেট মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট।
(৬) চট্টগ্রাম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, খুলসী, চট্টগ্রাম।
(৭) নবাবগঞ্জ বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।
(৮) বরিশাল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, সদর, বরিশাল।
(৯) সোনাগাজী মোঃ ছাবের মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সোনাগাজী, ফেনী।
(১০) হাতীবান্ধা এস এস মডেল হাইস্কুল, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।
(১১) পঞ্চখণ্ড হরগোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
(১২) এম.সি একাডেমী (মাহমুদ চৌধুরী একাডেমী), গোলাপগঞ্জ, সিলেট
(১৩) খুলনা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা।
(১৪) লালবাগ মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, লালবাগ, ঢাকা।
(১৫) কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড মডেল কলেজ, কুমিল্লা।
(১৬) লোহাগড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, লোহাগড়া, নড়াইল।
(১৭) মতলব জে.বি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর।
(১৮) আটোয়ারী পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আটোয়ারী, পঞ্চগড়।
১৯) নন্দিগ্রাম মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, নন্দিগ্রাম, বগুড়া।
(২০) মহালছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি।
(২০) ঢাকা বধির হাইস্কুল, পল্টন, ঢাকা।

(২১) সাবের মিয়া জসিমুদ্দীন (এস.জে) মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।
(২২) লক্ষ্মীছড়ি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষ্মীছড়ি, খাগড়াছড়ি।

- বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের নামে ০২টি প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটি হলো-(১) বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বাহুবল, হবিগঞ্জ (২) দি ফাদারঅফ দি ন্যাশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতির প্রেক্ষিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করায় কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীকে আত্তীকরণ করার লক্ষ্যে এ বিভাগে ৭০টি প্রতিষ্ঠানের পদ সৃজন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- সরকারিকৃত শিক্ষ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণের লক্ষ্যে ৩৪টি প্রতিষ্ঠানের পদ সৃজন প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদ সৃজনে সম্মতিপ্রাপ্ত ২৪টি প্রতিষ্ঠানের পদ সৃজন ও বেতন স্কেল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত ০৫টি প্রতিষ্ঠানের ১১৬টি পদ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় প্রাথমিক সম্মতির পর ১৩টি প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন, আর্থিক সংশ্লেষ, পদোন্নতি ও নিয়োগ নিষেধাজ্ঞা, ডিড অফ গিফট সম্পাদনের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারিকৃত ০৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এডহক নিয়োগকৃত শিক্ষকদের বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে চাকুরি নিয়মিতকরণের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে অধ্যয়নরত নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সেরা ফলাফলধারী ৩০ শিক্ষার্থীকে ভাইস চ্যান্সেলর'স এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা গ্রন্থদ্বয় থেকে যা শিক্ষণীয়' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দক্ষ বিচারকমণ্ডলী সেরা বিজয়ীদের নির্বাচিত করেন। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীকে ৫০ হাজার টাকার চেক ও সনদ, দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারীকে ৩০ হাজার টাকার চেক ও সনদ, এবং যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অধিকারীদেরকে ২০ হাজার টাকা করে চেক ও সনদ দেয়া হয়েছে।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা বিষয়ে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি

- প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের আবেদনের প্রেক্ষিতে গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি (কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনা করে এডহক কমিটি) অনলাইনে/ই-নথির মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান করা হচ্ছে।
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জনবলের চাহিদা থাকায় শিক্ষকদের সাপ্তাহিক ক্লাস ঘন্টা (ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয়), কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাহিত পদের যৌক্তিকতা বিবেচনায় নিয়ে উক্ত বিভাগ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জনবল দেয়া হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ কর্তৃক শিক্ষকদের লোড ক্যালকুলেশন নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান।
- সকল পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশ্বমানের ও যুগোপযোগী চাহিদাসম্পন্ন কারিকুলাম প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক Outcome Based Education (OBE) Curriculum Template প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য জুন ২০২০ এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরীকমিশন কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা উক্ত Template অধিকতর যাচাই-বাছাইপূর্বক সংশোধিত Outcome Based Education (OBE) Curriculum Template কমিশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, গত ০৮/০৬/২০২১ তারিখে কমিশনের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে 'Outcome Based Education (OBE) Curriculum Template' শীর্ষক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া OBE কার্যক্রমকে অর্থবহ করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

- Bangladesh Accreditation Council (BAC)-এর কার্যক্রমকে কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য Bangladesh Accreditation Council Act 2017 এর অধীনে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF) প্রণয়ন করাহয়েছে। উল্লেখ্য যে, ফ্রেমওয়ার্কটি সরকার কর্তৃক ৩১-০১-২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গুণগত শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১০৭টি (পাবলিক ও বেসরকারি) বিশ্ববিদ্যালয়ে Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে IQAC প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেগুলোতে IQAC প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ইউনিভার্সিটি এবং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন নতুন শিল্প ও শিল্পসামগ্রী আবিষ্কার করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে ওয়েব বেইজড ইউনিভার্সিটি-ইন্ডাস্ট্রি কোলাবরেশন প্লাটফর্ম তৈরির কাজ চলমান।
- দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য গবেষণা নিশ্চিতকল্পে প্লেজিয়ারিজম (Plagiasisum) চেক করার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে ওয়েব সার্ভিস সাবস্ক্রাইব করার কার্যক্রম চলমান।
- উচ্চ শিক্ষাস্তরে মৌলিক ও অনুবাদ পুস্তক প্রকাশের নিমিত্ত কমিশনে প্রাপ্ত ৮টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে যাচাই-বাছাইপূর্বক ৪টি পাণ্ডুলিপি (১) বিকিরণ পদার্থবিদ্যা, (২) Nuclear Power in Bangladesh and Beyond, (৩) সামাজিক আন্দোলন: প্রত্যয় তত্ত্ব ও ঘটনা এবং (৪) বাংলাদেশের জীব বৈচিত্র্য প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করে কমিটি কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞগণের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- পাবলিক বিশ্বদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণা প্রকল্পে অর্থায়নের প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং গবেষণা কর্মে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের নিমিত্তে এতদসংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক তিনটি (প্রমোশনাল রিসার্চ গ্রান্টস, কোলাবরেটিভ রিসার্চ গ্রান্টস ও একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ গ্রান্টস) নীতিমালা প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

২০২১ শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লেখ করা হলো :

শিক্ষাবর্ষ	স্তরের নাম	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা
২০২১	২০২১ শিক্ষাবর্ষের প্রাক-প্রাথমিক টিচিং প্যাকেজ	৩২৭৪০০২	৬৬৭৯২২২
	২০২১ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তর	১৯৭১১৪৯৭	৯৫৬৯০০৪৫
	২০২১ শিক্ষাবর্ষের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	৯৪২৭৪	২১৩২৮৮
	মোট=	২,৩০,৭৯,৭৭৩	১০,২৫,৮২,৫৫৫
	২০২১ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক স্তরের : ইবতেদায়ি	১,৮৫,৭৪,২৬৬	২৪২৭৯৪৭৩
	দাখিল		৩৭৫৭০৭৩৩
	মাধ্যমিক (বাংলা ভার্সন)		১৭২৭৮১১৬০
	মাধ্যমিক (ইংরেজি ভার্সন)		১০৮০৫৪০
	কারিগরি		১৫৫২৭৯৬
	এসএসসি ভোকেশনাল		৩৬৬২৪৪৮
	দাখিল ভোকেশনাল		১৪৩৫১১
	২০২১ শিক্ষাবর্ষের ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক	১১৮৭	৯১৯৬
	মোট =	১,৮৫,৭৫,৪৫৩	২৪,১০,৭৯,৮৫৭
	সর্বমোট=	৪,১৬,৫৫,২২৬	৩৪,৩৬,৬২,৪১২

- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আওতাধীন অধিদপ্তর-দপ্তর-সংস্থা এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করা হয়েছে;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনায় বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০২০-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- করোনা মহামারী থাকা সত্ত্বেও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ৩৪টি কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে ৩৩ কর্মসম্পাদন সূচকের১০০% লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর ৯৯;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে ১ দিনের ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা, উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ দিনের ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ দিনের ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;
- উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত ২২টি উদ্ভাবনী ধারণা যাচাই-বাছাইপূর্বক ০৬টি উদ্যোগ/ধারণার তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২০-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- করোনা মহামারী থাকা সত্ত্বেও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ৩৮টি কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে ৩৮ কর্মসম্পাদন সূচকের ১০০% লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর ১০০;

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ১৭০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে "সুশাসন" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২০৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে;
- শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রঝঝ দান নীতিমালা ২০১৭ এর আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে কর্মরত ০১ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন কর্মচারী এবং আওতাধীন অধিদপ্তর-দপ্তর-সংস্থার মধ্য হতে ০১ জন প্রতিষ্ঠান প্রধানকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত সকল উপবৃত্তি কার্যক্রম ০১ জুলাই ২০২০ তারিখ হতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে পরিচালনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি'র (HSP) কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে;
- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১,৮২,১০৩ (এক লক্ষ বিরাশি হাজার একশত তিন) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৯৭,০৯,৮৫,৫৮০ (সাতানব্বই কোটি নয় লক্ষ পচাশি হাজার পাঁচশত আশি) টাকা মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়,
- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩২,৭১,০৫৯ (বত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার উনষাট) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৮৭০,০৮,২৫,৫৫০ (আটশত সত্তর কোটি আট লক্ষ পচিশ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬,৫২,১০৭ (ছয় লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত সাত) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের মাঝে ৪৭৮,৩১,০৯,৭০০ (চারশত আটাত্তর কোটি একত্রিশ লক্ষ নয় হাজার সাতশত) টাকা মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ হতে ২৮.০৩.২০২১ তারিখে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০২১ জারি করা হয়েছে;
- শিক্ষক কর্মচারীদের এমপিও সংক্রান্ত উদ্ভূত মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত মামলায় আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন;
- দেশের ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে প্রাপ্ত ১,২৪,৭৪২ জন নন এমপিও শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আনুমানিক ৪৮,৫৩৩ জন শিক্ষক কর্মচারীকে (প্রতি শিক্ষককে ৫,০০০/- এবং প্রতি কর্মচারীকে ২,৫০০ টাকা) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে আনুমানিক (১,২৪,৭৪২-৪৮,৫৩৩)=৭৬,২০৯ জন শিক্ষক কর্মচারীর অনুকূলে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণসহ বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত সকল শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদান;

- শিক্ষক কর্মচারীদের এমপিও সংক্রান্ত মাউশি অধিদপ্তর হতে প্রেরিত সকল পত্র নিষ্পত্তিকরণ;
- শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান, পদোন্নতি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ মাঠ পর্যায়ে নীতিমালার বাস্তবায়নে উদ্ভূত যেকোন সমস্যার নিষ্পত্তিকরণ;
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় আধুনিক উপায়ে সহজে ও দ্রুততার সাথে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করার জন্য একটি সাধারণ Code ব্যবহার করে থাকে। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবেদন করার এক দিনের মধ্যে Educational Institution Identification Number (EIIN) পেয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে Educational Institution Identification Number (EIIN) নম্বর প্রদান করা হয়েছে।
- শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৬ সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত নীতিমালায় এবং Development and Public Policy শিরোনামে দুইটি গবেষণা ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা প্রস্তাব রিভিউ রেটিং সংক্রান্ত ছক প্রণয়ন ও গবেষকদের সম্মানীর হার বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এমপিওভুক্ত করার লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও বাছাই করণের জন্য সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে;
- ২০২০ সনের অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের রেজিঃ কার্যক্রম সম্পূর্ণ অনলাইন পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ভিত্তিক সম্পাদন করা হয়। একই সাথে রেজিঃ কার্ডগুলো বিদ্যালয়ভিত্তিক অনলাইনে প্রেরণ করা হয়;
- "আমরা শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র - আমরা দেশকে করব জঙ্গিমুক্ত"এই স্লোগানে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের করণীয় সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদেরকে জঙ্গিবাদের কুফল ও জঙ্গিবাদ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সঠিক পরামর্শ প্রদানের ব্যাপারে শিক্ষকদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে করোনা অতিমারীর (কোভিড-১৯) সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সুরক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ রাখা হলেও 'আমার ঘরে, আমার স্কুল' শিরোনামে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে দৈনিক ৪ ঘন্টা করে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের পাঠদান কার্যক্রম চালু করা হয়। এসব ক্লাস বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে দেয়া হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের সুবিধামত সময়ে পুনরায় দেখতে পারে;
- করোনার কারণে ২০২১ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পর্যায়ে সারাদেশের বিভিন্ন স্কুলে অনলাইন লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
- করোনাবাস্তবতাবিবেচনাকরে২০২০সালেরজেএসসি/সমমানেরপরীক্ষাগ্রহণ করা সম্ভব হয়নিএবংস্ব স্বশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তীশ্রেণিতে উন্নীতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- এইচএসসি পরীক্ষা ২০২০ গত০ ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে এইচ এসসি/সমমান পরীক্ষা শুরু হওয়া ধার্য্য ছিল যা করোনার কারণে স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি নাহওয়ায় এপরীক্ষাগ্রহণনাকরে পরীক্ষার্থীদের জেএসসি পরীক্ষা ও এসএসসি পরীক্ষা ফলাফলের ভিত্তিতে এইচএসসি পরীক্ষা ২০২০ ফলাফল প্রস্তুত ও প্রকাশ করার সিদ্ধান্তগৃহীত হয়েছে। ফলাফল প্রকাশের নিমিত্ত Intermediate and Secondary Education Ordinance, ১৯৬১ অধিকতর সংশোধন পূর্বক Intermediate and Secondary Education (Amendment) Act, 2021 গত ২৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। গত ৩০ জানুয়ারী ২০২১ এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়;
- পরীক্ষার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা সত্ত্বেও করোনা বাস্তবতায় এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমনা পরীক্ষা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করা হয়। এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমনা গ্রুপভিত্তিক নৈর্বাচনিক বিষয়ে সময় ও নম্বর কমিয়ে নেয়া পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আবশ্যিক ও চতুর্থ বিষয়ের কোন পরীক্ষা নেয়া হবে না। তবে বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে জেএসসি/সমমনা ও এসএসসি/সমমনা পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে সাবজেক্ট মেপিং করে আবশ্যিক ও চতুর্থ বিষয়ে নম্বর দেয়া হবে;
- ২০২১ শিক্ষাবর্ষের ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির বিষয়সমূহের অ্যাসাইনমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ২০২২ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে;
- ২০২২ সালের এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে;
- ২০২১ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে;
- ২০২১ সালের এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে;
- ২০২১ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থীদের পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে অ্যাসাইনমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ২০২১ সালের এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার্থীদের পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে অ্যাসাইনমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে;
- মার্চ ২০২০ এরপর শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক পাঠদান বন্ধথাকলে ও টেলিভিশন ও অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রম চালু থাকে। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা যেন আরও কিছু শিখনফল অর্জন করে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে সে বিষয়টি বিবেচনায় এনে তাদের পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যাস এবং অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রচলিত গতানুগতিক বার্ষিক পরীক্ষার বিপরীতে

অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়নের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন;

- উল্লেখ্য দেশের ২০২২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে এসাইনমেন্ট বিষয় Kqualitative Gesquantitative তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে Data analysis-করা হয়েছে। Gannlysisi ফাইন্ডিং সমূহ ইতিবাচক এসেছে। এছাড়াও শিক্ষাকার্যক্রমে ফরম ital divide জনিত যে অসাম্য তৈরি হয়েছিল অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে তাদূর হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে একটি পূর্ণাংঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে;
- 'আমার ঘরে আমার স্কুল' শীর্ষক ভার্চুয়াল ক্লাসরুম "সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন" এর মাধ্যমে প্রচারের জন্য স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানির মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ২,৫০০ ক্লাস তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণের লক্ষ্যে প্রাকপ্রস্তুতি গ্রহণ এবং একটি গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে;
- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে শ্রমিক সংকট থাকায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কৃষকের প্রায় ২,০০০ (দুই হাজার) একর জমির বোরো ধান কেটে দিয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ৫লক্ষ ৯২ হাজার ৮২৯টি ক্লাসগ্রহণ করা হয়েছে;
- ২০২০-২১ অর্থবছর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিগত ২৬ জুন ২০২১ তারিখে করোনা মহামারির মাঝেও ভার্চুয়ালি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সারাদেশে ৬,৫২,১০৭ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে ৪৭৮,৩১,০৯,৭০০ টাকা উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন;
- ২০২০-২১ অর্থবছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে করোনা মহামারির মাঝে ও ভার্চুয়ালি ডিগ্রি স্তরের ১,৮২,১০৩ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ৯৭,০৯,৮৫,৫৮০ টাকা উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন;
- করোনার ফলে দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীগণের মানসিক স্বাস্থ্যসমস্যা/অভিঘাত মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং একজন ফোকাল পয়েন্ট শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় সাইকোলজিস্টগণের সহায়তায় একটি কাউন্সেলিং ম্যানুয়াল প্রণীত হয়েছে। গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ হতে এ পর্যন্ত ৫৮০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছে। এছাড়াও অন্তত ২,০০,০০০ (দু'লক্ষ) শিক্ষক যেন অনলাইনে প্রশিক্ষণ নিতে পারেসে লক্ষ্যে একটি অচচ তৈরির কাজ চলমান আছে;
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এর সেবা গ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনা করে সকল ধরনের সনদের verification, attestation, academic record request for (WES/ICAS/universities or other agencies) পূরণের আবেদন, সাময়িক সনদ, প্রবেশপত্র, নম্বরপত্র, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রদান সেবা অন-লাইনে করা হচ্ছে;
- কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী অনলাইন শিক্ষাকার্যক্রম চালু করতে শুরু থেকেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের আওতায় অনলাইনে ১৪৫৮ জন শিক্ষকের ১৪৫৮টি কোর্সে মোট ১৭ হাজার ৫০০টি ভিডিও ক্লাস আপলোড করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা যাতে ঘরে বসে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে পারে সেজন্য ইতোমধ্যে ৩১টি ডিসিপিনে ৭৫০০ (সাত হাজার পাঁচশত) টি লেকচার অনলাইনে আপলোড করা হয়েছে। সারা দেশজুড়ে বিস্তৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষার্থীরা http://onlinelecture.nu.ac.bd ওয়েব-সাইটে লগইন করে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে খুব

সহজেই ক্লাশ লেকচারের এই ভিডিওগুলো দেখতে পাচ্ছেন;

- বর্তমানে কোভিড-১৯ মহামারি কালীন পরিস্থিতির কারণে ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের স্বার্থবিবেচনা করে কেবলমাত্র এবছরের জন্য (চলমান শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী) মাস্টার্স ফেশনাল কোর্সসমূহের রেজিস্ট্রেশন ফি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৫% হ্রাস করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত;
- কোভিড-১৯ (করোনা) মোকাবেলায় দেশব্যাপী জনসচেতনতা তৈরি করতে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন শুরু করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এরই অংশ হিসেবে 'সঠিক নিয়মে মাস্কপরি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করি' শীর্ষক লেখা সম্বলিত নতুন একটি ফেইসবুক ফ্রেম তৈরি করা হয়েছে। নতুন এই ফ্রেম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম-ফেইসবুকে ব্যবহার করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. মশিউর রহমান;
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২২৫৭টি অধিভুক্ত কলেজ রয়েছে এবং এসব কলেজে ২৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮১৩ জন শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে, যা দেশের উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর শতকরা প্রায় ৭০ভাগ। বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর প্রাদুর্ভাব ও দ্রুত বিস্তারের ফলে অধিভুক্ত কলেজসমূহে স্বাভাবিক একাডেমিক কার্যক্রম যেমন: শ্রেণি কক্ষে ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ বিঘ্নিত হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সকল কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী অনলাইনে সংগ্রহের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের শর্তসাপেক্ষে ২য় বর্ষে প্রমোশন দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কোভিড-১৯ করোনা মহামারির কারণে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। যেসব শিক্ষার্থী ২০২০ সালে অনার্স ১ম বর্ষ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য ফরম পূরণ করেছেন: তাদেরকে শর্তসাপেক্ষে ২য় বর্ষে প্রমোশন দিয়ে ক্লাশ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ সালে অনার্স ১মবর্ষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম পূরণ করেছেন সর্বমোট ৪ লাখ ৬৭ হাজার ৮৩৫ জন শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে নিয়মিত শিক্ষার্থী সংখ্যা ২লাখ ৯৭ হাজার ৬২৬ জন, অনিয়মিত শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৯ হাজার ৫০জন। আর মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৫১ হাজার ১৫৯ জন। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে ২য় বর্ষে প্রমোশন পাবেন ৩ লাখ ১৬ হাজার ৬৭৬ জন শিক্ষার্থী। ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েছিল ৩ লাখ ৭৩ হাজার ৮৭৬ জন শিক্ষার্থী। প্রমোশন পাওয়ার শর্ত সমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে- পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এসব শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই ১ম বর্ষের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। কেউ যদি এই পরীক্ষায় অংশ না নেয় বা পরীক্ষায় অংশ নিয়ে রেগুলেশন অনুযায়ী 'নটপ্রমোটেড' হয় সেক্ষেত্রে তার শর্ত সাপেক্ষে দেওয়া প্রমোশন বাতিল বলে গণ্য হবে;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুততম সময়ে ২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফরমপূরণ সংক্রান্ত প্রস্তুতি চলমান রয়েছে;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা যেন স্বল্পব্যয়ে অনলাইন এডুকেশন রিসোর্স ব্যবহার করতে পারেন সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ রিসার্চ এডুকেশন নেটওয়ার্ক (বিডিরেন) ২১ জুলাই ২০২০ তারিখে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ সব মোবাইল ফোন অপারেটরকে পত্র পাঠায়। বিডিরেনের এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে টেলিটক গত ২৮ আগস্ট ২০২০তারিখে একটি সম্মতিপত্র দেয়। এজন্য শিক্ষার্থীদের টেলিটক নেটওয়ার্কের আওতায় থাকতে হবে। প্রতি মাসে ১০০ টাকা রিচার্জের বিনিময়ে শিক্ষার্থীরা এই সুবিধা পাচ্ছে;
- গ্রামীনফোন এবং রবি মোবাইল অপারেটরের সঙ্গে যথাক্রমে গত ১২.১১.২০২০ এবং ১৫.১১.২০২০ তারিখ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পৃথক দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুয়ায়ী শিক্ষার্থীগণ প্রতি

মাসে ৯০ টাকা রিচার্জের বিনিময়ে ১০ জিবি অথবা ২১০ টাকা রিচার্জের বিনিময়ে ৩০ জিবি করে গ্রামীনফোন মোবাইল অপারেটরের ডাটা এবং প্রতি মাসে ১২০ টাকা রিচার্জের বিনিময়ে ১৫ জিবি অথবা ২২০ টাকা রিচার্জের বিনিময়ে ৩০ জিবি করে রবি মোবাইল অপারেটরের ডাটা পাবেন। এ সুযোগ একজন শিক্ষার্থী প্রতি মাসে একাধিকবার গ্রহণ করতে পারবেন। ২১.১২.২০২০ তারিখে ইউজিসি ও বাংলা লিংকের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক হয় যেখানে মাসিক ভিত্তিতে ১০ গিগাবাইট, ১৫ গিগাবাইট এবং ৩০ গিগাবাইটের তিনটি প্যাকেজে বাংলালিংকের ডাটা সুবিধা পাবে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা বিডিরেনের প্লাটফর্ম ব্যবহার করে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত থাকতে পারবেন। এ বিষয়ে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে মোবাইল অপারেটর কোম্পানিগুলোর সাথে চুক্তি করার জন্য কমিশন থেকে পত্র দেয়া হয়, সে মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয় গুলো কাজ শুরু করেছে;

- ০৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে কমিশনের এক বিশেষ ভার্চুয়াল সভায় কমিশন কর্তৃক করোনা পরিস্থিতির কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের স্মার্টফোন ক্রয়ের জন্যে সুদবিহীন ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে দেশের ৩৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১,৫০১ জন অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের স্মার্টফোন ক্রয়ের জন্য জনপ্রতি সর্বোচ্চ ৮০০০ (আট হাজার) টাকা প্রদান করা হবে;
- কোভিড-১৯ টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়) কোভিড-১৯ টেস্ট কার্যক্রম সচল রয়েছে;
- কোভিড পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখা এবং শিক্ষা কার্যক্রমের গুনগত মান অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ও QAC-এর পরিচালকদের নিয়ে "The Role of IQAC to Ensure the Quality in Online Education" শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপ করা হয় যেখানে স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে Teaching-Learning Guideline প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। একই ধারাবাহিকতায় অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমকে অংশগ্রহণমূলক ও গতিশীল করার জন্য ২৩ নভেম্বর ২০২০ হতে ০১/১২/২০২০ তারিখে IQAC-এরপরিচালক ও Centre of Excellence in Teaching and Learning (CETL)-এর পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক ও উপ-পরিচালকদের অংশগ্রহণে 'Are Your Online Students Engaged' শীর্ষক (০৯ দিনব্যাপী) ভার্চুয়াল ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।
- কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য কর্মীদের নায়েম হোস্টেলে আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে করোনা অতিমারী বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশেও তার আঘাত এসে লাগে। এরকম পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই আইসেস্কো ও মিস্ক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সার্বিক সহযোগিতায় "ICESCO Kit for Creators of Educational Content" নামক প্রোগ্রামের অধীনে অনলাইনে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ এবং "Medical and Socio-educational Caravans-Case of the Coronavirus" নামক প্রোগ্রামের অধীনে মেডিকেল ও হাইজিন পণ্য প্রদান করে;
- স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় আইসেস্কো ও আল ওয়ালিদ ফিলান্থ্রপিস প্রদত্ত হাইজিন পণ্যসমূহ যেমন পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরকারি-বেসরকারি এতিমখানা, বয়স্ক ও মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাসপাতাল সহ ১১টি প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় গৃহীত পদক্ষেপ

- 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে "মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি-কল্যাণ সুবিধা দ্রুত নিষ্পত্তি" স্লোগানকে সামনে রেখে ১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখে হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার এমপিও ভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণকে ৮০০ কোটি টাকা কল্যাণ সুবিধা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখে হতে অদ্যপর্যন্ত ১৩,২১৯ জন এমপিও ভুক্ত অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণকে ৫৮৮ কোটি ২৪ লক্ষ ৫১ হাজার ৩৪টাকা ইএফটি এর মাধ্যমে স্বস্ব ব্যাংক হিসেবে কল্যাণ সুবিধা প্রেরণ করা হয়েছে;
- 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষে কল্যাণ ট্রাস্টের প্রকাশনা মুদ্রণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- মুজিববর্ষ' উৎযাপনে এনটিআরসিএ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫৪,৩০৪টি শূন্য পদে নিয়োগের সুপারিশ করণের লক্ষ্যে ৩০মার্চ ২০২১ তারিখে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরীক মিশন চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। দেশি-বিদেশি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, গবেষক শিল্পউদ্যোক্তা ও নোবেল বিজয়ীদের অংশগ্রহণে আগামী৯-১১ ডিসেম্বর ২০২১, তিনদিন ব্যাপি "International Conference on 4th Industrial Revolution and beyond (IC4IR 2021)" শিরোনামে আয়োজিত ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে। বর্ণিতএই (IC4IR 2021)' সম্মেলনের মাধ্যমে দেশের উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা, শিল্প ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে ৪র্থ শিল্পবিপ্লব ও তদপরবর্তী বিশ্বপ্রেক্ষাপট উপযোগী সুপারিশমালা গৃহিতহবে;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরর হমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিবশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে 'নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন ও মুজিব জন্মশতবার্ষিকী পালন কমিটি-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু'র ওপরলিখিত (বাংলায়) কমিশনে প্রাপ্ত ০৪টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে যাচাই-বাছাই পূর্বক ০২টি পাণ্ডুলিপি (১) 'বঙ্গবন্ধু'র শিক্ষাভাবনা: তত্ত্বওদর্শন' এবং (২) 'বঙ্গবন্ধু'র আত্মকথন : অন্তরঙ্গপাঠ' প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে কমিটি কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞগণের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে;
- জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত অবসর সুবিধা বোর্ড থেকে অবসরপ্রাপ্ত ৮,৮০৯ (আট হাজার আটশত নয়) জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ৮৮৯,৭০,৩৯,৩৫৭/-(আটশত উননব্বই কোটি সত্তর লক্ষ উনচল্লিশ হাজার তিনশত সাতান্ন) টাকা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে মুজিববর্ষের বিশেষ কার্যক্রম হিসাবে অসুস্থ' ও মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চেক তাদের অবসর ভাতার চেক প্রদান করা হয়;
- মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড ক্যাম্পাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল "জন্মশতবর্ষ স্মারক" উদ্বোধন করা হয়েছে।
- মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বোর্ড প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার এর উদ্বোধন করা হয়েছে;

- মুজিবশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম কর্তৃক "বঙ্গবন্ধু অলিম্পিয়াড" অনলাইন শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে;
- মুজিবশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে "মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার" স্থাপন করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু'র ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ, ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও ১৫ আগস্ট জাতীয় শোকদিবস পালনের লক্ষ্যে মঙ্গলবার (১১আগস্ট) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদের সভাপতিত্বে জুম অ্যাপসের মাধ্যমে বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে একসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও জাতীয় শোকদিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ৩১শে আগস্ট ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত '১৫ই আগস্ট জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ড: বাংলাদেশের অস্তিত্বমূলে আঘাত' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. দীপু মনি এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি ও আলোচক হিসেবে জুম প্যাটফর্মে সংযুক্ত ছিলেন প্রফেসর ডাঃ সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা, এডভোকেট মাহবুবে আলম, এটর্নী জেনারেল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ও সভাপতি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি;
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল চিত্রনির্মাণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ মহান বিজয় দিবস পালনের জন্য কর্মসূচী পালন করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সকল কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গৃহীত অনুরূপ কর্মসূচি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত একক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তা বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সিপিডি'র সম্মানীয় ফেলো প্রফেসর ড. রওনক জাহান 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: স্বপ্ন, আদর্শএবং সংবিধানের মূলনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জুমঅ্যাপসের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে ড. রওনক জাহান বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আদর্শের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তাঁর প্রবন্ধে বলেন, বাঙালির জন্য স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষামুক্ত, উন্নতসমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দুঃখী মানুষের মধ্যে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা- এই দুটি ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের স্বপ্ন। তাঁর প্রথম স্বপ্ন বাঙালির স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় স্বপ্ন অর্থাৎ শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজরাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ার স্বপ্নপূরণে বাঙালি জাতিকে অনেক দিন ধরে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। অধ্যাপক রওনক জাহান তাঁর প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক আদর্শ, সকল ধর্মের মানুষের পারস্পারিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং কোন অবস্থায়ই ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করার যে আদর্শ ছিল তা বিশদভাবে তুলে ধরেন। প্রবন্ধে তিনি বলেন, পুঁথিগত বিদ্যায় বঙ্গবন্ধু রাজনীতি চর্চা করেননি। বরং তাঁর রাজনীতি চর্চার মূলভিত্তি ছিল দেশের

মাটিও সাধারণ মানুষ। তিনি আরও বলেন, যুগেযুগে বিশ্বে অনেক খ্যাতিমান রাজনীতিকের জন্ম হয়েছে সত্যি, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো ইতিহাস সৃষ্টিকারী রাজনীতিবিদ খুবই বিরল।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ পালন উপলক্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে দেশের প্রথিতযশা গবেষক, লেখকও শিক্ষাবিদগণের লেখা নিয়ে প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু: সমাজ ও রাষ্ট্রভাবনা' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন ২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০২১, বৃহস্পতিবার বিকেল ০৩:৩০টায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তন, সেগুনবাগিচা, ঢাকায় হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

- দেশব্যাপী মোমবাতি প্রজ্জ্বলন এবং আলোক সজ্জা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ১৬ মার্চ ২০২১ দিবাগত রাত ১২.০১ মিনিটে স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রত্যেকটি ভবনের সামনে ১০০ মোমবাতি জ্বালিয়ে উৎসব মুখর পরিবেশে জাতির পিতার জন্মদিন উদযাপন করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. মশিউর রহমানের নেতৃত্বে গাজীপুরে মূলক্যাম্পাস, ঢাকার ধানমন্ডিতে নগর কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ে একযোগে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। ১৭ মার্চ ২০২১ সকালে উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. মশিউর রহমানের নেতৃত্বে রাজধানীর ধানমন্ডিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্যঅর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের অংশ হিসেবে ৩১শে মার্চ ২০২১ তারিখে জুম প্ল্যাটফর্মে "স্বাধীনতার ৫০ বছর :বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে সাফল্য ও সংকট" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি, বিশেষ অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.ও মোঃ মাহবুব হোসেন, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সম্মানিত আলোচক হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন রামেন্দু মজুমদার, আন্তর্জাতিক সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট ও স্বদেশ রায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. মোঃ মশিউর রহমান, ভাইস চ্যান্সেলর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুরের ১ম তলায় ২০'x১৮' আয়তনের একটি কক্ষ বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। কক্ষটিতে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ ছবি, ঐতিহাসিক নিদর্শন ও বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত বইপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দর্শণার্থীদের মন ও মননে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত জ্ঞানের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি ঘটবে। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমৃদ্ধ করতে সহায়ক হবে।

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুরের প্রধান ফটক এবং দিনাজপুর-পঞ্চগড় মহাসড়কের পাশে ১২'x১১' আয়তনের বঙ্গবন্ধুর পোর্ট্রেট স্থাপন করা হয়েছে ম্যুরালটি শিক্ষা বোর্ডের স্থায়ী এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হিসেবে ক্যাম্পাসের ভাবমূর্তী উজ্জ্বল করেছে। জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সেবাগ্রহীতাদের মনে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে শাণিত রাখতে এটি বিশেষ সহায়ক হবে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর-এর আওতাধীন রংপুর বিভাগের প্রত্যেক জেলায় ১টি করে নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর মোট ০৮ (আট) টি ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে।জাতির পিতার প্রতি

যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মনে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে শাণিত রাখতে সহায়ক হবে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ম্যুরাল স্থাপন।
- মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট কর্তৃক বোর্ডের সেবা গ্রহীতাদের সহজে উন্নত ও দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নাম ও বয়স সংশোধন, ফ্রেশ/ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রেশন কার্ড, সনদপত্রাদি উত্তোলন ইত্যাদি বিষয়ে অনলাইন ভিত্তিক সফ্টওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে সেবা গ্রহীতাগণ দীর্ঘ সময় নিয়ে বোর্ডে এসে সেবা প্রদান গ্রহণের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়েছেন। সেবা গ্রহীতাগণ নিজ নিজ বাসায় বসে অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে উক্ত সেবাসমূহ পাচ্ছেন। বোর্ডের সার্ভিস/সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে সেবা গ্রহীতাদের নিজস্ব মোবাইলে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণের তথ্যাদি তাৎক্ষনিক জানিয়ে দেয়া হচ্ছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট প্রাঙ্গনে বনজ, ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট-এর তৃতীয় তলার একটি কক্ষে ২০২০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন করা হয়। বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করার ফলে সেবা গ্রহীতাগণ ও আগত সম্মানিত অতিথিগণ কর্নারটি পরিদর্শন করতে পারবেন, যার ফলে নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী সময়কালের সঠিক ঘটনা এবং তথ্যাবলী জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হবেন।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত এবং সাত বীর শ্রেষ্ঠের ম্যুরাল স্থাপন।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশালের আওতাধীন ৬ জেলায় বোর্ডের অর্থায়নে ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ম্যুরাল স্থাপন।
- বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশালে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের গ্রন্থাদি সমৃদ্ধ একটি উন্নত গ্রন্থাগার স্থাপন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক '৬-দফা'র ঘোষণাস্থল চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে '৬-দফা'র অনুলিপি ও '৬-দফা' সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পোস্টারযুক্ত ছবিসহ একটি মুক্তমঞ্চ নির্মাণ এবং মাঠের চারপাশে বিদ্যমান সীমানা প্রাচীরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের ছবিযুক্ত টেরাকোটা স্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে ময়দানের চারদিকে সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও চাঁদপুর সরকারি কলেজ ভবনের সম্মুখে বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। দেশি-বিদেশি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, গবেষক, শিল্প উদ্যোক্তা ও নোবেল বিজয়ীদের অংশগ্রহণে আগামী ৯-১১ ডিসেম্বর ২০২১, তিন দিনব্যাপী "International Conference on 4th Industrial

Revolution and beyond (IC4IR2021)" শিরোনামে আয়োজিত ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে। বর্ণিত এই 'IC4IR 2021' সম্মেলনের মাধ্যমে দেশের উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা, শিল্প ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব ও তদপরবর্তী বিশ্ব প্রেক্ষাপট উপযোগী সুপারিশমালা গৃহীত হবে।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে 'নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন ও মুজিব জন্মশতবার্ষিকী পালন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু'র ওপর লিখিত (বাংলায়) কমিশনে প্রাপ্ত ০৪ টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে যাচাই-বাছাইপূর্বক ০২টি পাণ্ডুলিপি (১) 'বঙ্গবন্ধু'র শিক্ষা ভাবনা: তত্ত্ব ও দর্শন' এবং (২) 'বঙ্গবন্ধু'র আত্মকথন : অন্তরঙ্গ পাঠ' প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে কমিটি কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞগণের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষে 'ইউজিসি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলোশিপ' প্রবর্তন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ইউজিসি মুজিববর্ষ প্রকাশনা নীতিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর (১)'বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনা : প্রসঙ্গ উচ্চ শিক্ষা' ও (২) 'বঙ্গবন্ধু : নতুন প্রজন্মের ভাবনা ও ভবিষ্যতের দিকদর্শন' শীর্ষক দুটি সাক্ষাৎকার ও গবেষণা ভিত্তিক গ্রন্থ' প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট অনলাইন আর্কাইভিং ও সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্ট প্রস্তুত করা হবে। এ লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ কমিটির মূল্যায়ন শেষে মনোনীত দু'জন গবেষকের সাথে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে 'ইউজিসি-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলোশিপ' প্রবর্তন করা হয়েছে। উচ্চতর গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য এখন থেকে প্রতিবছর একজন করে গবেষককে ০১ বছর মেয়াদী এই ফেলোশিপ প্রদান করা হবে। প্রথমবারের মতো 'ইউজিসি-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলোশিপ-২০২১' পেয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) ড. এম. আকজাল হোসন।
- মুজিববর্ষে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বঙ্গবন্ধুর ওপর সম্পাদিত দুটি বিশেষ গবেষণা পাণ্ডুলিপি (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি) প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রণীত নীতিমালার আলোকে এ বিষয়ে পাণ্ডুলিপি আহ্বান করে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়। সে অনুযায়ী প্রাপ্ত বাংলা ভাষায় সম্পাদিত দুটি গবেষণা পাণ্ডুলিপির ওপর মতামত প্রদানের জন্য পাণ্ডুলিপি দুটি বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে গ্রন্থাগারে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক আয়োজিত ১০০ দিনব্যাপী (১ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ১০ মার্চ ২০২১) "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ"-এ অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দায়িত্ব পালন করে।
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান) সমূহের প্রবেশ পর্যায়ে (entry level) নিয়োগ সুপারিশের লক্ষ্যে ৩০ মার্চ ২০২১ তারিখে ৩য় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে ১৫ জুলাই, ২০২১ ও ১৬ জুলাই ২০২১ তারিখে ৩৪,৬০৭ জন এমপিও এবং ৩,০৭৬ জন নন-এমপিও পদে মোট ৩৮,২৮৩ জন নিবন্ধনধারী শিক্ষককে তাদের পছন্দক্রম ও মেধার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয় এবং নির্বাচিত শিক্ষক ও

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানদের বরাবর এসএমএস প্রেরণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত শিক্ষকদের পুলিশ ভেরিফিকেশন/সিকিউরিটি ভেরিফিকেশনের পর নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করা হবে।

- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের অংশ হিসেবে এনটিআরসিএ কার্যালয়ে "বঙ্গবন্ধু কর্ণার" স্থাপন করা হয়েছে। এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে জাতির পিতার ভাবাদর্শ তুলে ধরার জন্য তাঁর লিখিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং 'কারাগারের রোজনামচা' পুস্তক দু'টি বিতরণ করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কোটপিন বিতরণ করা হয়েছে। এনটিআরসিএ'তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর নির্মিত পোস্টার প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য মেধাবী শিক্ষকদের নিয়োগের বিষয়ে এনটিআরসিএ'র কার্যক্রম সম্পর্কে লিফলেট প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের টঙ্গীস্থ' গুদামের খালি জায়গাতে ৪০টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর উক্তি সম্বলিত ছবির পোস্টার প্রদর্শন করা হয়েছে। বোর্ডের ৭ম তলাস্থ' লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ভবনের প্রধান ফটকের সামনে ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান পরিবেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- করোনা মহামারী থাকা সত্ত্বেও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির এ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যের ৩৬টি কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে ৩৫ কর্মসম্পাদন সূচকের ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে;
- আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ১৭টি কার্যসম্পাদন সূচকের বিপরীতে ১৭টি কার্যসম্পাদন সূচকের ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর ৯৯.৪৬।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এপিএ বিষয়ে ১০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে;
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এপিএ'তে ভালো ফলাফল স্বরূপ ০৩টি দপ্তর-সংস্থাকে প্রণোদনা হিসেবে ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়েছে।
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) ক্যাম্পাসে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে।
- শিশু-কিশোরদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর চেতনার বিকাশ এবং তারা যাতে বঙ্গবন্ধুকে আরও নিবিড়ভাবে জানতে পারে সে লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন শিক্ষার্থীদের নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ('ক' গ্রুপ) 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আগামীর বাংলাদেশ', নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা 'নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে বঙ্গবন্ধুর চেতনা' ('খ' গ্রুপ) এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ('গ' গ্রুপ) 'বাঙালি জাতিসত্তার স্ফুরণ ও বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক বিষয়ে অনলাইনভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের পাশাপাশি অংশগ্রহণকৃত সকল শিক্ষার্থীকে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই এবং সার্টিফিকেট পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। চলমান কোভিড ১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত উদযাপন এবং শিক্ষক ও নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মহান স্বাধীনতার চেতনার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর আওতাধীন উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই)-এর ১২৩টি কেন্দ্রে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার' স্থাপনের লক্ষ্যে আসবাবপত্র ও পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে।
- বাঙালি জাতির মুক্তিদাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সংগ্রামী জীবনের ইতিহাসকে তুলে ধরার নিমিত্ত ব্যানবেইস ভবনের প্রবেশ পথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১৯৫২ হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সংগ্রামী জীবনের এর উপর দৃষ্টি নন্দন ম্যুরাল চিত্র স্থাপন করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত ইউআইটিআরসিই ভবনের নাম করণ করা হয়" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ডিজিটাল শিক্ষা ভবন" ।
- মুজিব বর্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতির পিতার অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে ব্যানবেইসের প্রবেশ পথে জাতির পিতার প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে।
- নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে ব্যানবেইস গ্রন্থাগারে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার' এর জন্য মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিষয়ক ৪৯৩টি গ্রন্থ' সংগ্রহ করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহএর অন্তর্গত ৪টি জেলার ঐতিহ্যবাহী বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়।
- মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এবছর প্রথমবারের মতো 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১' প্রদান করা হয়। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক নীতিমালা ২০১৯' অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন মাতৃভাষার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশ, মাতৃভাষার চর্চাভিত্তিক প্রকাশিত মানসম্পন্ন গ্রন্থ, মাতৃভাষার গবেষণা, মাতৃভাষার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বহির্বিশ্বে মাতৃভাষা ও বিদেশি ভাষা প্রচার ও প্রসার, মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত মৌলিক গ্রন্থাবলি বিদেশি ভাষায় অনুবাদ, বিদেশি ভাষায় রচিত সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত গ্রন্থাসমূহের বাংলা ভাষায় অনুবাদ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে দুটি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুটি, মোট ০৪ (চার)টি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক প্রবর্তন করা হয়।'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' লাভ করেছেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১' পেয়েছেন Mr. Islaimov Gulom Mirzaevich, the Republic of Uzbekistan Ges The Activismo Lenguan (Language Activism), Bolivia.
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর বোর্ড ক্যাম্পাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপনের পাশাপাশি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের কার্যক্রম

সেবা শাখার২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ

- সফটওয়্যার ডাটা বেইজড কোম্পানী নিয়োগপূর্বক এ বিভাগের মামলা সংক্রান্ত সফটওয়্যার ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ
- ই.জি.পি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়।
- ই.জি.পি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কম্পিউটার এক্সসরিজ ক্রয়।
- ই.জি.পি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্টেশনারিজ মালামাল ক্রয়।
- বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী কোটেশন প্রক্রিয়ার মধ্যমে আসবাবপত্র ক্রয় ও সরবরাহ।
- বিভাগের ১৭-২০ গ্রেড কর্মচারীদের জন্য সাজ-পোশাক ক্রয়।
- ০৫টি ফটোকপিয়ার মেশিন অকেজো ঘোষণাকরণ।
- অকেজো ঘোষণাকৃত ফটোকপিয়ার মেশিন স্টেশনারি অফিসে ফেরত প্রদান করে তদস্থলে নতুন ৪টি নতুন ফটোকপিয়ার মেশিন সংগ্রহ ও বিভিন্ন উইং-এ বিতরণ।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে পত্রিকার বিজ্ঞাপনের সকল বিলসহ অন্যান্য বিল পরিশোধ।
- বিভাগের পক্ষ থেকে মহান বিজয় দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর রোডের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।
- মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকায় স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।
- বিভাগের অধীন সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ঋণ আবেদন অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

আইসিটি অধিশাখার ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য মামলা সংক্রান্ত ওয়েববেইজ ডাটাবেজ (Case Management System) সফটওয়্যার তৈরির করা হয়। যার মাধ্যমে প্রতিটি মামলার ধরন, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মামলা, বছরভিত্তিক মামলা, মামলার রায় বা আদেশ-এর তথ্য, নিষ্পত্তিকৃত ও অনিষ্পত্তিকৃত মামলার তথ্যসহ সকল মামলার হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।
- মাধ্যমিকও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ও এর আওতাধীন বিভিন্নদপ্তর/সংস্থাসমূহের সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় ১৩৮টি সেবাকেসুএড়া প্ল্যাটফর্মে অর্ন্তভুক্ত/ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে। যার মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ১টি, মা.উ.শি. অধিদপ্তরের ১১৮টি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর ০৪টি, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর০২টি, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর ০৬টি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ০২টি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট (আমাই) এর ০৩টি, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি) এর০২টি সেবাকে myGov প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত/ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে।

- চতুর্থ শিল্প বিপবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে দক্ষ জনবল তৈরির উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ হতে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, আইসিটি বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের আর্থিক অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় myGov প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের ১৭ লক্ষ আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে এবং মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা নগদের মাধ্যমে অনুদানের অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস অতিমারির প্রেক্ষাপটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রাখার জন্য অনলাইনে পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অনলাইনে পাঠদান কার্যক্রমের পাশাপশি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শ্রেণি পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষা অনলাইনে গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর সভাপতিত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বিভিন্ন পরীক্ষা অনলাইনে গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য ইউজিসি'র একজন সম্মানিত সদস্য-কে সভাপতি করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। দু'টি কমিটির প্রতিবেদন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে পাওয়া গিয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকে অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন'কে অনুরোধ করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং এর আওতাধী নদপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ মডিউল এ Bangladesh National Digital Architecture (BNDA) Ges Digital Security বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।
- নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্তির জন্য সফটওয়্যার তৈরি, IEIMS প্রকল্পের বিভিন্ন সফটওয়্যার মডিউল তৈরি এবং অন্যান্য দপ্তর/অধিদপ্তরের সফটওয়্যার উন্নয়ন ও হার্ডওয়্যার সংগ্রহে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সমন্বয়, ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এর নির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পারফর্মেন্স, উদ্ভাবন ও সেবা উন্নয়ন অধিশাখার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ

- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আওতাধীন অধিদপ্তর-দপ্তর-সংস্থা এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করা হয়েছে;
- করোনা মহামারী থাকা সত্ত্বেও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির এ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যের ৩৬টি কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে ৩৫ কর্মসম্পাদন সূচকের ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে;
- আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ১৭টি কার্যসম্পাদন সূচকের বিপরীতে ১৭টি কার্যসম্পাদন সূচকের ১০০% লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর ৯৯.৪৬।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এপিএ বিষয়ে ১০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এপিএ'তে ভালো ফলাফল স্বরূপ ০৩টি দপ্তর-সংস্থাকে প্রণোদনা হিসেবে ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

এপিএ প্রণোদনা স্বরূপ ক্রেস্ট প্রদান

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক অর্জন প্রতিবেদন

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনায় বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০২০-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- করোনা মহামারী থাকা সত্ত্বেও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ৩৪টি কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে ৩৩ কর্মসম্পাদন সূচকের১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর ৯৯;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে ০১ দিনের ০২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা, উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ দিনের ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ দিনের ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;
- উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত ২২টি উদ্ভাবনী ধারণা যাচাই-বাছাই পূর্বক ০৬ টি উদ্যোগ/ধারণার তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে "মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ" উদ্ভাবনী উদ্যোগটি ডিজিটাল সেবা হিসেবে চালু করা হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের অনুদান প্রদান" উদ্ভাবনী উদ্যোগটি সেবা সহজিকরণ করা হয়েছে;
- ১৪ জুন ২০২১ তারিখে মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে শো-কেসিং আয়োজন করা হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আওতাধীন অধিদপ্তর-দপ্তর-সংস্থাকে অভিনন্দন স্বরূপ সনদ প্রদান করা হয়েছে ।

উদ্ভাবকদের স্বীকৃতি স্বরূপ সনদ প্রদান

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো সংক্রান্ত বার্ষিক অর্জন প্রতিবেদন

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২০-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- করোনা মহামারী থাকা সত্ত্বেও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ৩৮টি কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে৩ ৮ কর্মসম্পাদন সূচকের১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর ১০০;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ১৭০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে "সুশাসন" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২০৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে;
- শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ এর আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে কর্মরত ০১ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন কর্মচারী এবং আওতাধীন অধিদপ্তর-দপ্তর-সংস্থার মধ্য হতে ০১ জন প্রতিষ্ঠান প্রধানকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

জনাব মোঃ ফজলু রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব কে শুদ্ধাচার প্রদান করছেন জনাব মাহবুব হোসেন, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

বাজেট শাখার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থবছর	পরিচালন	মোট বরাদ্দের (%)	উন্নয়ন (SEDP সহ)	মোট বরাদ্দের (%)	মোট বরাদ্দ	জাতীয় বাজেটে বরাদ্দের হার	জিডিপির হার
২০১৯-২০২০ সংশোধিত বাজেট	১৯,২৫১,৭৫,৮৪ (উনিশ হাজার দুইশত একান্ন কোটি পঁচাত্তর লক্ষ চুরাশি হাজার) টাকা	৬৭.৭৮%	৯,১৪৯,৫১,১৬ (নয় হাজার একশত উনপঞ্চাশ কোটি একান্ন লক্ষ ষোল হাজার টাকা)	৩২.২২ %	২৮,৪০১,২৭,০০ (আটাশ হাজার চারশত এক কোটি সাতাশ লক্ষ) টাকা	৫.৪৩%	.৯৮%
২০২০-২০২১ সংশোধিত বাজেট	২০,১৬২,৮৮,০৭ (বিশ হাজার একশত বাষট্টি কোটি আটাশি লক্ষ সাত হাজার) টাকা।	৬১.৬৯%	১২,৫২২,৮৮,২১ (বার হাজার পাঁচশত বাইশ কোটি আটাশি লক্ষ একুশ হাজার) টাকা।	৩৮.৩১%	৩২,৬৮৫,৭৬,২৮ (বত্রিশ হাজার ছয়শত পঁচাশি কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ আটাশ হাজার) টাকা।	৫.৮৩%	১.০৪%
২০২১-২০২২ (প্রস্তাবিত বাজেট)	২২,১৬৭,৭৩,০০ (বাইশ হাজার একশত সাতষট্টি কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা।	৬০.৭৬ %	১৪,৩১৯,৫১,০০ (চৌদ্দ হাজার তিনশত উনিশ কোটি একান্ন লক্ষ) টাকা।	৩৯.২৪%	৩৬,৪৮৭,২৪,০০ (ছত্রিশ হাজার চারশত সাতাশি কোটি চব্বিশ লক্ষ) টাকা।	৬.০৫%	১.০৫%

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ১৫.০৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ১১.৬৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ৪,২৮৪,৪৯,২৮,০০০ (চার হাজার দুইশত চুরাশি কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ আটাশ হাজার) টাকা বেশি।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ৩,৮০১,৪৭,৭২,০০০ (তিন হাজার আটশত এক কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার) টাকা বেশি।

প্রশিক্ষণ শাখার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের ধরন	পর্যায়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
০১	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা (৫ম-৯ম গ্রেড)	৪১ জন	-
০২	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	২য় শ্রেণির কর্মকর্তা (১০ম গ্রেড)	৪০ জন	
০৩	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী (১১তম হতে ২০তম গ্রেড)	১০৭ জন	
০৪	ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনস্থ ২৩টি দপ্তর সংস্থা হতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ(৫ম হতে ১৬তম গ্রেড)	৪৬ জন	
০৫	ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনস্থ ২৩টি দপ্তর সংস্থা হতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ (৫ম হতে ১৬তম গ্রেড)	৪৬ জন	
০৬	"চতুর্থশিল্প বিপ্লবের আলোকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় করণীয় নির্ধারণ" বিষয়ক কর্মশালা	সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তাগণ	৬০ জন	

সমন্বয় শাখার ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ

- মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।
- মন্ত্রিসভা বৈঠকের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রেরণ।
- মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কার্যাবলি সম্পর্কিত মাসিক প্রতিবেদন।
- বাংলাদেশ স্কাউটস এর ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে জমি বরাদ্দের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন।
- বাংলাদেশ গার্লস গাইডস এর ভবন নির্মানের লক্ষ্যে জমি বরাদ্দের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন।
- বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তির বিষয়ে মতামত প্রদান।
- জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।
- জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার সম্মেলনের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মাসিক সমন্বয় সভা।
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১ বাংলা ও ইংরেজি উভয় সংস্করণ এ অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্যাদি/পরিসংখ্যানের প্রতিবেদন প্রেরণ।
- মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন।

- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখার২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ

- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৪১টি শূণ্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ৪র্থ শ্রেণির ০৭জন কর্মচারীকে ৩য় শ্রেণির পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ৩য় শ্রেণির মোট ১৫জন কর্মচারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির (প্রশাসনিক কর্মকর্তা-৮ ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-৭) পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- 'বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০২১'- প্রণয়ন করা হয়েছে।
- মাতৃভাষায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ০২(দুই)জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক-২০২১ এবং বিদেশি ০২(দুই)জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক-২০২১ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে মেধাবী ও অসচ্ছল ১,৮২,১০৩জন ছাত্র-ছাত্রীকে ৯৭,০৯,৮৫,৫৮০.০০ (সাতানব্বই কোটি নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশত আশি) টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যক্রম

উন্নয়ন-১ শাখা

১. সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামে কর্মরত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১১৮৭টি পদ জনবলসহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান, যা অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির অপেক্ষাধীন।

২. সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কম্পিউটার সামগ্রী বাবদ ১৫৩.১৭ কোটি, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বাবদ ৯.৮৭ কোটি এবং ইআইএমএস সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ বাবদ ১৬.৭৭ কোটিসহ সর্বমোট ১৭৯.৮১ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হচ্ছে। যা গুণগত শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৩. সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইডিপি) এর আওতায় শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস শক্তিশালীকরণ, ৬ষ্ঠ-১২শ শ্রেণির দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি ও টিউশন সুবিধা প্রদান এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য স্কুল ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২৮২ কলেজের মধ্যে ১৫৮টি কলেজের একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫. শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় (ক) ১৬টি নতুন ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে (খ) ৪১টি একাডেমিক কাম এক্সামিনেশন হলের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারিত তলাসমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে (গ) ৬৯টি কলেজে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।

৬. সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইডিপি) এর আওতায় Adolescent Student Program এর জন্য মাসিককালীন স্বাস্থ্যগত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়ার্কশপের কিছু চিত্র

উন্নয়ন-২ শাখা

১. সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলাধীন দাকোপ মহাবিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ৬তলা একাডেমিক ভবন

২. সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলাধীন মুজিবনগর সরকারি কলেজের নির্মাণাধীন ৬তলা একাডেমিক ভবন

৩. সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের ফরিদপুর জেলার আইনউদ্দিন সরকারি কলেজের নির্মাণাধীন ৬তলা একাডেমিক ভবন

৪. সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী সরকারি কলেজের নির্মাণাধীন ৬তলা একাডেমিক ভবন

৫. জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য আগামী ৫ বছরে প্রকল্পের আওতাধীন জেলাসমূহে অধিক সংখ্যক ১০-১৯ বছরের কিশোর কিশোরী জেন্ডার সাম্য আচরণ করবে এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ব্যবহার ও সেবা গ্রহণ করবে। এ লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ:

প্রকল্পের আওতায় ৩২জন মাস্টার ট্রেইনারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনারগণ প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং নির্বাচিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছেন।

প্রধান শিক্ষককে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান:

প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানকে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরা প্রয়োজন। জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পের প্রথম পর্যায় বাস্তবায়নকালে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার সমতা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ-বর্ষ ২ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ:

সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, মৌলভীবাজার, পটুয়াখালী ও রাঙামাটি জেলার নির্বাচিত ২৫০টি প্রতিষ্ঠানের ৭৫০ জন শিক্ষককে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার সমতা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ-বর্ষ ২ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষিত শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে জেমস সেশন পরিচালনা করবেন

সভা/কর্মশালা:

অভিভাবক সভা:

প্রকল্পভুক্ত ২৫০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর অভিভাবককে প্রকল্প সম্পর্কে অবহিতকরণ ও প্রকল্প কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি করে সভা করা হয়েছে। প্রকল্প দলিলে প্রতি বছর একবার এরূপ সভা আয়োজনের সংস্থান রয়েছে।

স্কুল লেভেল প্ল্যানিং মিটিং:

প্রকল্পভুক্ত ২৫০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় প্রকল্প কার্যক্রম ও অগ্রগতি এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি করে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে জেমস সেশন সম্প্রচার: কোভিড অতিমারির কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বিকল্প পাঠদান পদ্ধতি হিসেবে জেন্ডার ইকুইটিমুভমেন্টইন স্কুলস (জেমস) এর ১ম বর্ষের ১৩টি সেশনরেকর্ড ও সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচার করা হয়েছে।

উন্নয়ন-৩ শাখা

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৪টি সার্কেল অফিস (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কার্যালয়) এবং ৩৮টি জোনের পরিবর্তে ৬৪টি জেলায় ১টি করে ও ঢাকা মেট্রোতে ১টিসহ মোট ৬৫টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়এবং ঢাকা মেট্রোতে ৫টি ও উপজেলা পর্যায়ে ৪৮৯টি সহ মোট ৪৯৪টি উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় স্থাপন।

"শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০২১" প্রণয়ন

উন্নয়ন-৪শাখা

২০২০-২০২১ অর্থবছরের (১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১) ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম:

অস্থায়ী অটিজম একাডেমি উদ্বোধন :

রাজউক পূর্বাচলে মূল একাডেমির নির্মাণ কাজ মামলা জনিত কারণে বিলম্বিত হওয়ায় আরডিপিপি (২য় সংশোধনী) মোতাবেক অটিজম ও এনডিডি শিশুদের সীমিত পরিসরে সরাসরি সেবা প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র ৬/এ, সেগুন বাগিচায় ৭৫০০ বর্গফুট আয়তনের বাড়িটি ভাড়া করা হয়। গত ০৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম. পি. ও মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মুহিবুল হাসান চৌধুরী এম. পি. আনুষ্ঠানিকভাবে NAAND (অস্থায়ী ক্যাম্পাস) এর শুভ উদ্বোধন করেন।

জনবলের পদ সৃষ্টি:

NAAND (অস্থায়ী একাডেমি) চালু করার জন্য রাজস্ব খাতে ৫০ (পঞ্চাশ)টি পদে অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে এবং বাস্তবায়ন শাখায় প্রক্রিয়াধীন। ৪র্থ শ্রেণির ১২টি পদের জন্য আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।

মামলা নিষ্পত্তি :

NAAND (মূল একাডেমি) এর জন্য বরাদ্দকৃত রাজউক পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ৮ নং সেক্টরের ৩.৩৩ একর জমিতে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্টে চলমান মামলার নিষ্পত্তি হয়। উল্লেখ্য যে, একাডেমির জন্য বরাদ্দকৃত জমির রেজিস্ট্রেশন, নামজারী, খাজনা প্রদানের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত ভূমি সমতল করা হয়েছে।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সম্পন্ন :

মামলা নিষ্পত্তির পর NAAND (মূল একাডেমি) এর ডিজাইন ও ড্রয়িং প্রণয়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং QCBS পদ্ধতিতে Vernacular Consultants Ltd. কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

NAAND প্রকল্পের সাথে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের চুক্তি স্বাক্ষর

সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম:

১০ দিনব্যাপী মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ:

ডিপিপি সংস্থান: ২৪টি ব্যাচে ১২০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা: ৪টি ব্যাচে ২০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান

অংশগ্রহণকারীর ধরণ: বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সরকারি সাধারণ কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক কর্মকর্তাগণ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জন:

২০২০-২০২১ অর্থবছরের ১০ (দশ) দিনব্যাপী মাস্টার ট্রেনিং প্রশিক্ষণের ২টি ব্যাচের মাধ্যমে মোট ১০০ জন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষক কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ব্যাচের প্রশিক্ষণ কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

০৫ দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ:

ডিপিপি সংস্থান: ৫০০ টি ব্যাচে ২০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা: ৮০টি ব্যাচে ৩২০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান

অংশগ্রহণকারীর ধরন: অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক, মাদ্রাসার সুপার/সহকারী সুপার।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অর্জন:

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ৩৫টি ব্যাচের মাধ্যমে মোট ১৪০০ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক ও অটিজম ও এনডিডি শিশুর অভিভাবককে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ব্যাচের প্রশিক্ষণ কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

কলেজ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (সিইডিপি) প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন

- কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা কমিটি (এনএসপিসি) এবং কলেজ পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণধর্মী দলিল প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ছয়টি এক্সপার্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- এক্সপার্ট কমিটি নিজনিজ বিষয়ের উপর ছয়টি ব্যাক গ্রাউন্ড স্টাডি করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে যা এনএসপিসি (NSPC) এর নিকট দাখিল করা হয়েছে।
- দাখিলকৃত ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডিজ সমূহ পর্যালোচনা করে মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্টোকহোল্ডারদের সমন্বয়ে অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে ৬টি বিষয়ের উপর ৬টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
- কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামতের উপর ভিত্তি করে জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনার একটি খসড়া দলিল (আংশিক) প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া দলিলের উপর মতামত ও দিকনির্দেশনা গ্রহণের জন্য NSPC-এর সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- পরবর্তীতে জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ খসড়া দলিল প্রস্তুত করা হবে যা প্রকল্প এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে জনসাধারণের মতামতের জন্য আপলোড করা হবে। পরবর্তী সময়ে জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনার খসড়া দলিলের বৈধতা এবং পুনঃপরীক্ষা করার জন্য ৩টি অঞ্চলে ৩টি কর্মশালার আয়োজন করা হবে। কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামতের উপর ভিত্তি করে জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনাটির উন্নয়ন সাধন করা হবে এবং ২টি জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করা হবে।

- Non-Government Teachers Selection Commission (NTSC) Act এর ড্রাফট প্রস্তুত করা হয়েছে।
- প্রকল্প দলিল অনুযায়ী সরকারি কলেজে শিক্ষকদের ২৭০০টি শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে আইডিজি বোর্ড কর্তৃক ১২২টি কলেজকে (৯০টি সরকারি, ৩২টি বেসরকারি) উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরি (আইডিজি) প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বেসরকারি একটি কলেজ অনিয়মের কারণে এবং আরো একটি কলেজ আইডিজি বাস্তবায়নে অপরাগতা প্রকাশ করায় বর্তমানে ১২০টি কলেজে আইডিজি বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমানরয়েছে।
- প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন মঞ্জুরিতে আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৫০২.১৫ কোটি টাকার মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ৩৯.৩১ কোটি টাকা এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৪০.০৪ কোটি টাকাসহ মোট ১৭৯.৩৫ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। ৩০ জুন-২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৩৩.১৭ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ২৬.৫২ শতাংশ।
- নির্বাচিত কলেজ গুলোর আইডিজি ম্যানেজমেন্ট টিমের সাথে জড়িত শিক্ষকদের প্রকিউরমেন্ট, ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এবং মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ১২১ জনকে Engineering Staff Collage, Bangladesh (ESCB) তে PPR বিষয়ে পাঁচ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন মঞ্জুরি প্রাপ্ত ১০৯টি কলেজকে ই-জিপি এর আওতায় আনা হয়েছে। আইডিজিএম এর সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট পিএমউ অফিসারসহ মোট ১৮৭ জনকে ই-জিপি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি কলেজকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ই-জিপি এর আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- আইডিজি ফোকালপারসন এবং দুইজন স্টাফনিয়ে মোট ৩৬৬ জনকে রেকর্ড কিপিংসম্পর্কে জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরি প্রাপ্ত কলেজ সমূহের মধ্য হতে ৩৬টি কলেজ থেকে ৭২ জনকে নিয়ে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টইন ফরমেশন সিস্টেম (পিএমআইএস) এর উপর ৬টি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে।
- আইডিজি (Institutional Development Grant) মঞ্জুরি প্রাপ্ত কলেজ সমূহেকে ১৪ জুলাই-২০২০ হতে ১৯ জুলাই-২০২০ পর্যন্ত ২৪ টি সেশনে জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ২০২০-২১ অর্থ বছরের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প এবং প্রাতিষ্ঠানিক আইডিজি প্রাপ্ত কলেজগুলো যৌথভাবে কাজ করেছে। ইতোমধ্যে কলেজসমূহ ৩৪১টি আরএফকিউ এবং ৩১৯টি ওটিএম প্যাকেজ সম্পন সম্পন্ন হয়েছে।
- সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্টের মাধ্যমে ইতোমধ্যে কলেজ সমূহের জন্য ৮টি প্যাকেজে আইটি ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৭টি প্যাকেজের ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান আছে। উক্ত ৭টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি প্যাকেজের মালামাল গ্রহণ, বিতরণ এবং বিল প্রদান করা হয়েছে, ৩টি প্যাকেজের কন্ট্রাক্ট সাইন সম্পন্ন হয়েছে, ১টি প্যাকেজ মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে, ১টি প্যাকেজ এর টেন্ডার বাতিল পূর্বকরি-টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা কলেজ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি

ডিজিটাল ক্লাসরুম সাদ'ত কলেজ, টাঙ্গাইল

জাহানারা লতিফ মহিলা কলেজ, জামালপুর

কম্পিউটার ল্যাব, নেত্রকোনা সরকারি কলেজ, নেত্রকোনা

সিইডিপি প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

আর্থিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত):

অর্থবছর	আরডিপিপিবরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	খরচ (লক্ষ টাকা)	আর্থিক অগ্রগতি (%)
২০১৬-২০১৭	১০০০০.০০	১৮৬.০৭	১.৮৬
২০১৭-২০১৮	৫৭৫০.০০	২১৫১.৪৬	৩৭.৪১
২০২৮-২০১৯	১১৯৪০.০০	৫৯৫২.৫০	৪৯.৮৫
২০১৯-২০২০	১৬৭৬২.০০	২৭৮০.২৯	১৬.৫৯
২০২০-২০২১	২৬৩৩১.০০	১৪৪০৯.৬৮	৫৪.৭৩
জুন-২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০৪০০০.০০	২৫৪৮০.০০	২৪.৫০

২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি:

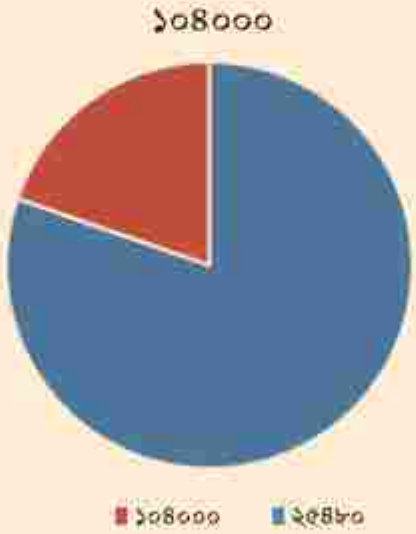

এস্টাবলিশমেন্ট অব ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (IEIMS) প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রম সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য তথ্য প্রদান

প্রকল্পের শিরোনাম: এস্টাবলিশমেন্ট অব "ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (IEIMS)

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:

(ক) শুরুর তারিখ : ০১ জুলাই ২০১৮

(খ) সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন ২০২২

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩১৩.৩১ কোটি টাকা (জিওবি)

প্রকল্প অনুমোদন : ১৪/০৮/২০১৮

প্রকল্পের উপাংগ (কম্পোনেন্ট)

ক) সিআরভিএস ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থী প্রোফাইল ও ডেটাবেজ স্থাপন এবং UID নম্বর প্রদান;

খ) সমন্বিত শিক্ষাতথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন ।

প্রকল্পের প্রধান কার্যাবলী

১) কম্পিউটার হার্ডওয়ার, নেটওয়ার্ক, স্টোরেজসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং স্থাপন;

২) প্রয়োজনীয় আইসিটি অবকাঠামো তৈরি (ব্যানবেইস, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড, ডিআর ইত্যাদি);

৩) সকল শিক্ষা বোর্ডের জন্য ১৯ ধরনের মডিউলে সফটওয়ার প্রণয়ন ও স্থাপন;

৪) মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, ব্যানবেইস এবং অন্যান্য সংস্থার জন্য ১৩ ধরনের মডিউলে সফটওয়ার তৈরি ও স্থাপন; এবং

৫) সিআরভিএস (Civil Registration and Vital Statistics) এর আলোকে শিক্ষার্থী ডেটাবেজ প্রণয়ন এবং বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান প্রস্তুত ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন/সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ:

- সিআরভিএস এর আলোকে শিক্ষার্থী প্রোফাইল তথ্যছক মুদ্রণ করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এপ্রিল ২০২১ মাসে প্রেরণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থী কর্তৃক হার্ডকপি পুরণের কাজ চলছে।
- Software Vendor- BDU কর্তৃক Software Development সম্পন্ন হয়েছে, মাঠপর্যায়ে Testing এর কাজ চলছে। এনআইডি এবং ওআরজি এর সাথে Link স্থাপিত হয়েছে।
- সমন্বিত শিক্ষা তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রণয়নে Requirement Analysis করার জন্য সকল অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বোর্ড পরিদর্শনপূর্বক বুয়েট Software and Hardware বিষয়ে Inception Report ১৮/১০/২০২০ তারিখে প্রকল্প দপ্তরে দাখিল করেছে এবং অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে Inception Report চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া অংশীজনদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে Software and Database Development Plan চূড়ান্ত করা হয়েছে। কারিগরি পরামর্শক দল Hardware Requirement Analysis সহ প্রায় ১০টি রিপোর্ট প্রকল্প কার্যালয়ে দাখিল করেছে।

- শিক্ষার্থীর জন্য সনদ যাচাই এবং UID প্রাপ্তির জন্য ওআরজি, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এর সাথে ৩০/০৯/২০২০ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- ৫ম শ্রেণি সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তরের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে ১০/১২/২০২০ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- শিক্ষক প্রশিক্ষক তৈরি, ব্যানবেইসসহ মাঠপর্যায়ের ৬০০ জন মাস্টার ট্রেইনার এবং উপজেলা পর্যায়ের ৪০৮২৯ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।
- শিক্ষাবোর্ড সংক্রান্ত ০৯টি সফটওয়ার মডিউল (লট-২) ডেভেলপের জন্য Dynamic Solution Innovators Ltd. (DSI) এর সঙ্গে ১৫/০২/২০২১ তারিখে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন ১৩টি সংস্থার সফটওয়ার মডিউল (লট-৩) ডেভেলপের জন্য Ethics Advance Technology Ltd. (EATL) এর সঙ্গে ২৮/০২/২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন সংস্থাসমূহ এবং শিক্ষা বোর্ডসমূহের হার্ডওয়্যার ক্রয়ের জন্য হার্ডওয়্যার Requirement Analysis এর কাজ সম্পন্ন করে এ সংক্রান্ত Technical Specification এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং লট-২ ও লট-৩ এর ডেটাবেজ এর তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।
- ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ পর্যায়ে UID কার্যক্রম বাদে সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে।
- ০১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে মহাপরিচালক, ব্যানবেইস মহোদয়ের সভাপতিত্বে Project Implementation Committee (PIC) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকল্পের কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন:

CRVS Server Room Passive Infrastructure

ORG এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

BDU এর সাথে শিক্ষার্থী প্রোফাইল ও ডেটাবেইজ সফটওয়্যার তৈরি বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর

১ কোটি ৬০ লক্ষ শিক্ষার্থী তথ্যচক মুদ্রণ

মাধ্যমিক-১ অনুবিভাগের কার্যক্রম

সরকারি মাধ্যমিক-১ শাখা:

১) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ, পদসৃজন, পদোন্নতি, ছুটি, এতদসংক্রান্ত বিধিপ্রণয়ন ও প্রশাসনিক বিষয়াদি;

২) বেসরকারি বিদ্যালয় সরকারিকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৩) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন উপপরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস-এর পদসৃজন, নিয়োগ বিধিপ্রণয়ন ও প্রশাসনিক বিষয়াদি;

৪) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন উপপরিচালক, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা, অবসর গ্রহণ ও সকল ধরনের পেনশন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৫) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, আঞ্চলিক উপপরিচালক, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযোগ তদন্তকরণ;

৬) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত যেকোন দায়িত্ব পালন।

ক) সরকারি মাধ্যমিক-১ শাখার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন/ সম্পাদিত কর্মকান্ডসমূহের বিবরণ:

১। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৫৪৫২ জন সহকারী শিক্ষক (১০ম গ্রেড) হতে "সিনিয়র শিক্ষক" (৯ম গ্রেড) পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২। করোনার কারণে ২০২১ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পর্যায়ে সারাদেশের বিভিন্ন স্কুলে অনলাইন লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে বিগত ১৮ মার্চ, ২০২০ হতে দেশের সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়।

খ) ২০২০-২০২১ সালে গৃহীত কিন্তু চলমান কর্মকান্ডের বিবরণ:

১। পিএসসি- কর্তৃক সুপারিশকৃত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২১৫৫ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার লক্ষ্যে সুপারিশকৃতদের তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সুরক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ রাখা হলেও 'আমার ঘরে, আমার স্কুল' শিরোনামে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে দৈনিক ৪ ঘন্টা করে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের পাঠদান কার্যক্রম চালু করা হয়। এসব ক্লাস বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে দেয়া হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের সুবিধামত সময়ে পুনরায় দেখতে পারে।

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে "শিক্ষা টিভি" পরিচালনার নিমিত্ত সরকারি ব্যবস্থাপনায় স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপনের অনাপত্তি প্রদানের নিমিত্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৪। সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসারগণকে জেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে ও সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত সহকারী প্রধান শিক্ষকগণকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে শূণ্য পদে পদোন্নতি প্রদানের জন্য ফিডার পদের কর্মকাল প্রমার্জনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫। জাতীয় শিক্ষা মূল্যায়ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ (খসড়া) মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর আইনটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ কর্তৃক ভাষাগত পরিমার্জন করে পরিমার্জিত খসড়া পরীক্ষা- নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

সরকারি মাধ্যমিক-২ শাখা:

১) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-এর অর্গানোগ্রাম, প্রবিধিমালা, বাজেট ও প্রশাসনিক কবিষয়াদি;

২) শিক্ষাবোর্ড সমূহের পাবলিক পরীক্ষা, বাজেট প্রণয়ন, প্রবিধানমালা প্রণয়নও প্রশাসনিক বিষয়াদি;

৩) জে.এস.সি ও জে.ডি.সি. পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

৪) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত যেকোন দায়িত্ব পালন।

(ক) সরকারি মাধ্যমিক-২ শাখার ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন/সম্পাদিত কর্মকাণ্ডসমূহের বিববরণ:

১। **বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ:**

২০১০ সাল থেকে বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বীয় মাতৃভাষায় রচিত এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্রেইল বই বিতরণ। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রাক- প্রাথমিক, প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরে ৪,১৬,৫৫,২২৬ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৪,৩৬,৬২,৪১২ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অংশ গ্রহণে প্রতিবছর ন্যায় এবছর ও ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এ উৎসবের দিন সমগ্র বাংলাদেশে একযোগে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর মাঝে পূর্ণসেট পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়।

২০২০ সালে বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তকের তথ্য:

স্তর	শিক্ষার্থী	বিষয় সংখ্যা	বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তক
প্রাক-প্রাথমিক	৩২৭২১৮৬	২	৬৬৭৫২৭৬
প্রাথমিক	২০৪৪১৫৯৫	৩৩	৯৮৫০৫৪৮০
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরপ্রাক-প্রাথমিক, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণি	৯৭৫৭২	৮	২৩০১০৩
ইবতেদায়ি	৩২৬৯৭১৫	৩৬	২৩২৪৩০৩৫
	২৬২৬৬২৫	৩৯	৩৮৫৩৭৯০৫
মাধ্যমিক (বাংলা ভার্সন)	১২৪২৬৭০০	১০১	১৮০১৮৮৬৩৯
মাধ্যমিক (ইংরেজি ভার্সন)	৮০৪০৬	১০১	১২৮৬৮৯২
কারিগরি	২৭১৮৯৩	৬১	১৬৪৬৬৩৩
এসএসসি ভোকেশনাল	২৭৩০৫০	১৯	৩৫০২৭৬৫
দাখিল ভোকেশনাল	১২২৫৫	১৭	১৬৭৯৬৫
ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক	৭৫০	১১০	৯৫০৪
মোট	৪২,৭৭২,৭৪৭		৩৫,৩৯,৯৪, ১৯৭

২। **জেএসসি পরীক্ষা২০২০:**

কোভিড-১৯ অতিমারির বাস্তবতা বিবেচনা করে২০২০সালের জেএসসি/সমমানের পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নিএবংস্ব স্বশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। **এসএসসি পরীক্ষা ২০২০:**

ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাসে অনুষ্ঠিত ২০২০ সালের এসএসসি/সমমান পরীক্ষার ফলাফল গত ৩১/০৫/২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনলাইনে ঘোষণা করেছেন।

৪। **এইচএসসি পরীক্ষা২০২০:**

০১ এপ্রিল ২০২০ থেকে এইচএসসি/সমমান পরীক্ষা শুরু হওয়ার দিনধার্য ছিল যা করোনার কারণে স্থগিত রাখা হয়। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় এ পরীক্ষা গ্রহণনা করে পরীক্ষার্থীদের জেএসসি পরীক্ষা ও এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এইচএসসি পরীক্ষা ২০২০-এর ফলাফল প্রস্তুত ও প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩০ জানুয়ারি ২০২১-এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, এই বিশেষ ব্যবস্থায় ফলাফলের প্রকাশের নিমিত্ত Intermediate and Secondary Education Ordinance, 1961 সংশোধনপূর্বক Intermediate and Secondary Education (Amendment) Act, ২০২১ গত ২৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

৫। **বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন:**

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর ২০২২ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন), ইবতেদায়ি, দাখিল এবং এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনাল, কারিগরি ট্রেড বই এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের জন্য ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ এবং ইন্সপেকশন এজেন্ট নিয়োগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ও সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা (TAP) অনুমোদন করা হয়েছে।

(খ) ২০২০-২০২১ সালে গৃহীত কিন্তু চলমান কর্মকাণ্ডের বিবরণ:

১। সকল প্রস্তুতিসত্ত্বেও করোনা বাস্তবতায় এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করা হয়। এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের গ্রুপ ভিত্তিক নৈর্বাচনিক বিষয়ে সময় ও নম্বর কমিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আবশ্যিক ও চতুর্থ বিষয়ের কোন পরীক্ষা নেয়া হবে না।

২। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ 'খসড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা' ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনার আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩। নবগঠিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ-এর ১৬৯ (একশত উনসত্তর) টি পদ সৃজনের বিষয়ে জন প্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি প্রদান করেছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পদসমূহ সৃজনের সম্মতি এবং বেতন গ্রেড নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ হতে সম্মতি এবং বেতন গ্রেড নির্ধারণ করে দিয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সরকারি মাধ্যমিক-৩ শাখা:

১) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা, অবসরগ্রহণ ও সকল ধরনের পেনশন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

২) মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ক নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৩) মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার ও মানোন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪) সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

৫) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত যেকোন দায়িত্ব পালন।

(ক) সরকারি মাধ্যমিক-৩শাখার২০২০-২০২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন/সম্পাদিত কর্মকাণ্ডসমূহের বিববরণ:

ক) বেসরকারি স্কুল সরকারিকরণের পরে শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬৯০টি পদ সৃজন করা হয়েছে এবং সৃজনকৃত পদে ৬৭৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে:

(১) ছাগলনাইয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ছাগলনাইয়া, ফেনী।

(২) আহসান উল্লাহ মেমোরিয়াল মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, আত্রাই, নওগাঁ।

(৩) জামালগঞ্জ মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

(৪) রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী।

(৫) সিলেট মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট।

(৬) চট্টগ্রাম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, খুলসী, চট্টগ্রাম।

(৭) নবাবগঞ্জ বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

(৮) বরিশাল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, সদর, বরিশাল।

(৯) সোনাগাজী মোঃ ছাবের মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সোনাগাজী, ফেনী।

(১০) হাতীবান্ধা এস এস মডেল হাইস্কুল, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।

(১১) পঞ্চখণ্ড হরগোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

(১২) এম.সি একাডেমী (মাহমুদ চৌধুরী একাডেমী), গোলাপগঞ্জ, সিলেট

(১৩) খুলনা মডেলস্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা।

(১৪) লালবাগ মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, লালবাগ, ঢাকা।

(১৫) কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড মডেল কলেজ, কুমিল্লা।

(১৬) লোহাগড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, লোহাগড়া, নড়াইল।

(১৭) মতলব জে.বি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর।

(১৮) আটোয়ারী পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আটোয়ারী, পঞ্চগড়।

(১৯) নন্দিগ্রাম মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, নন্দিগ্রাম, বগুড়া।

(২০) মহালছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি।

(২০) ঢাকা বধির হাইস্কুল, পল্টন, ঢাকা।

(২১) সাবের মিয়াজসিমুদ্দীন (এস.জে) মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।

(২২) লক্ষীছড়ি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষীছড়ি, খাগড়াছড়ি।

* বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের নামে নিম্নোক্ত ০২টি প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করা হয়েছে :

(১) বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

(২) দি ফাদার অফ দি ন্যাশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

* মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতির প্রেক্ষিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করায় কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীকে আত্তীকরণ করার লক্ষ্যে এ বিভাগে ০টি প্রতিষ্ঠানের পদ সৃজন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

* সরকারিকৃত শিক্ষ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণের লক্ষ্যে ৩৪টি প্রতিষ্ঠানের পদ সৃজন প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদ সৃজনে সম্মতিপ্রাপ্ত ২৪টি প্রতিষ্ঠানের পদ সৃজন ও বেতন স্কেল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

* জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত ০৫টি প্রতিষ্ঠানের ১১৬টি পদ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

* মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় প্রাথমিক সম্মতির পর ১৩টি প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন, আর্থিক সংশ্লেষ, পদোন্নতি ও নিয়োগ নিষেধাজ্ঞা, ডিড অফ গিফট সম্পাদনের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

* সরকারিকৃত ০৩টি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

* সরকারিকৃত ০৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এডহক নিয়োগকৃত শিক্ষকদের বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে চাকুরি নিয়মিতকরণের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ সালে গৃহীত কিন্তু চলমান কর্মকাণ্ডের বিবরণ:

২০২০-২০২১ সালে প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতি প্রাপ্তির পর কার্যক্রম চলমান রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানের তালিকা নিম্নরূপ:

১.	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ,	শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়,
২.	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা	ভেড়ামারা পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়
৩.	নরসিংদী	শিবপুর	শিবপুর পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়
৪.	পিরোজপুর	ইন্দুরকানী	সেতারা স্মৃতি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
৫.	শরীয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	চরভাগা বঙ্গবন্ধু আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ

মাধ্যমিক-২ অনুবিভাগের কার্যক্রম

২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম

✦ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ হতে ২৮.০৩.২০২১ তারিখে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০২১ জারি করা হয়েছে।

✦ শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও সংক্রান্ত উদ্ভূত মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত মামলায় আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন।

✦ দেশের ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে প্রাপ্ত ১,২৪,৭৪২ জন নন এমপিও শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আনুমানিক ৪৮,৫৩৩ জন শিক্ষক কর্মচারীকে (প্রতি শিক্ষককে ৫,০০০/- এবং প্রতি কর্মচারীকে ২,৫০০ টাকা) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে আনুমানিক (১,২৪,৭৪২-৪৮,৫৩৩)=৭৬,২০৯ জন শিক্ষক কর্মচারীর অনুকূলে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;

✦ সরকারি ও বেসরকারি (এমপিও/ননএমপিও) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) যে সকল

শিক্ষক-কর্মচারীরবয়স ৪০ বা তদুর্ধ্ব তাদেরকে www.surokkha.bd-তে নিবন্ধন করে ভ্যাকসিন গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং যে সকল শিক্ষক-কর্মচারীর বয়স ৪০ বছরের নীচে তাঁদের NID সহ তালিকা প্রণয়ন করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করাহয়েছে।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে যাচাই-বাছাই করে ৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ২৬২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পাঠদান ও ২৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ১৯১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যানবেইস কর্তৃক online G EIIN নম্বর প্রদান করা হয়েছে।
- এন্ট্রি লেভেলের বিভিন্ন পর্যায়ের ৫৪,৩০৪ (চুয়ান্ন হাজার তিনশত চার) টি পদে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ'র মাধ্যমে গণবিজ্ঞপ্তি জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আবেদন যাচাই-বাছাই করে ৩৮,২৮৩ (আটত্রিশ হাজার দুইশত তিরাশি)টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিক সুপারিশ করা হয়েছে। চূড়ান্ত নিয়োগ সুপারিশের লক্ষ্যে পুলিশ ভ্যারিফিকেশনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) স্থাপন, পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান নীতিমালা-২০২১ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা (সংশোধন)-২০২১ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরে গৃহীত কিন্তু চলমান কার্যক্রম:

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণসহ বিধিমোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত সকল শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি প্রদান।
- শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও সংক্রান্ত উদ্ভূত বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলার বিষয়ে কোর্টের আদেশের প্রেক্ষিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও সংক্রান্ত মাউশি অধিদপ্তর হতে প্রেরিত সকল পত্র নিষ্পত্তিকরণ।
- শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান, পদোন্নতি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ মাঠ পর্যায়ে নীতিমালার বাস্তবায়নে উদ্ভূত যেকোন সমস্যার নিষ্পত্তিকরণ।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, পাঠদান, একাডেমিক স্বীকৃতি, বিষয়/বিভাগ ও অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা খোলার অনুমতি প্রদান।
- এনটিআরসিএ কর্তৃক এন্ট্রি লেভেলের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাথমিক সুপারিশপ্রাপ্ত ৩৮,২৮৩ (আটত্রিশ হাজার দুইশত তিরাশি) জন শিক্ষককে চূড়ান্ত নিয়োগ সুপারিশের লক্ষ্যে পুলিশ ভ্যারিফিকেশনের কার্যক্রম।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) স্থাপন, পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান নীতিমালা-২০২১ এর চূড়ান্তকরণ।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা (সংশোধন)-২০২১ এর অনুমোদনের কার্যক্রম।

কলেজ অনুবিভাগের কার্যক্রম

কলেজ অনুবিভাগের অর্জনসমূহ

- সরকারিকৃত ৩০৪টি কলেজের পদ সৃজনের হালনাগাদ তথ্য :

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা
১)	যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে :	২৫২টি
২)	পদ সৃজিত কলেজের সংখ্যা	০১টি
৩)	পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে	৬৬টি
৪)	পদ সৃজনের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে	০৩টি

- সরকারি কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহে বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সমন্বিত ১২৫১৯ (বারো হাজার পাঁচশত উনিশ)টি নতুন পদ সৃজনের বিষয়ে গত ০৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সভায় উপস্থাপিত হয় এবং কতিপয় তথ্যাদিসহ পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণের ছক পূরণপূর্বক প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথকভাবে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সভায় সুপারিশ করা হয়। সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।
- বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য ২য় গ্রেডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক এর ০৩টি পদ সৃজনের প্রস্তাব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিভাগীয় শহরের ০৯টি কলেজ ও অন্যান্য জেলার ৮৬টি কলেজ মোট ৯৫ (পঁচানব্বই) কলেজের অধ্যক্ষ পদের বেতন গ্রেড জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী ৪র্থ গ্রেড থেকে ৩য় গ্রেডে (অধ্যাপক পদ থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে) উন্নীতকরণে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করা হয়েছে।
- সদ্য সরকারিকৃত বিক্রমপুর কে.বি. সরকারি ডিগ্রি কলেজ, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ-এর জন্য শিক্ষক-কর্মচারীর২১ (একুশ)টি পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়েছে।
- বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলাধীন আমতলী সরকারি কলেজ-এর জন্যশিক্ষক-কর্মচারীর ০৭ (সাত) টি পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়েছে।
- ইব্রাহীম খাঁ সরকারি কলেজ, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল-এর জন্য শিক্ষকের ০৩ (তিন)টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়েছে।
- কুমুদিনী সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল-এর জন্য শিক্ষকের ০৯ (নয়) টি পদ রাজস্বখাতে স্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়েছে।
- মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলাধীন জাতীয়করণকৃত গাংনী ডিগ্রি কলেজ -এর জন্য শিক্ষক-কর্মচারীর ১৪ (চৌদ্দ) টি পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়েছে।
- বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলাধীন বেতাগী সরকারি কলেজ-এর জন্য শিক্ষকের ০৫ (পাঁচ)টি পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়েছে।

- মোংলা সরকারি কলেজ, মোংলা, বাগেরহাট-এর জন্য করণিক-কাম-মুদ্রাক্ষরিক-এর ০১ (এক) টি পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়েছে।
- রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থানাধীন শহীদ এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান সরকারি ডিগ্রি কলেজ-এর জন্য শিক্ষকের ০৬ (ছয়) টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগের কার্যক্রম

নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন

(ক) ৪(চার)টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ কর্তৃক আইন পাস করা হয়েছে; যথা- বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবু ররহমান বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ আইন, ২০২০, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২০, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২০ ও সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২০।

(খ) 'কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২১' একাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বিল আকারে উত্থাপন করা হয়েছে।

(গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিরোজপুর আইন, ২০২১ মন্ত্রিসভা বৈঠকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়েছে।

(ঘ) ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২১ এবং নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২১ মন্ত্রি পরিষদবিভাগ কর্তৃক গঠিত 'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটি'তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঙ) মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেহেরপুর আইন, ২০২১এর খসড়া প্রণয়ন করতঃ মতামত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ স্টোকহোল্ডারদের পত্রপ্রেরণ করা হয়েছে।

(চ) নারায়ণগঞ্জ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০২১ এবং ড. এম ওয়াজেদ মিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নাটোর আইন-২০২১এর খসড়া প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ছ) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ যুগোপযোগী ও হালনাগাদ করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সংশোধন প্রস্তাব প্রণয়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ০১ (এক) জন সদস্য-কে আহ্বায়ক করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(জ) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মচারীদের নিয়োগ প্রবিধানমালা-২০২১ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভেটিং সম্পন্ন করা হয়েছে।

(ঝ) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বিধিমালা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এ ভেটিং এর জন্য পাঠানো হলে কিছু অবজারভেশনসহ ফেরত পাঠানো হয়েছে। সে লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঞ) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নয়নের যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণের নির্দেশিকা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

(ট) জাতীয় অধ্যাপক নিয়োগের নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্পাদিতগরুত্বপূর্ণ/ উল্লেখযোগ্যকার্যাবলি:

কোভিড-১৯ টেস্ট কার্যক্রম:

কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ল্যাবে কোভিড-১৯ টেস্ট শুরু করে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ৩১.০৭.২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ২,৭৭,৯৭৬ (দুই লক্ষ সাতাত্তর হাজার নয়শত ছিয়াত্তর) জনের (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৪৫,০০০ জন, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী অ্যানিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় ৪২,১৯৪ জন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৭৭,৮১৮ জন, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৬৮,৫৪৭ জন এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৪৪,৪১৭ জন) কোভিট-১৯ টেস্ট করা হয়।

ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার এবং জাতীয় অধ্যাপক নিয়োগ:

(ক) ভিসি নিয়োগ হয়েছে ১৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৬টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

(খ) প্রো-ভিসি নিয়োগহয়েছে ০৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ০৯টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

(গ) ট্রেজারার নিয়োগ হয়েছে ০৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৫টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরণ	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শতকরা হার				ছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা ও শতকরা হার			
		শিক্ষক	শিক্ষিকা	মোট	শিক্ষিকার শতকরা হার	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	শিক্ষার্থীর (ছাত্রীর) শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সরকারি	৫১	১১৮০১৫	৩৮৯৯৭	১৫৭০১২	২৫	২০৯৩১০১	১৭৮৩০১৩	৩৮৭৬১১৪	৪৬
বেসরকারি	১০৭	৮২৬৮	৩৫৯৩	১১৮৬১	৩০.৩	২৪৭৯৪৭	১০১২১৩	৩৪৯১৬০	২৯
মোট	১৫৮	১২৬২৮৩	৪২৫৯০	১৬৮৮৭৩	২৫.২২	২৩৪১০৪৮	১৮৮৪২২৬	৪২২৫২৭৪	৪৪.৫৯

সংস্থার নাম	বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরণ	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ও শতকরা হার		শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ও শতকরা হার	
			ছাত্র	ছাত্রী	শিক্ষক	শিক্ষিকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	সরকারি	৫১	২০৯৩১০১ (৫৪%)	১৭৮৩০১৩ (৪৬%)	১১৮০১৫ (৭৫%)	৩৮৯৯৭ (২৫%)
	বেসরকারি	১০৭	২৪৭৯৪৭ (৭১%)	১০১২১৩ (২৯%)	৮২৬৮ (৬৯.৭%)	৩৫৯৩ (৩০.৩%)

পরিকল্পনা অনুবিভাগের কার্যক্রম

প্রকল্পের তথ্য :

গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আর.এ.ডি.পি.তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ৮৬টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ ছিল ৯৬৮৫.২১ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮১০৪.৮৪ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৮৩.৬৮%) অর্থাৎ ২০২০-২১ অর্থবছরের উন্নয়ন বরাদ্দের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৩.৬৮%,যা জাতীয় অগ্রগতি ৮২.২১% অপেক্ষা ১.৪৭% বেশি।

করোনা মহামারির কারণে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল । মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ ৮২৮৪.৪৬ কোটি টাকা। উক্ত ব্যয়যোগ্য বরাদ্দের আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৭.৮৩%। ব্যয়যোগ্য বরাদ্দের ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জাতীয় অগ্রগতি ৮২.২১% অপেক্ষা ১৫.৬২% বেশি।

২০২০-২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ৮৬টি প্রকল্পের মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ৮১টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৫টি। এ সকল প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ১০টি, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১৮টি , বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ৫৩টি, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর ২টি এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৩টি। ৮৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি প্রকল্প গবেষণাধর্মী এবং অবশিষ্ট ৮৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, একাডেমিক ভবন নির্মাণ, প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ, বইপুস্তক সরবরাহ, আসবাবপত্র সরবরাহ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ , গবেষণাগারের উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সংস্থাওয়ারী আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	ব্যয় (কোটি টাকায়)	শতকরা হার
০১	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ধিদপ্তর	১৬২৫.০৯	১২৬৫.১৫	৭৮%
০২	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	৫২৬১.৮২	৪৫৪৭.০১	৮৬%
০৩	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরীকমিশন	২৫০০.৫৮	২১৬৪.৭৪	৮৭%
০৪	বাংলাদেশ স্কাউটস	৮.২৫	৭.০০	৮৫%
০৫	বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো	২৮৯.৪৭	১২০.৯৪	৪২%

গত ২০২০-২১ অর্থবছরের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ১০টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত ১০টি প্রকল্পের মধ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ৯টি প্রকল্প রয়েছে, তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
১	কুমিল্লা জেলার লাইমাই ডিগ্রী কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন জানুয়ারি ১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২০
	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
২	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বরিশাল, জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০২১
৩	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০২১
৪	খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি, জুলাই ১৯ হতে জুন২০২১
৫	সার্পেট কর প্রিপারেশন অব ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাষ্টার প্লান এন্ড ফিজিবিলিটি স্টাডি, জুলাই ২০১৯ হতে জুন২০২১
৬	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি, জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০
৭	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন, (১ম সংশোধিত), মেয়াদ-জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২১
৮	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, মেয়াদ-জানু ২০১১ হতে জুন২০২১ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প
৯	মরিকুল্যার এপিডেমিওলজি অব মাইক্রো ব্যাকটেরিয়াম বভিস ইনডেকশন ইন এনিমেলস এন্ড ম্যান ইন বাংলাদেশ, জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১
১০	মলিকিউলার ক্যারেক্টরাইজেশন এন্ড আইডেন্টিফিকেশন অব ইমপরটেন্টজুনাটিক এন্ড ইনফেকশাসডিজিজেস অব লাইভস্টক এন্ড পোল্ট্রিইন বাংলাদেশ জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০২১

কোভিড -১৯ মহামারীকালীন পরিকল্পনা অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণী

১. প্রকল্পের সংখ্যা , বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্য :

অর্থবছর ২০১৯-২০২০: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আর.এ.ডি.পি.তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ৮৮টি প্রকল্প (বিনিয়োগ প্রকল্প ৮৩টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৫টি) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সকল প্রকল্পের বিপরীতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আর.এ.ডি.পি.তে বরাদ্দ ছিল ৭৬৯৭.৬৫ কোটি টাকা। আর.এ.ডি.পি.তে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৬২১৯.৮০ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৮০.৮০%) অর্থাৎ ২০১৯-২০ অর্থবছরের উন্নয়ন বরাদ্দের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮০.৮০%, যা এ অর্থবছরে জাতীয় অগ্রগতি (৮০.৪৫%) অপেক্ষা বেশী। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ৮টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

অর্থবছর ২০২০-২০২১: ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আর.এ.ডি.পি.তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ৮৬টি প্রকল্প (বিনিয়োগ প্রকল্প ৮১টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৫টি) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সকল প্রকল্পের বিপরীতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আর.এ.ডি.পি.তে বরাদ্দ ছিল ৮২৮৪.৪৬ কোটি টাকা (ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ)। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮১০৪.৮৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৯৮% অর্থাৎ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উন্নয়ন বরাদ্দের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৮%, যা এ অর্থবছরের জাতীয় অগ্রগতি ৮২% (টেলিফোনে প্রাপ্ত খসড়া অগ্রগতি) অপেক্ষা বেশী। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ১০টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

অর্থবছর ২০২১-২০২২: ২০২১-২০২২ অর্থবছরের খসড়া এ.ডি.পি.তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ৭৬টি প্রকল্প (বিনিয়োগ প্রকল্প ৭৩টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৩টি) অন্তর্ভুক্ত আছে। এ সকল প্রকল্পের বিপরীতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এ.ডি.পি.তে ১১৮৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে।উক্ত বরাদ্দ ২০২০-২১ অর্থবছরের আর.এ.ডি.পি.বরাদ্দের চেয়ে ২২% বেশি। এ ছাড়াও ২০২১-২০২২ অর্থবছরের খসড়া এ.ডি.পি.তে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের জন্য ৩০.৫১ কোটি টাকা থেকে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রকল্পের সংখ্যা:

২০১৯-২০২০ অর্থবছর : ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ৮টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছর: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ১০টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্প অনুমোদন /সংশোধন:

কোভিড ১৯ কালীন নতুন প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে ০৭টি এবং প্রকল্প সংশোধন অনুমোদন হয়েছে ১১টি। সংশোধিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ০৯টি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ০২ টি অনুমোদিত হয়েছে।

আন্ত:অঙ্গ ব্যয় সমন্বয় প্রস্তাব অনুমোদন:

পরিকল্পনা শৃঙ্খলা অনুযায়ী প্রকল্পের মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে ব্যয় সমন্বয় করার জন্য বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র সভার সুপারিশক্রমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক ০৪ টি প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।

প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ ও অনুমোদন:

উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য মোট ২৪টি প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। যার মধ্যে নতুন প্রকল্প ছিল ১১টি। এছাড়া চলমান প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব ছিল ১৩টি ।

প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ:

পরিকল্পনা শৃঙ্খলা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রস্তাব মতে আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি'র সুপারিশক্রমে মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মোট ১৬টি প্রকল্পের জন্য ১৬জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে।

স্টিয়ারিং কমিটির সভা:

প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভূত নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করনীয় নির্ধারণে ৮৮ টি প্রকল্পের ওপর পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি)'র সভা:

এ বিভাগের আওতায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় ও প্রকল্প সংশোধন প্রস্তাব মাননীয় শিক্ষা কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সুপারিশ গ্রহণের নিমিত্ত মোট ১২টি ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে সংশোধন প্রস্তাব ০৮টি এবং আন্ত:অঙ্গ ব্যয় সমন্বয় ০৪টি।

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী পর্যায়ে সভা:

চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন জটিলতা নিরসনে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী পর্যায়ে ০৪টি চলমান প্রকল্পের বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাসহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নতুন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে মোট ১৫ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য ১২ টি প্রকল্প এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য ০৩টি প্রকল্প। এছাড়াও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে মোট ০৬টি এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যাচাই কমিটির সভা :

নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের পূর্বে মোট ১৮টি প্রকল্পের ওপর প্রকল্প যাচাই কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য ১৫ টি প্রকল্প এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য ০৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে প্রেরণ

এ বিভাগের আওতায় সমাপ্ত ০৯টি প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) তে প্রেরণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তাপুষ্ট বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরিকল্পিত পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্যাদি:

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত "StrengtheningTertiaryAgriculture Education" শীর্ষক প্রকল্পের রূপরেখা চূড়ান্ত করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৮/০২/২০২১ খ্রিস্টাব্দে সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর প্রকল্পটির পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)তে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংক এর সহায়তায় "Higher Educaion Acceleration and Transformation (HEAT) Project" শীর্ষক পকল্পটি ৪২২,৫৭৬.৪৭ লক্ষ (জিওবি ২৫৮৬০২.৫৪ এবং বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প সহায়তা (ঋণ) ১৬৩৯৭৩.৯৩ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের ওপর গত১২/৫/২০২১ খ্রিস্টাব্দে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রকল্পের জন্য প্রতিশ্রুত ঋণ সহায়তা বিশ্ব ব্যাংকের বোর্ড

সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

"Establishment of Sports Facilities at Rajshahi College Field & Surrounding Areas" প্রকল্পে সহায়তার বিষয়ে ভারতীয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মার্চ ২০২১ এ বাংলাদেশ সফরকালে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। উক্ত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী একটি টিএপিপি প্রেরণের জন্য শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরকে ২৮ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুরোধ করা হয়েছে।

জার্মান সরকারের অনুদান সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত "Higher Education and Leadership Development for Sustainable Textiles in Bangladesh (HELD)"শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের জন্য GIZ হতে প্রাপ্ত Implementation Agreement স্বাক্ষর করা হয়েছে।

Saudi Fundd for Development (SFD) এর আর্থিক সহায়তায় হাওর এলাকায় ১০টি উপজেলা সদরে ১০টি নতুন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্প প্রণয়ন করে যাচাই কমিটির সভা হয়েপছ। ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে চলমান।

Global Partnership for Education (GEP) এর আওতায় সহায়তা প্রাপ্তির জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত Education Sector Plan চূড়ান্তকরণে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার মতামত নিয়ে মাননীয়মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে তা চূড়ান্তকরণ করা হয়।

পার্বত্য জেলাসমূহে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত সমীক্ষা:

'তিন পার্বত্য জেলায় বিদ্যমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আবাসিক ভবন নির্মাণ ও নতুন আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য হোস্টেল এবং এর আসন সংখ্যার চাহিদা নিরূপণ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রকল্পের প্রতিবেদনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন বিষয়ে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। অতঃপর প্রতিবেদনর সুপারিশের আলোকে স্বল্প পরিসরে প্রকল্প প্রস্তাব সংস্থায় প্রণয়নাধীন রয়েছে।

অন্যান্য বিষয়াদি:

(ক) "পথ শিশুদের জন্য আবাসিক স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন"এর জন্য প্রণীত প্রাথমিক ধারনাপত্রের ওপর আন্ত:মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ী পথশিশুদের নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কী কী কাজ করছে এবং কী কাজ করা যায় তা নির্ধারণ এবং এর আলোকে করণীয় নির্ধারণে একটি রোডম্যাপ প্রণয়নের জন্য আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প ও অন্যান্য উৎস থেকে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণি কক্ষ ও আইসিটি ল্যাব স্থাপন এবং অন্যান্য বিষয়ে সমন্বয় সাধনের জন্য গঠিত কমিটি'র প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও দাখিল করা হয়েছে।

অডিট ও আইন অনুবিভাগের কার্যক্রম

আইন প্রণয়ন:

শিক্ষা আইন-২০২১ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের 'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটি'তে প্রেরণ করা হয়েছে;

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন-২০২১-এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে;

মামলা সংক্রান্ত সফটওয়ারের ডাটাবেইজ তৈরি:

মামলা সংক্রান্ত ওয়েববেইজ ডাটাবেইজ (এ বিভাগের উদ্ভাবিত অটোমেশন সফট্ওয়ার) প্রস্তুত করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/বোর্ডকে মামলা সংক্রান্ত ওয়েববেইজ ডাটাবেইজ সর্ম্পকে বিস্তারিত অবহিত করা হয়েছে, ফলে এবিভাগের সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/বোর্ড নিজ নিজ দপ্তর হতে মামলার তথ্য এন্ট্রিসহ মামলার হালনাগাদ তথ্য ডাটাবেইজ-এ সন্নিবেশিত করছে। ওয়েববেইজ ডাটাবেইজ থেকে প্রতিটি মামলার ধরণ, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মামলা, বছরভিত্তিক মামলা, মামলার রায় বা আদেশ-এর তথ্য, নিষ্পত্তিকৃত ও অনিষ্পত্তিকৃত মামলার তথ্যসহ সকল মামলার হালনাগাদ অবস্থা পাওয়া যাবে ফলে মামলার পরিচালনা ও তদারকী সহজতর হবে। জুন/২০২১ পর্যন্তমোট ৫৬৭০টি মামলার তথ্যাদি ডাটাবেইজে এন্ট্রি করা হয়েছে।

আইনজীবী প্যানে নিয়োগ:

এ বিভাগের বিপুল সংখ্যক মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত ২ (দুই) জন বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে।

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	মাধ্যমিকওউচ্চ শিক্ষাবিভাগ শিক্ষামন্ত্রণালয়	১৬৭৩৯	২২০৭২.০১	৩১১	৩২২৬	৫৮৫৮.৫০	১৩৫১৩	১৬২১৩.৫১

দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা সংক্রান্ত তথ্য:

০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ১১টি দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ৩৪৫টি আপত্তি নিয়ে আলোচনা হয়। এরমধ্যে ২৮৫টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ০৩টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ৮৫টি অডিট আপত্তি নিয়ে আলোচনা হয়। এরমধ্যে ৭৫টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

আভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি: এমপিওভুক্ত ১৪৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার ২০২০-২০২১ সালের কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগের কার্যাবলি:

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা যেন স্বল্পব্যয়ে অনলাইন এডুকেশন রিসোর্স ব্যবহার করতে পারেন সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ রিসার্চ এডুকেশন নেটওয়ার্ক (বিডিরেন) ২১ জুলাই ২০২০ তারিখে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ সব মোবাইল ফোন অপারেটরকে পত্র পাঠায়। বিডিরেনের এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে টেলিটক ৮ আগস্ট ২০২০ তারিখ একটি সম্মতিপত্র দেয়। এজন্য শিক্ষার্থীদের টেলিটক নেটওয়ার্কের আওতায় থাকতে হবে। প্রতি মাসে ১০০ টাকা রিচার্জের বিনিময়ে শিক্ষার্থীরা এই সুবিধা পাচ্ছে।

গ্রামীনফোন এবং রবি মোবাইল অপারেটরের সঙ্গে যথাক্রমে ১২.১১.২০২০ এবং ১৫.১১.২০২০ তারিখ কমিশনের পৃথক দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী শিক্ষার্থীগণ প্রতি মাসে ৯০ টাকা রিচার্জের বিনিময়ে ১০ জিবি অথবা ২১০ টাকা রিচার্জের বিনিময়ে ৩০ জিবি করে গ্রামীনফোন মোবাইল অপারেটরের ডাটা এবং প্রতি মাসে ১২০ টাকা রিচার্জের বিনিময়ে ১৫ জিবি অথবা ২২০ টাকা রিচার্জের বিনিময়ে ৩০ জিবি করে রবি মোবাইল অপারেটরের ডাটা পাবেন। এ সুযোগ একজন শিক্ষার্থী প্রতি মাসে একাধিকবার গ্রহণ করতে পারবেন। ২১.১২.২০২০ তারিখে ইউজিসি ও বাংলালিংকের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক হয় যেখানে মাসিক ভিত্তিতে ১০ গিগাবাইট, ১৫ গিগাবাইট এবং ৩০ গিগাবাইটের তিনটি প্যাকেজে বাংলালিংকের ডাটা সুবিধা পাবে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা বিডিরেনের প্লাটফর্ম ব্যবহার করে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত থাকতে পারবেন । এ বিষয়ে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে মোবাইল অপারেটর কোম্পানিগুলোর সাথে চুক্তি করার জন্য কমিশন থেকে পত্র দেয়া হয়, সে মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কাজ শুরু করেছে।

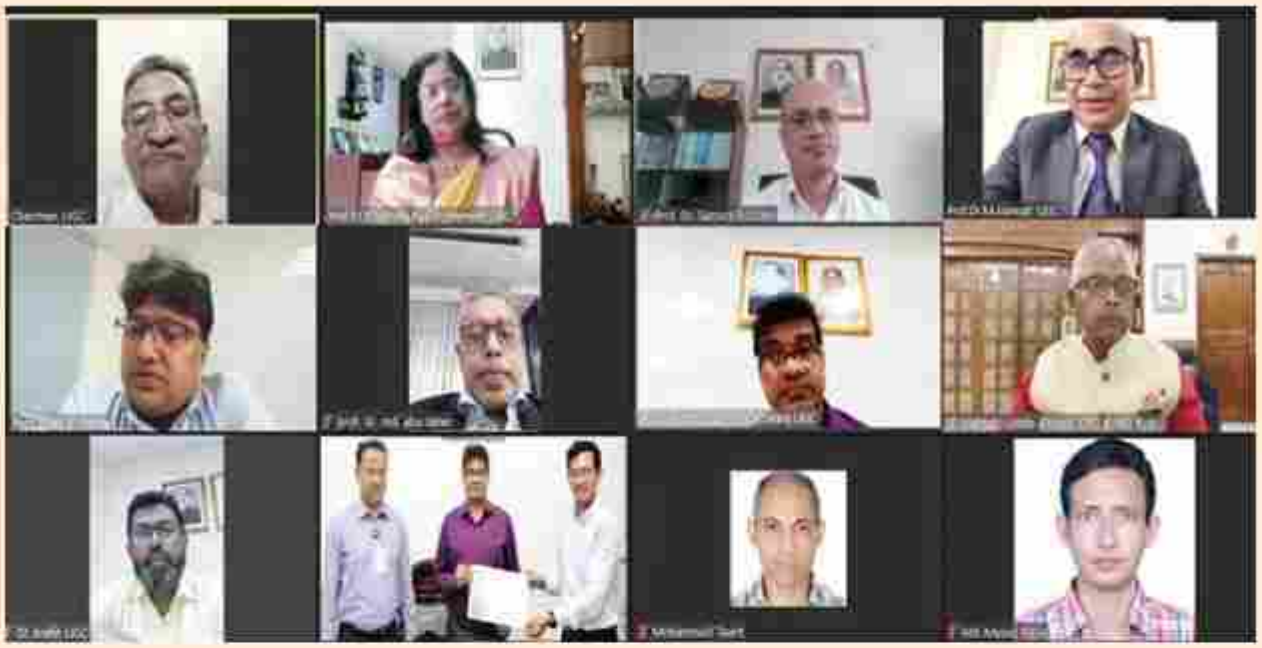

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাথে বাংলালিংক মোবাইল অপারেটর কোম্পানির সমঝোতা স্মারকের সভার চিত্র

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাথে রবি মোবাইল অপারেটর কোম্পানির সভার চিত্র

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাথে গ্রামীণ ফোন মোবাইল অপারেটর কোম্পানির সভার চিত্র

০৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে কমিশনের এক বিশেষ ভার্চুয়াল সভায় করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের স্মার্টফোন ক্রয়ের জন্য সুদবিহীন ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে দেশের ৩৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১,৫০১ জন অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের স্মার্টফোন ক্রয়ের জন্য জনপ্রতি সর্বোচ্চ ৮০০০.০০ (আট হাজার) টাকা প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণকে দ্রুততম সময়ে কমিটি গঠন করে স্মার্টফোন ক্রয়ে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের সুদবিহীন লোন দিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয় এবং এ অর্থ শিক্ষার্থীকে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ৩১ জানুয়ারি ২০২১ এর মধ্যে বরাদ্দ দেয়ার কথা বলা হয়। শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র আসল পরিশোধ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর কিংবা অধ্যয়নকালীন ৪টি সমান কিস্তিতে/এককালীন শিক্ষার্থীরা ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে সহায়তা করার জন্য ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহণের নিমিত্তে তাদের নাম ও এনআইডির তালিকা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রণীত ও সরকার অনুমোদিত দেশের পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন পরীক্ষা অনলাইনে গ্রহণের বিষয়ে "স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী রূপরেখা" কমিশন কর্তৃক সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ মে ২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়। উক্ত রূপরেখার সুপারিশ অনুসরণপূর্বক প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনলাইন পদ্ধতিতে নিয়োগ পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ১২ জুন তারিখে কমিশনে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে প্রচলিত সশরীরে নিয়োগ পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব না হলে কতিপয় শর্তাবলী আবশ্যিকভাবে প্রতিপালনপূর্বক অনলাইন পদ্ধতিতে পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যাবে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদোন্নয়নের ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণের নির্দেশিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বারা জারিকৃত দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্মকতা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও আপগ্রেডেশন সংক্রান্ত কমিশন কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা সংশোধন/সংযোজন/পরিমার্জনপূর্বক আরো যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের জন্য ০১ জুন ২০২১ তারিখে কমিশন কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির কাজ চলমান।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের ভ্যাকসিনেশনের আওতাভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম চালুর উদ্দেশ্যে- আবাসিকহল ও শ্রেণিকক্ষ খুলে দেয়ার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জরাজীর্ণ আবাসিক হল ও অনাবাসিক (একাডেমিক) স্থাপনাসমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সংস্কার, চুনকাম করণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে ব্যবহার উপযোগী করার নিমিত্তে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা আবাসিক হল ও অনাবাসিক (একাডেমিক) স্থাপনাসমূহ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কমিশন কর্তৃক বিতরণ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এন্ড এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়) কোভিড-১৯ টেস্ট কার্যক্রম সচল রাখার লক্ষে আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদানের উদ্দেশ্যে হালনাগাদ তালিকা সংগ্রহপূর্বক ১,২২,২৫,০০০.০০ (এক কোটি বাইশ লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা চেয়ে কমিশন কর্তৃক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জনবলের চাহিদা থাকায় শিক্ষকদের সাপ্তাহিক ক্লাস ঘন্টা (ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয়), কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাহিত পদের যৌক্তিকতা বিবেচনায় নিয়ে উক্ত বিভাগ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জনবল দেয়া হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ কর্তৃক শিক্ষকদের লোড ক্যালকুলেশন নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের কার্যাবলি:

কোভিড-১৯ কালীন শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখাসহ অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনলাইন ক্লাস, পরীক্ষা এবং মূল্যায়নে জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশাসন বিভাগের কার্যাবলি :

(ক) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে কর্মরত কর্মচারীগণের অনুকূলে কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে জনতা ব্যাংক লিমিটেড (ইউজিসি ভবন কর্পোরেট শাখা) কর্তৃক জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয় এবং গৃহ নির্মাণ অথবা গৃহ সংস্কারের জন্য কর্পোরেট ঋণ (দীর্ঘমেয়াদী Wholesale Revolving সাধারণ ঋণ) মঞ্জুরী নীতিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(খ) জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর সাথে কর্পোরেট ঋণ চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক নিম্নোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইনের খসড়া প্রণয়নপূর্বক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র. নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	জেলা	কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত আইনের খসড়া প্রেরণের তারিখ
০১.	কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	কুড়িগ্রাম	২৩/০৯/২০২০ তারিখে অনুমোদিত খসড়া আইন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০২.	নওগা বিশ্ববিদ্যালয়	নওগা	২০/১২/২০২০ তারিখে অনুমোদিত খসড়া আইন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৩.	জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	নারায়ণগঞ্জ	২৪/০৬/২০২১ তারিখে অনুমোদিত খসড়া আইন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৪.	ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	নাটোর	২৪/০৬/২০২১ তারিখে অনুমোদিত খসড়া আইন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৫.	মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়	মেহেরপুর	২৪/০৬/২০২১ তারিখে অনুমোদিত খসড়া আইন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

অর্থ ও হিসাব বিভাগের কার্যাবলি :

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	৬৯৫৩	৩২৮৬.২৪	১৭৮	১৯৭৮	৫৩২.০০	৫৫২০	৩৪০৭.০৫

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের কার্যক্রম :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে (জুলাই ২০২০-জুন ২০২১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপ-খাতে মোট ৫০টি বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৫০টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৫৬১৩০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৩২১৭৯.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ২৩৯৫১.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ রাখা ছিল। মোট বরাদ্দ থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে (জুলাই ২০২০-জুন ২০২১) ১৯৩৯৭৪ লক্ষ টাকা অবমুক্ত এবং ব্যয় হয়। আলোচ্য অর্থবছরে বরাদ্দকৃত এই অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ছাত্র হল নির্মাণ, ছাত্রী হল নির্মাণ, বই পুস্তক ক্রয়, ওভারহেড ইলেকট্রিক লাইন, গবেষণাগার নির্মাণ, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের আবাসিক এবং প্রশাসনিক অবকাঠামো বৃদ্ধি, যানবাহন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও আসবাপত্র ক্রয়, ইন্টারনেট সেবা ও ট্রান্সফরমার স্থাপন ইত্যাদি খাতে ব্যয় হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বিশ্ববিদ্যালয়ওয়ারী প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব

(লক্ষ টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০২০-২১ সালের বরাদ্দ			২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়
			মোট বরাদ্দ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশে)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	বিনিয়োগ প্রকল্প :					
১.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ	৬১৯৪৬	৬৬৬৭	৬৬৬৭	০০	৫৬৫৭
২.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	৩৬৩৮৭	৪৪৪১	৪৪৪১	০০	৩৭৫০
৩.	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন	১১০০০	২৬৩৪	২৬৩৪	০০	২৬৩৪
৪.	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিপ মডেল টেস্টিং সেন্টার (টোয়িং ট্যাংক) স্থাপন	৪৮৮৪	৬৯৭	৬৯৭	০০	৫৯২
৫.	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প	৬৫৯৮০	৯৩৩৩	৯৩৩৩	০০	২০০০
৬.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	২৯৭৫০	৩১১	৩১১	০০	৩১১
৭.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারিজের গবেষণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	৭২১০	৮০০	৮০০	০০	৬৮০
৮.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প	১৪৪৫৩৬	২৭২০০	২৭২০০	০০	২৭২০০
৯.	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৫৩৭০৭	২৩৫৩	২৩৫৩	০০	২৩৫৩
১০.	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন	২০০৩৮	৪০০০	৪০০০	০০	৩৪০০
১১.	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (২য় পর্যায়)	৯৮৭৭৯	২৬৬	২৬৬	০০	০০
১২.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর অবকাঠামো উন্নয়ন	১৮৮৪৪	৪৬৬৭	৪৬৬৭	০০	৩৯৬৭
১৩.	কলেজ এডুকেশন ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)	১০৪০০০	২৬৩৩১	৩৪৪০	২২৮৯১	২১৩০
১৪.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ০৩ টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন	১১৯০২	১৩৩৩	১৩৩৩	০০	১১৩৩
১৫.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	৩৭৫৭১	৮০০০	৮০০০	০০	৬৮০০
১৬.	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন	১৫৬৮৪	৫৩৩৩	৫৩৩৩	০০	৪৫৩৩
১৭.	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শক্তিশালীকরণ	৩৪৫৭৭	৮৬৬৭	৮৬৬৭	০০	৭৩৬৭
১৮.	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন(২য় পর্যায়) ১ম সংশোধিত	৩৯২০০	৬১৩৩	৬১৩৩	০০	৫২১৩
১৯.	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন	৬৯২৯	৪৪২	৪৪২	০০	৪৪২
২০.	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন	৩২০০০	৪৭০৬	৪৭০৬	০০	৪০০০
২১.	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন	৩৪০১৩	১১৭৬	১১৭৬	০০	১০০০
২২.	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও একাডেমিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ	৮৩৮৩৭	৮৫৮৮	৮৫৮৮	০০	৭৩০০
২৩.	খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি	৪৯৩	১	১	০০	০০
২৪.	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন	২৭৭৪০	৪৬৬৭	৪৬৬৭	০০	৩৯৬৭

ক্রম নং	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০২০-২১ সালের বরাদ্দ			২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়
			মোট বরাদ্দ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	
২৫.	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত ও একাডেমিক সুবিধা বৃদ্ধিকরণ	২৮৩৬৭	৫০০০	৫০০০	০০	৪৫০০
২৬.	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন	৪৫১৪৭	২১০৪	২১০৪	০০	১৮১৪
২৭.	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন(২য় সংশোধিত)	১০৭০৫	৩৫৩	৩৫৩	০০	৩০০
২৮.	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন, ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	১৯২০৯৪	১৫০০	১৫০০	০০	১৫০০
২৯.	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	৬৮৫৬	২৯৪	২৯৪	০০	২৯৪
৩০.	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	১৬৫৫৫০	৫৫৬৪৭	৫৫৬৪৭	০০	৪৭৩০০
৩১.	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন(২য় সংশোধিত)	২৪৯৯৯	১২৯১	১২৯১	০০	১০৪১
৩২.	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	৪৯১৩৪	৪৭০৬	৪৭০৬	০০	৪০০০
৩৩.	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় ক্যাম্পাস স্থাপন	১৭৮৯৭	১৩৩৩	১৩৩৩	০০	১১৩৩
৩৪.	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি একাডেমিক ভবন এবং একটি অডিটরিয়াম ভবন নির্মাণ	৪৩১১	২৪৩৭	২৪৩৭	০০	২০৭২
৩৫.	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি	৪২১	৪২১	৪২১	০০	৪২১
৩৬.	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন	২৮১৮৯	৬০০০	৬০০০	০০	৪০০০
৩৭.	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন	৯৭৫০	১১৮	১১৮	০০	০০
৩৮.	পাবনা ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন	৪৮০৬০	৭০৫৯	৭০৫৯	০০	৬০০০
৩৯.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	৩০২১২	১৪৬৮	১৪৬৮	০০	১৪৬৮
৪০.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	৮০৫৮৯	৬১৩৩	৬১৩৩	০০	৬১৩৩
৪১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন, গোপালগঞ্জ (১ম সংশোধিত)	২৫০৫৬	২৫০০	২৫০০	০০	২৫০০
৪২.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ এর স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ	১১৮৩৯৭	৪১১৮	৪১১৮	০০	৩৫০০
৪৩.	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন	১৮৩৬৫	৫৬৪৮	৫৬৪৮	০০	৩০০০
৪৪.	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প	১৭৩৬৫	৩২৫	৩২৫	০০	৩২৩
৪৫.	রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	১১৬৪৭	২২৩	২২৩	০০	১৯০
৪৬.	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	৪১৩৭৫	২৬৭	২৬৭	০০	২২৩
৪৭.	শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প	২৬৩৭৪১	৫৮৮২	৫৮৮২	০০	৫০০০
৪৮.	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অ্যাপ্লাইড বায়োইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা ইনকিউবেটর স্থাপন	১০১২	৯৫০	৯৫০	০০	৮০০
৪৯.	স্ট্রেংথেনিং দি ক্যাপাসিটি অব টিচিং এন্ড রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজ এ্যাট দি ডিপার্টমেন্ট অব পপুলেশন সাইন্সেস ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা (২য় পর্যায়)	৩১৬	১৫২	৫২	১০০	০০
৫০.	জার্মান-বাংলাদেশ হায়ার এডুকেশন নেটওয়ার্ক ফর সাসটেইনেবল টেক্সটাইলস	২২৭৯	১০৯২	১৩২	৯৬০	০০
	উপ-মোট বিনিয়োগ ও কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ৫০টি =	২২২২৮৪১	২৫৬১৩০	২৩২১৭৯৯	২৩৯৫১	১৯৩৯৭৪

আইএমসিটি বিভাগের কার্যাবলি:

ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরি (ইউডিএল) এর মাধ্যমে ৯৫টি প্রতিষ্ঠানসমূহের (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়-৩৫, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়-৫৫, আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়-১, গবেষণা প্রতিষ্ঠান-২, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-২) ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকগণকে বিশ্বের ১৩টি সুপ্রতিষ্ঠিত পাবলিশারের ৪৪,০০০ (৩১,০০০+ ই-বুকস ও ১৩,০০০+ ই-জার্নাল এবং কনফারেন্স প্রসিডিংস) এর অধিক সংখ্যক ই-রিসোর্সের এক্সেস সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজিটাল লাইব্রেরি সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং উক্ত সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ই-রিসোর্স ডাউনলোডের সংখ্যা ২৯,৫৩০। ভবিষ্যতে আরো অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ে ই-রিসোর্স প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের ই-রিসোর্স সংক্রান্ত সেবা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ইউডিএল-এর ওয়েব পোর্টাল (www.udl-ugc.gov.bd) এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারকারীগণ সরাসরি ই-রিসোর্স প্রোভাইডারদের পোর্টালে প্রবেশ করে ই-রিসোর্স এক্সেস সুবিধা পেতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ই-রিসোর্স ব্যবহারকারীদের মাঝে ই-রিসোর্স সেবা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়েবিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কমিশনের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এন্ড কোয়ালিটি এসুরেন্স বিভাগের এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলিঃ

১। Strategic Plan for Higher Education in Bangladesh: 2018-2030

উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন ও বিশ্বমানের গবেষণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক প্রণীত ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত Strategic Plan for Higher Education in Bangladesh: 2018-2030 শীর্ষক কৌশলপত্রবাস্তবায়ন তদারকি করার লক্ষ্যে ইউজিসি পর্যায়ে গঠিত মনিটরিং কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

- University Teachers' Training Academy (UTTA) প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে উচচ প্রণয়ন করে ২১ মার্চ ২০২১ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে;
- Central Research Laboratory (CRL) প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে উচচ প্রণয়ন করে ২১ মার্চ ২০২১ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- National Research Council (NRC) প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে উচচ প্রণয়ন করে ২১ মার্চ ২০২১ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিশ্বমানের ফ্ল্যাগশিপ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা;
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এডহক ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক পুনরায় নির্দেশনা প্রদান এবং এর মনিটরিং কার্যক্রম আরো জোরদারকরণ;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয়তার নিরিখে স্কলারশিপ প্রোগ্রাম চালুকরণ। এ লক্ষ্যে সরকারের নিকট থেকে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য কমিশন থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত ও অনিয়ম/ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ এবং অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা প্রনয়ণ;
- পাবলিক এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কমিশনের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ।

কমিশনের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এন্ড কোয়ালিটি এসুরেন্স বিভাগের এর একটি অনলাইন সভার ছবি

Revised Outcome Based Education (OBE) Curriculum Templatec প্রণয়নে:

সকল পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশ্বমানের ও যুগোপযোগী চাহিদাসম্পন্ন কারিকুলাম প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক Outcome Based Education (OBE) Curriculum Template প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য জুন ২০২০ এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে কমিশন কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা উক্ত Template অধিকতর যাচাই-বাছাইপূর্বক সংশোধিত Outcome Based Education (OBE) Curriculum Template কমিশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, ০৮ জুন ২০২১ তারিখে কমিশনের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে "Outcome Based Education (OBE) Curriculum Template" শীর্ষক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া OBE কার্যক্রমকে অর্থবহ করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF):

Bangladesh Accreditation Council (BAC) এর কার্যক্রমকে কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য Bangladesh Accreditation Council Act 2017 এর অধীনে কমিশন কর্তৃক Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF) প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ফ্রেমওয়ার্কটি সরকার কর্তৃক ৩১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) প্রতিষ্ঠা:

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গুণগত শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১০৭টি (পাবলিক ও বেসরকারি) বিশ্ববিদ্যালয়ে Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে IQAC প্রতিষ্ঠিত হয়নি সে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে IQAC প্রতিষ্ঠার জন্য কমিশন কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ:

কোভিড পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখা এবং শিক্ষা কার্যক্রমের গুনগত মান অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে IQAC-এর পরিচালকদের নিয়ে "The Role of IQAC to Ensure the Quality in Online Education" শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয় যেখানে স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে Teaching-Learning Guideline প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। একই ধারাবাহিকতায় অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমকে অংশগ্রহণমূলক ও গতিশীল করার জন্য ২৩ নভেম্বর ২০২০ হতে ০১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে IQAC-এরপরিচালক ও Centre of Excellence in Teaching and Learning (CETL)-এরপরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালকদের অংশগ্রহণে "Are Your Online Students Engaged" শীর্ষক (০৯ দিনব্যাপী) ভার্চুয়াল ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

SDG Tracker সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ:

এসডিজি'র সূচকে ৯.৫.২ (গবেষকের সংখ্যা/মিলিয়ন অধিবাসী) এর উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি নির্ধারণের লক্ষ্যে ২৮ জুন ২০২১ তারিখে কমিশনের এসপিকিউএ বিভাগের উদ্যোগে একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ব্যুরো, ব্যানবেইস ও এন.সি.টি.বি. এর এসডিজি সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

ব্লেন্ডেড লার্নিং মেথড সংক্রান্ত:

অনলাইন ও অনসাইট এডুকেশন পদ্ধতিকে একত্রিত করে উচ্চশিক্ষায় যুগোপযোগী শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতির নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত গঠিত কমিটির প্রথম সভা ২৭ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ব্লেন্ডেড লার্নিং মেথডের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য বিদ্যমান কমিটির সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমানে ব্লেন্ডেড লার্নিং মেথডের রূপরেখা প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

কমিশনের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এন্ড কোয়ালিটি এশুরেন্স বিভাগের এর একটি অনলাইন সভা

রিসার্চ সাপোর্ট এন্ড পাবলিকেশন বিভাগের কার্যাবলি:

ইউনিভার্সিটি এবং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন নতুন শিল্প ও শিল্পসামগ্রী আবিষ্কার করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে ওয়েব বেইজড ইউনিভার্সিটি-ইন্ডাস্ট্রি কোলাবরেশন প্লাটফর্ম তৈরির কাজ চলমান।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য গবেষণা নিশ্চিতকল্পে প্লেজিয়ারিজম (Plagiarism) চেক করার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে ওয়েব সার্ভিস সাবস্ক্রাইব করার কার্যক্রম চলমান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। দেশি-বিদেশি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, গবেষক, শিল্প উদ্যোক্তা ও নোবেল বিজয়ীদের অংশগ্রহণে আগামী ৯-১১ ডিসেম্বর ২০২১, তিন দিনব্যাপি "International Conference on 4th Industrial Revolution and beyond (IC4IR2021)" শিরোনামে আয়োজিত ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে। বর্ণিত এই 'IC4IR2021' সম্মেলনের মাধ্যমে দেশের উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, শিল্প ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব ও তদপরবর্তী বিশ্ব প্রেক্ষাপট উপযোগী সুপারিশমালা গৃহীত হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন ও মুজিব জন্মশতবার্ষিকী পালন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু'র ওপর লিখিত (বাংলায়) কমিশনে প্রাপ্ত ৪ টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে যাচাই-বাছাইপূর্বক ২টি পাণ্ডুলিপি (১) 'বঙ্গবন্ধু'র শিক্ষা ভাবনা: তত্ত্ব ও দর্শন'

এবং (২) 'বঙ্গবন্ধু'র আত্মকথন : অন্তরঙ্গ পাঠ' প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে কমিটি কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞগণের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষাস্তরে মৌলিক ও অনুবাদ পুস্তক প্রকাশের নিমিত্ত কমিশনে প্রাপ্ত ৮টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে যাচাই-বাছাইপূর্বক ৪টি পাণ্ডুলিপি (১) বিকিরণ পদার্থবিদ্যা, (২) Nuclear Power in Bangladesh and Beyond, (৩) সামাজিক আন্দোলন: প্রত্যয় তত্ত্ব ও ঘটনা এবং (৪) বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে কমিটি কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞগণের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষে 'ইউজিসি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলোশিপ' প্রবর্তন এবং এতদসংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে উচ্চ শিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর ভূমিকান ও অনবদ্য অবদানের ওপর দুইট মৌলিক গ্রন্থ (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি) প্রকাশের জন্য 'ইউজিসি মুজিববর্ষ প্রকাশনা নীতিমালা, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।

'ইউজিসি পুস্তক প্রকাশনা নীতিমালা (সংশোধিত ২০১৮)' রহিতক্রমে আরো যুগোপযোগী করে 'ইউজিসি পুস্তক প্রকাশনা নীতিমালা, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।

গবেষণা প্রকল্পের অর্থায়নে সফটওয়্যার ব্যবহারের নিমিত্তে "রিসার্চ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" শীর্ষক সফটওয়্যার ক্রয় প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

পাবলিক বিশ্বদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণা প্রকল্পে অর্থায়নের প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং গবেষণাকর্মে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের নিমিত্তে এতদসংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক তিনটি (প্রমোশনাল রিসার্চ গ্রান্টস, কোলাবরেটিভ রিসার্চ গ্রান্টস ও একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ গ্রান্টস) নীতিমালা প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

দেশের স্বনামধন্য প্রথিতযশা একজন শিক্ষাবিদ/গবেষককে ইউজিসি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলোশিপ ২০২১ এর জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষকতা, গবেষণা ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখায় ইউজিসি প্রফেসরশিপে দেশের স্বনামধন্য একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে ২ (দুই) বছরের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

ইউজিসি পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলোশিপ প্রোগ্রামে ১০ জন শিক্ষক/গবেষককে ফেলো হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয় এবং উক্ত সময়ে সম্মানী বাবদ ৬,০০,০০০.০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা ছাড় করা হয়েছে।

১৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১২০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ইউজিসি মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের অনুকূলে ২৬,০০০.০০/- (ছাব্বিশ হাজার) টাকা হারে ৩১,২০,০০০.০০/- (একত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ছাড় করা হয়েছে।

ইউজিসি পিএইচ.ডি ফেলোশিপ প্রোগ্রামে ৭০ জন ফেলোর অনুকূলে ফেলোশিপ সম্মানী বাবদ বার্ষিক ৩,৬০,০০০.০০/- (তিন লক্ষ ষাট হাজার) টাকা হারে সর্বমোট ২,৫২,০০,০০০.০০/- (দুই কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকা ছাড় করা হয়েছে।

বিদেশি ডিগ্রি সমতা বিধানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত ৫৭৭ টি আবেদনের বিপরীতে বিদেশি ডিগ্রির সমতা বিধান করা হয়েছে।

'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

ক্র:নং	গৃহীত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন (জুলাই ২০২০-জুন ২০২১)
১.	'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব-এর ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন' আয়োজন	'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে দেশি ও বিদেশি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, গবেষক, শিল্প উদ্যোক্তা ও নোবেল বিজয়ীদের অংশগ্রহণে আগামী ৯-১১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য তিন (০৩) দিনব্যাপি, "International Conference on 4th Industrial Revolution and Beyond (IC4IR 2021)" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় সম্মেলনটি অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে; তবে পরিস্থিতির উন্নয়ন সাপেক্ষে সম্মেলনের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান সীমিত পরিসরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সরাসরি আয়োজনের প্রস্তুতি রয়েছে। সম্মেলনের মাধ্যমে দেশের উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, শিল্প ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব ও তদ্‌পরবর্তী বিশ্ব প্রেক্ষাপট উপযোগী সুপারিশমালা গৃহীত হবে। সম্মেলন উপলক্ষ্যে ইতোমধ্যে "Call for Paper" আহ্বান করা হয়েছে। মুজিববর্ষে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক সূচিত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন পরবর্তীতে ২-৩ বছর পর পর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আয়োজন চলমান থাকবে।
২.	বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর 'প্রকাশনা এবং অনলাইন আর্কাইভিং ও সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্ট প্রস্তুত'	মুজিববর্ষে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর (১)'বঙ্গবন্ধু'র শিক্ষাভাবনা : প্রসঙ্গ উচ্চশিক্ষা' ও (২) 'বঙ্গবন্ধু : নতুন প্রজন্মের ভাবনা ও ভবিষ্যতের দিকদর্শন' শীর্ষক দুটি সাক্ষাৎকার ও গবেষণাভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট অনলাইন আর্কাইভিং ও সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্ট প্রস্তুত করা হবে। এ লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ কমিটির মূল্যায়ন শেষে মনোনীত দু'জন গবেষকের সাথে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন।

ক্র:নং	গৃহিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন (জুলাই ২০২০-জুন ২০২১)
৩.	'ইউজিসি-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলোশিপ' প্রবর্তন	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে 'ইউজিসি-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলোশিপ' প্রবর্তন করা হয়েছে। উচ্চতর গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য এখন থেকে প্রতিবছর একজন করে গবেষককে ০১ বছর মেয়াদী এই ফেলোশিপ প্রদান করা হবে। প্রথমবারের মতো 'ইউজিসি-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলোশিপ-২০২১' পেয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. এম. আফজাল হোসেন।
৪.	বঙ্গবন্ধুর ওপর সম্পাদিত বিশেষ গবেষণা পাণ্ডুলিপি (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি) প্রকাশ	মুজিববর্ষে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বঙ্গবন্ধুর ওপর সম্পাদিত দুটি বিশেষ গবেষণা পাণ্ডুলিপি (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি) প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রণীত নীতিমালার আলোকে এ বিষয়ে পাণ্ডুলিপি আহ্বান করে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়। সে অনুযায়ী প্রাপ্ত বাংলা ভাষায় সম্পাদিত দুটি গবেষণা পাণ্ডুলিপির ওপর মতামত প্রদানের জন্য পাণ্ডুলিপি দুটি মনোনীত বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
৫.	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে গ্রন্থাগারে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
৬.	"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ" আয়োজনে সহযোগিতা	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক আয়োজিত ১০০ দিনব্যাপী (১ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ১০ মার্চ ২০২১) "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ" এ অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দায়িত্ব পালন করে।

ই-ক্লিপিংস ব্যবস্থা প্রবর্তনকরণ :

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, সদস্য মহোদয়গণ, সচিব, পরিচালকবৃন্দসহ ১৫০ জন স্টেকহোল্ডার/বেনিফিসিয়ারি সেবাটি গ্রহণ করে থাকে।

ইউজিসি ই-বুলেটিন ব্যবস্থা চালুকরণ :

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, সদস্য মহোদয়গণ, সচিব, পরিচালকবৃন্দ, পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, গ্রন্থাগারিক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিদেশি মিশন ও দূতাবাস, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, সাংবাদিক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কর্মরত সকল কর্মকর্তাসহ ১৫০০ জন স্টেকহোল্ডার/বেনিফিসিয়ারি সেবাটি গ্রহণ করে থাকে।

ডিজিটাল শুভেচ্ছা কার্ড চালুকরণ :

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন মাননীয় চেয়ারম্যান, সদস্য মহোদয়গণ, সচিব, পরিচালকবৃন্দ, পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, গ্রন্থাগারিক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিদেশি মিশন ও দূতাবাস, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, সাংবাদিক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে কর্মরত সকল কর্মকর্তাবৃন্দসহ ১৫০০ জন স্টেকহোল্ডার/বেনিফিসিয়ারি সেবাটি গ্রহণ করে থাকে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ২০২০-২১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন/সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ:

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের " অ্যাক্রেডিটেশন মানদ- ও নির্ণায়ক (Accreditation Standard and Criteria)" এর অনুমোদন;

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি)-দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমকে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের কাজে নিয়োজিত। প্রাথমিকভাবে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমকে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মান নিশ্চিতকরণের বিষয় বিবেচনায় রেখে কাউন্সিল " অ্যাক্রেডিটেশন মানদ- ও নির্ণায়ক (Accreditation Standard and Criteria)" এর প্রাথমিক খসড়া, ২০২০ সালের আগস্ট মাসে প্রণয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর মাসে অ্যাক্রেডিটেশন সম্পর্কে সচেতনতা ও আগ্রহ সৃষ্টি এবং খসড়া মানদ- ও নির্ণায়ক বিষয়ে মতামত সংগ্রহের নিমিত্ত বিভিন্ন অংশীজনদের অংশগ্রহণে ১৬ টি পরামর্শমূলক ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। ধারাবাহিকভাবে আয়োজিত উক্ত কর্মশালাসমূহে ১৪০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যবৃন্দ, ৮৬ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওহঅঈ এর পরিচালকবৃন্দ, ৪৩২ জন ডিন ও বিভাগীয় প্রধান এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ প্রায় ৭০০ অংশীজন অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ও শিক্ষা উপমন্ত্রী মহোদয় প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং খসড়া মানদ- ও নির্ণায়কের উপর আলোচনা, গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করেন। অংশীজনদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় খসড়া মানদ- ও নির্ণায়কসমূহ বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়। প্রতিটি কর্মশালায় প্রশ্নোত্তর, ব্যাখ্যা ও আলোচনা শেষে উপস্থিত অংশ গ্রহণকারীগণ তাহাদের মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। কোনো কোনো অংশীগ্রহণকারী পরবর্তীতে খসড়া মানদ- ও নির্ণায়ক সম্পর্কে লিখিত মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। অংশীজনের প্রদত্ত মতামত ও পরামর্শসমূহ পরবর্তীতে কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির সভায় বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়। প্রাপ্ত মতামত ও পরামর্শের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য মানদ- এবং বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে বিএসি এর খসড়া মানদ- ও নির্ণায়কসমূহ চূড়ান্ত করা হয়। যা বিএসির ৪র্থ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে কাউন্সিল সভায় অনুমোদন করা হয়। এ সকল মানদ- ও নির্ণায়ক প্রতিপালন (Compliance) সকল অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমের জন্য বাধ্যতামূলক।

Acceditation Standard and Criteria বিষয়ক ভার্চুয়াল কর্মশালার স্থিরচিত্র

Asia Pacific Quality Network (APQN) এর ইন্টারমিডিয়েট সদস্যপদ প্রাপ্তি :

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ১০ (ছ) ধারায় আন্তঃরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল-এর ওপর অর্পণের পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাক্রেডিটেশন সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা Asia Pacific Quality Network (APQN) সচিবালয় (সাংহাই, চায়না) বরাবরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক ইন্টারমিডিয়েট সদস্যপদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ আবেদন করা হয়। APQN বোর্ড বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ইন্টারমিডিয়েট সদস্য পদের আবেদন মঞ্জুর করে ১২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করে। এ সদস্যপদ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল অচছঘ সদস্যদের উত্তমচর্চা এবং অভিজ্ঞতা লাভ/ বিনিময় এবং অ্যাক্রেডিটেশন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা লাভ করতে সক্ষম হবে। অদূর ভবিষ্যতে এসকল সংস্থার পূর্ণকালীন সদস্যপদ গ্রহণ করা সহজতর হবে।

কাউন্সিল কর্তৃক অ্যাক্রডিটেশন ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন :

অ্যাক্রেডিটেশন ও বিএনকিউএফ সম্পর্কে সচেতনা ও আগ্রহ সৃষ্টি এবং এ বিষয়ে মতামত সংগ্রহের নিমিত্ত ১৪০ টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১০৩ টি কলেজের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যক্ষসহ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক ও কর্মকর্তার অংশগ্রহণে মোট ৬১ টি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। ধারাবাহিকভাবে আয়োজিত উক্ত কর্মশালাসমূহে ১৪০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যবৃন্দ, ৮৬ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের IQAC এর পরিচালকবৃন্দ, ৪৩২ জন ডিন ও বিভাগীয় প্রধানগণ, অধ্যক্ষ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ২,৯২১ (দুই হাজার নয়শত একুশ জন) অংশীজন অংশগ্রহণ করেন।

অ্যাক্রেডিটেশন ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) বিষয়ক ভার্চুয়াল কর্মশালার স্থিরচিত্র

"স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব ও গোপনীয়তা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত (Policy on Management of Conflict of Interest & Confidentiality) নীতিমালা" এর মূল (বাংলা) ভার্সন অনুমোদন :

কাউন্সিলের অ্যাক্রেডিটেশন ও মান নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সততা, গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে পরিচালনার জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রণীত "স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব ও গোপনীয়তা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত (Policy on Management of Conflict of Interest & Confidentiality) নীতিমালা" এর বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা যা ৩য় কাউন্সিল সভায় অনুমোদন করা হয়।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর অধীন "বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১" প্রণয়ন ঃ

দেশের উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর আওতায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কাউন্সিলের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কাউন্সিল-কর্তৃক স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য মডেল চাকরি প্রবিধান, ২০১৭ অনুযায়ী "বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে যা বর্তমানে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিব ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে ভেটিংপূর্বক গেজেট আকারে প্রকাশ করার জন্য প্রেরণ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ২৬ ধারার অধীন "অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা, ২০২১" এর খসড়া প্রণয়ন :

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও অ্যাক্রেডিটেশনের নিমিত্ত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনের আওতায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ধারা ২৫ অনুযায়ী বিধি প্রণয়নের বিধান অনুযায়ী "অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা, ২০২১" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে যা বর্তমানে ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিব ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে আছে।

"বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এনডাউমেন্ট ফান্ড নীতিমালা, ২০২১" এর খসড়া প্রণয়ন :

বিএসি আইনের ১৯ এর ২ (ক) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর আওতাধীন "হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রকল্প (হেকেপ)" এর মাধ্যমে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অনুকূলে এককালীন থেকে বরাদ্দ (এনডাউমেন্ট ফান্ড) বাবদ ৮০.০০ (আশি কোটি মাত্র) টাকা প্রদান করে কাউন্সিলের এনডাউমেন্ট ফান্ডের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য ফান্ডের উদ্দেশ্য, কাজের ক্ষেত্র, পরিচালনা পদ্ধতি, ফান্ড পরিচালনা কমিটি গঠন, কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলি, কমিটির সভা, কারিগরি কমিটি গঠন ও কার্যাবলি, ফান্ড পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব এর দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ ফান্ড পরিচালনা সংক্রান্ত "বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এনডাউমেন্ট ফান্ড নীতিমালা, ২০২০" এর খসড়া অনুমোদন করা হয় যা অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

External Quality Assessment Guidelines অনুমোদন :

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রোগ্রাম পর্যায়ে অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির আবেদনের যোগ্যতা, অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, বিশেষজ্ঞ কমিটি, পুনর্বিবেচনা কমিটি গঠন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। বিধিমালায় সরকারি নির্দেশনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে দরখাস্ত আহবানের প্রস্তুতি কাউন্সিলের রয়েছে। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে প্রোগ্রাম পর্যায়ে অ্যাক্রেডিটেশন আবেদনের ফরম্যাট কাউন্সিলের ৫ম সভায় External Quality Assessment Guidelines for Accreditation of Academic Program অনুমোদন করা হয়।

Application Format for Accreditation অনুমোদন ঃ

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ প্রোগ্রাম পর্যায়ে অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির আবেদনের যোগ্যতা, অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, বিশেষজ্ঞ কমিটি, পুনর্বিবেচনা কমিটি গঠন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। বিধিমালার সরকারি নির্দেশনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে দরখাস্ত আহবানের প্রস্তুতি কাউন্সিলের রয়েছে। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে প্রোগ্রাম পর্যায়ে অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আবেদনের ফরম্যাট Application Format for Accreditation কাউন্সিলের ৫ম কাউন্সিল সভায় অনুমোদন করা হয়।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের "কাউন্সিল তহবিল হইতে ব্যয় নির্বাহ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সংক্রান্ত বিধি-২০২০" এর খসড়া প্রণয়ন:

কাউন্সিলের মূল লক্ষ্য অনুযায়ী সকল কার্যাবলি সম্পাদনে ব্যয় নির্বাহে কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ধারা ১৬(১); ১৭(৫) ও ১৯(৪)(৬) অনুসরণে "কাউন্সিল তহবিল হইতে ব্যয় নির্বাহ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সংক্রান্ত বিধি-২০২০" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া "কাউন্সিল তহবিল হইতে ব্যয় নির্বাহ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সংক্রান্ত বিধি-২০২০" সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়ায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

কাউন্সিলের আর্থিক নীতিমালা ও হিসাব ম্যানুয়াল সংক্রান্ত প্রবিধান, ২০২০" এর খসড়া অনুমোদন:

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ অনুযায়ী কাউন্সিলের ওপর উহার যাবতীয় সম্পত্তি ও তহবিলের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত এবং উক্ত দায়দায়িত্ব প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্পাদনকল্পে কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে যা কাউন্সিল ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিধি ও প্রবিধান দ্বারা পরিচালিত হবে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ধারা ১১(৭), ১৩(২), ১৭(৬), ১৯(৩), ২০,২১ এবং ২৬ অনুসরণে "কাউন্সিলের আর্থিক নীতিমালা ও হিসাব ম্যানুয়াল সংক্রান্ত প্রবিধান, ২০২০" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। যা সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ এর বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন অনুমোদন ঃ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ দ্বারা নির্দিষ্ট কার্যাবলি ও কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) এর ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ সংজ্ঞায়িত করে তা সুনির্দিষ্টকরণের নিমিত্ত ইংরেজি ভাষায় প্রণীত টেক্সট কাউন্সিলের ১ম সভায় অনুমোদন করা হয়। উক্ত ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের বাংলা ও ইংরেজি টেক্সট ৩য় কাউন্সিল সভায় অনুমোদন করা হয়।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ইংরেজি ভার্সন এর খসড়া অনুমোদন ঃ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ইংরেজি ভার্সন প্রণয়নপূর্বক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং এর নিমিত্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। যা ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

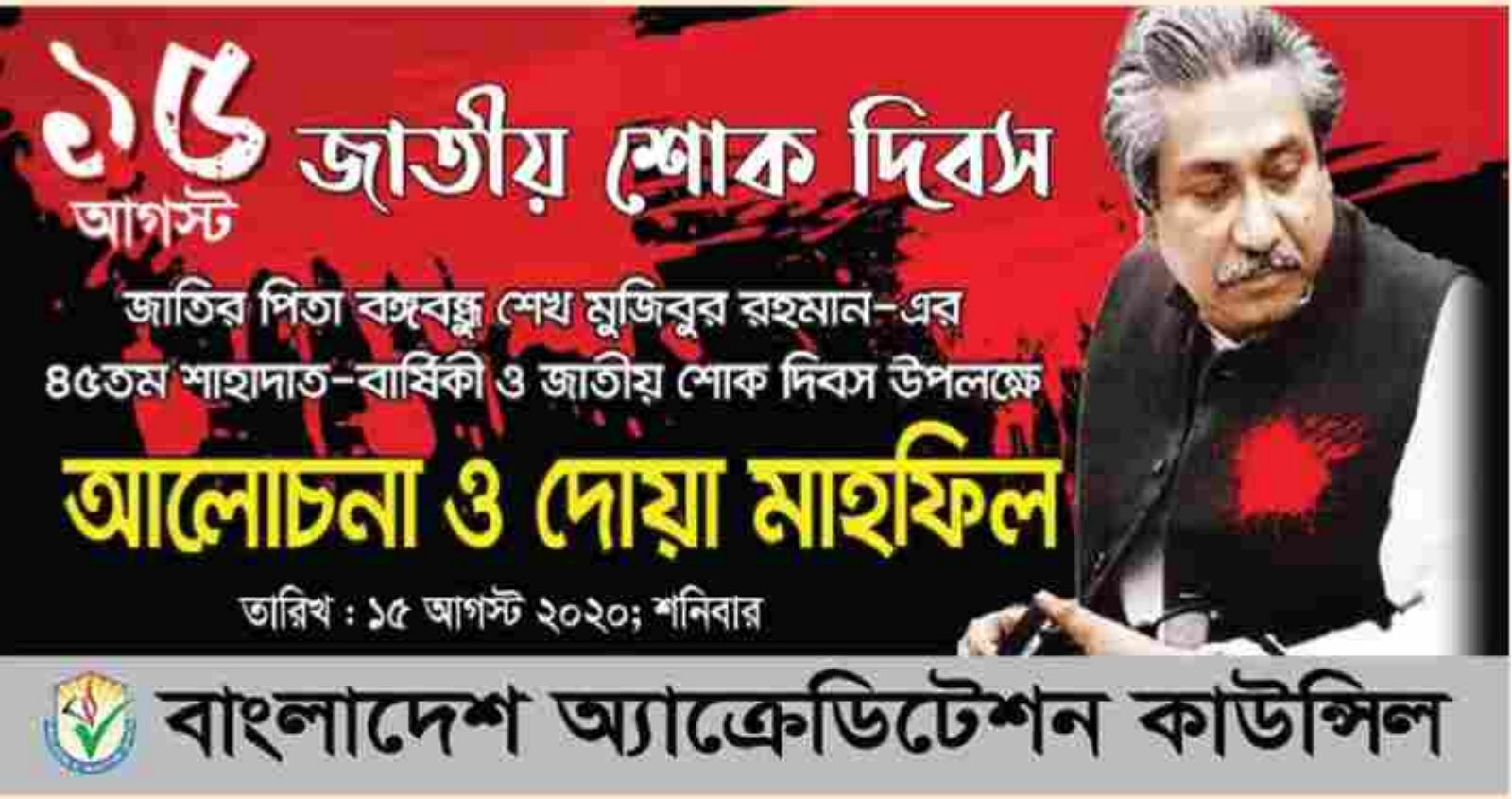

জাতীয় শোক দিবসের ব্যনার

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন:

জাতির পিতার ৪৫তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে ১৫ই আগস্ট ২০২০ তারিখে সকাল ৬.৩০ ঘটিকায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘর প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদের স্মরণে ১৫.০৮.২০২০ তারিখে কাউন্সিলের কনফারেন্স রুমে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। আলোচনা সভায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে বক্তাগণ জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। কাউন্সিলের সদস্যগণ, সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ-কে ইউনেস্কো কর্তৃক ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর Memory of the world register-এ অন্তর্ভুক্ত করে বৈশ্বিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ায় সরকার দিবসটিকে জাতীয়ভাবে "ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ" দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। উক্ত দিবসকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে কাউন্সিলের কনফারেন্স রুমে গত ৭ই মার্চ রবিবার ২০২১ খ্রি. তারিখে একটি আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবসের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. মু. আবুল কাশেম। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ বিষয়ক ডকুমেন্টরি প্রদর্শন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় দেশের সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) এর প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবসের আলোচনা সভার স্থিরচিত্র

বিশেষ আলোচনা সভা আয়োজন:

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন" শীর্ষক বিশেষ আলোচনা সভা ২৯.০৩.২০২১ তারিখে আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় জাতির পিতার ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী নিয়ে বিশেষ বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ।

'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন' শীর্ষকভার্চুয়াল আলোচনা সভার স্থিরচিত্র

এছাড়াও মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের ঐতিহাসিক মুহূর্তের বিভিন্ন স্থিরচিত্র পর্যালোচনা করে তার মধ্য হতে ১২টি স্থিরচিত্র ও প্রথম পৃষ্ঠায় মুজিব বর্ষের লোগো ব্যবহার করে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ২০২১ সালের ডেস্ক ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়। উক্ত ডেস্ক ক্যালেন্ডার দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ২০২১ সালের ডেস্ক ক্যালেন্ডারের প্রচ্ছদ

মুজিব জন্মশতবার্ষিকীতে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের প্রথম ডায়েরি মুদ্রণ করা হয়। মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন এবং কাউন্সিলের প্রথম ডায়েরি সমৃদ্ধকরণের নিমিত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্ধৃতি, ছবি এবং মুজিববর্ষের লোগো যথাযথ মর্যাদার সাথে তুলে ধরা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম বিষয়ে প্রণীত বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা, সিক্রেট ডকুমেন্ট অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দি নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমার দেখা নয়াচীন কাউন্সিলের গ্রন্থাগারের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জাতির পিতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ও ব্যক্তি জীবনের বর্ণাঢ্য কর্মের স্মৃতির সংরক্ষণে কাউন্সিলের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়। কাউন্সিলের লাইব্রেরিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কর্ণারে জাতির পিতার রাজনৈতিক ও ব্যক্তি জীবন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ সংরক্ষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ২০০২-২১ অর্থ বছরের গৃহীত কিন্তু চলমান কর্মকা-সমূহের বিবরণ:

২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন (একীভূত) প্রস্তুতকরণ:

কাউন্সিলের সম্পাদিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপনের জন্য কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন (একীভূত) প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে সে অনুযায়ী একজন অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তির মাধ্যমে কার্যক্রমটি সম্পন্ন করার জন্য একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া কাউন্সিল প্রতিবেদন ৬ষ্ঠ কাউন্সিল সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদনটি মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার অ্যাক্রেডিটেশন, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, এনকিউএফ সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারণা। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ১০ (চ) ধারায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ সৃজনসহ উক্ত কার্যক্রমের উন্নয়ন ও বিস্তারের জন্য অ্যাক্রেডিটেশন সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনের কাছে কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার পটভূমি, কাউন্সিলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ, দায়িত্ব ও কার্যাবলী, কাউন্সিল কর্তৃক ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, উচ্চশিক্ষা তথা সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অ্যাক্রেডিটেশনের ইতিবাচক প্রভাব তুলে ধরার জন্য ১টি আন্তর্জাতিক মানের তথ্যচিত্র/ ডকুমেন্টরি নির্মাণের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ৩০ মে ২০২১ তারিখে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর বরাবর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা এখনো নির্মাণ চলমান।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উহার আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহের মান নিরূপণ, উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ এবং সমাধানের পথ অনুসন্ধান শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা:

উচ্চশিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রয়োজন উচ্চশিক্ষার যথাযথ মান নিশ্চতকরণ। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উহার আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহের মান নিরূপণ, উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ এবং সমাধানের পথ অনুসন্ধানে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের প্রফেসর মোঃ শাহ আজম-কে কাউন্সিল হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি বর্তমানে চলমান।

সাধারণ কার্যক্রম :

- এমপিওভুক্ত প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত প্রায় ৩,৫০,০০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) শিক্ষক-কর্মচারির বেতন ভাতা প্রক্রিয়াকরণের যাবতীয় কাজ অনলাইনে করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারিদের এম.পি.ও'র বেতন ভাতা বাবদ মোট ১০০,৩০৩,৮৩৪,১৯৬/- টাকা ব্যয় হয়েছে;
- জাতির পিতা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গের নামে ১৫টি বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণের লক্ষ্যে পরিদর্শনকৃত কলেজের প্রতিবেদনসমূহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- শিক্ষার্থীদের ওজন মাপার লক্ষ্যে ২০০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওজন মাপার যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে;
- প্রত্যেক ছাত্রীকে আয়রন ফলিক অ্যাসিড খাওয়ানোর লক্ষ্যে বিদ্যালয়সমূহ ৫ কোটি আয়রন ফলিক অ্যাসিডের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- মাউশি অধিদপ্তরের বিপুল সংখ্যক মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে ০৩ (তিন) জন বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;
- সেসিপ-এর আওতায় সাধারণ শিক্ষা ধারার ৬৪০টি প্রতিষ্ঠানে জানুয়ারি ২০২০ থেকে ভোকেশনাল কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহের লক্ষ্যে ২টি ট্রেডের মালামাল সরবরাহ সম্পন্ন এবং ৭টি ট্রেডের কার্যাদেশ জারি হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি ট্রেডের দরপত্র প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়াও কুমিল্লা অঞ্চলে ১০৩৭টি প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর জন্য দুটি লিফট সরবরাহ করা হয়েছে।

কোভিড -১৯ এ গৃহীত কার্যক্রম :

- মন্ত্রণালয়ের অনুশাসন অনুযায়ী ২০৪৯৯টি স্কুলের মধ্যে ১৫,৬৭৬টি এবং ৪২৩৮টি কলেজের মধ্যে ৭০০টি কলেজ অনলাইন ক্লাস চালু করেছে। এছাড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনলাইনে সামাজিক যোগাযোগ (জুম, ম্যাসেঞ্জার, ফেইসবুকগ্রুপ, ইউটিউব) ব্যবহারের মাধ্যমে ক্লাস রেকর্ড করে কিশোর বাতায়ন, শিক্ষক বাতায়ন এবং ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছে;
- মার্চ ২০২০ এর পর শ্রেণিকক্ষভিত্তিক পাঠদান বন্ধ থাকলেও টেলিভিশন ও অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা যেন আরও কিছু শিখনফল অর্জন করে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে এ লক্ষ্যে পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যাস এবং অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রচলিত গতানুগতিক বার্ষিক পরীক্ষার বিপরীতে অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়নের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন;

  উল্লেখ্য, দেশের ২০২২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে অ্যাসাইনমেন্ট বিষয়ক qualitative এবং quantitative তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে Data analysis করা হয়েছে। এ analysis এর ফাইন্ডিংসমূহ ইতিবাচক এসেছে। এছাড়াও শিক্ষা কার্যক্রমে digital divide জনিত যে অসাম্য তৈরি হয়েছিল অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে তা দূর হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত '৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচির আলোকে 'মূল্যায়ন নির্দেশনা' শিরোনামে শিক্ষার্থীরা যেন শিখনফল নির্ভর শিক্ষা লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে শ্রেণি উপযোগী অ্যাসাইন মেন্টের মাধ্যমে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় এ বছরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে সংক্ষিপ্ত করে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে মাঠ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা নির্ধারিত ছক অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিনে পরিবীক্ষণ এবং প্রাপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে;
- স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনলাইন ক্লাস নেয়া হচ্ছে। ডিজিটাল ক্লাসগুলোকে এমনভাবে অনলাইনে আপলোড করা হয়েছে যেন দেশের যেকোন শিক্ষার্থী যে কোন জায়গা থেকে যে কোন সময় এই ক্লাসগুলো দেখতে পায়;
- 'আমার ঘরে আমার স্কুল' শীর্ষক ভার্চুয়াল ক্লাসরুম "সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন" এর মাধ্যমে প্রচারের জন্য স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানির মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ - ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ২,৫০০ ক্লাস তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণের লক্ষ্যে প্রাক প্রস্তুতি গ্রহণ এবং একটি গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে;
- কোভিড অতিমারির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বিকল্প পাঠদান পদ্ধতি হিসেবে জেন্ডার ইকুইটি মুভমেন্ট ইন স্কুলস (জেমস) এর ১ম বর্ষের ১৩টি সেশন রেকর্ড করে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচার করছে;

সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত জেন্ডার ইকুইটি মুভমেন্ট ইন স্কুলস (জেমস) বিষয়ক ক্লাস

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ইউনিসেফের সহায়তায় কোভিড-১৯ রেসপন্সস স্কুল রি-ওপেনিং গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে;
- কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে স্কুল খোলার উপর ০৪ টি ভিডিওচিত্র তৈরি করা হয়েছে;
- Project Based Learning কার্যক্রম এর আওতায় ০৭টি প্রজেক্ট কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করার জন্য;
- শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত

করা হয়েছে;

- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে শ্রমিক সংকট থাকায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কৃষকের প্রায় ২,০০০ (দুই হাজার) একর জমির বোরো ধান কেটে দিয়েছে;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখার জন্য সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে "আমার ঘরে আমার স্কুল" কার্যক্রমের আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১৬০৯টি ক্লাস সেশন প্রচার করা হয়েছে। এছাড়াও কিশোর কিশোরীদের বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতার উপর ১৩টি বিষয়ে জীবন দক্ষতার উপর ২০টি সেশন প্রচার করা হয়েছে।

নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদ সৃজন :

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে ৪০৩২টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে;
- সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক এর ৯৫টি পদ আপগ্রেড করা হয়েছে। এছাড়াও মাউশি অধিদপ্তরের ২য় গ্রেডের ৩টি পদ আপগ্রেডেশন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- সরকারি কলেজসমূহের বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সহযোগী অধ্যাপক হতে ৬০৯ জনকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি ও পদায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও ১০৯৬ জন সহকারী অধ্যাপক হতে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে;
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৫৪৫২ জন সহকারী শিক্ষক [১০ম গ্রেড] হতে "সিনিয়র শিক্ষক" [৯ম গ্রেড] পদে পদোন্নতি ও পদায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৩৮টি প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকা এবং জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ২০টি সহ মোট ২৫৮টি শূন্য পদে পদোন্নতির জন্য সহকারী প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা এবং সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ফিডার টাইম প্রমার্জনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে;
- মাউশি অধিদপ্তরের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে কর্মরত ৩য় শ্রেণির ১৯৮ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;
- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)-এর আওতায় ১৪৩৯টি পদ সৃজন প্রস্তাবের বিপরীতে বিগত ৬মে ২০২১ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১১৮৭টি পদ জনবলসহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে;
- সরকারী কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী সরকারী কলেজসমূহে ক্যাডার পদে বিভিন্ন স্তরে (অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক) মোট ৩৯৫৯টি পদ সৃজনের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে;
- ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিজ (NAAND) প্রকল্পের আওতায় অস্থায়ী একাডেমি চালুর জন্য রাজস্ব খাতে ৫০ (পঞ্চাশ) টি পদে অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং ৪র্থ শ্রেণির ১২টি পদের জন্য আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।

ডিজিটাইজেশন :

- মাউশি অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টারভুক্ত সেবাসমূহ সরকারের একসেবা (MyGov) সার্ভিস চালু করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সিটিজেন চার্টারে সেবার নাম, সেবা প্রদান পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান, সেবার মূল্য, পরিশোধ পদ্ধতি, সেবা প্রদানের সময়, দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল) দেওয়া আছে। একসেবা প্লাটফর্মের মাধ্যমে নাগরিক আবেদনসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারের সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানো সম্ভব হয়েছে;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের দপ্তর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন কার্যক্রম ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) অ্যাপ এর আওতায় নিয়ে এসেছে। মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন dshe.mmcm.gov. নফড্যাশবোর্ড এর মাধ্যমে মূল্যায়নপূর্বক পরিদর্শন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে;
- মাউশি অধিদপ্তরের EMIS Upgradation (SD-17) অংশ হিসেবে ১০(দশ) টি মডিউল চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ইএমআইএস এর ডাটা সেন্টার এবং নেটওয়ার্ক ও হার্ডওয়্যার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের কাজ চলমান রয়েছে যার অগ্রগতি ৭০%;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৮২৯টি ক্লাস গ্রহণ করা হয়েছে;
- মাউশি অধিদপ্তর এবং অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনলাইন ক্লাস, সংসদ টিভি এবং এসাইনমেন্ট বিষয়ক ৬৫৭২টি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- সারাদেশের এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশালসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতাদি সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় প্রদানের লক্ষ্যে উখঞএর মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি প্রদানের Software তৈরি সহ ডাটাবেইস তৈরির কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে। এটি বাস্তবায়িত হলে সহজে বেতন-ভাতাদি পাওয়া নিশ্চিত হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩০০ জন (১২০ জন কর্মকর্তা এবং ১৮০ জন তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী) কে ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি কলেজের ৩২০ জন কর্মকর্তাকে উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের ১৩০৭ জন কর্মকর্তাকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের ১৭৩৯ (১৫৪১ জন কর্মকর্তা +১৭৮ জন তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী+ ২০ জন গাড়ি চালক) জনকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বি.এড. প্রশিক্ষণবিহীন মাধ্যমিক শিক্ষকদের মধ্যে ৩১০ জনকে এ বছর বি.এড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এইচ.এস.টি.টি.আই এর মাধ্যমে বেসরকারী কলেজের ৭৪৭ জন শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এইচ.এস.টি.টি.আই এর মাধ্যমে বেসরকারি কলেজের ২৪০ জন শিক্ষককে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কোরিয়া সরকারের অর্থায়নে ৮০ জন শিক্ষক/কর্মকর্তাকে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কৈশোরকালীন পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'কৈশোরকালীন পুষ্টিসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পুষ্টিসেবা গাইড লাইন ২০২০' তৈরি এবং 'কৈশোরকালীন পুষ্টি অনলাইন প্রশিক্ষণ' চালু হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শারীরিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৮০৯৩৯ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- শিক্ষার্থীদের একবিংশ শতকের উপযোগী বিশ্ব-নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বৃটিশ কাউন্সিলের Connecting Classroom প্রকল্পের আওতায় ৭০০ জন শিক্ষককে Core Skills বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর আওতায়- বিভিন্ন বিষয়ে ১০,০১২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণসমূহ হলো- আইসিটি লার্নিং সেন্টার এ ই-লার্নিং মডিউল ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৪৯৬৫ জন, ধারাবাহিক মূল্যায়ন ৯৮২ জন, কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি- ৩৭৪১জ কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পের আওতায় ৩২ জন মাস্টার ট্রেইনারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, মৌলভীবাজার, পটুয়াখালী ও রাঙামাটি জেলার নির্বাচিত ২৫০টি প্রতিষ্ঠানের ৭৫০ জন শিক্ষককে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার সমতা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ-বর্ষ ২ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষিত শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে জেমস সেশন পরিচালনা করবেন;

জেনারেশন ব্রেক-থ্রু প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ

ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিজ (NAAND) প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১০০ জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাকে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং ৪টি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট সহ মোট ১৮টি ভেন্যুতে ৩৫টি ব্যাচে সর্বমোট ১৪০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর (অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক) অংশগ্রহণে ৫ দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন হয়েছে;

তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারী কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রকল্পভুক্ত ১৬১০টি বেসরকারি কলেজের প্রত্যেকটি থেকে ৩ জন করে মোট ৪৮৩০ জন শিক্ষককে ২১ দিন ব্যাপী আইসিটি নির্ভর 'ডিজিটাল কনটেন্ট প্রণয়ন, শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন, সফটওয়ার ও হার্ডওয়ার ট্রাবলস্যুটিং এবং কম্পিউটার ল্যাব অপারেশান' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরের ১২টি ব্যাচে ৩৬০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এ খাতের ১১১.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে;

করোনার ফলে দীর্ঘসময় ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীগণের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা/অভিঘাত মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং একজন ফোকাল পয়েন্ট শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় সাইকোলজিস্টগণের সহায়তায় একটি কাউন্সেলিং ম্যানুয়াল প্রণীত হয়েছে। গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ হতে এ পর্যন্ত ৫৮০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছে। এ ছাড়াও অন্তত ২,০০,০০০ (দু'লক্ষ) শিক্ষক যেন অনলাইনে প্রশিক্ষণ নিতে পারে সে লক্ষ্যে একটি APP তৈরির কাজ চলমান রয়েছে;

ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম এ অ্যাপ এর মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আঞ্চলিক পরিচালক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের অনলাইনে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত নির্মাণ ও পূর্ত কাজ :

৬ সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- ৯৪টি ৬তলা একাডেমিক ভবনের মধ্যে ৭৪টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান;
- ৩০টি কলেজে ৬তলা একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ ৭৫% শেষ হয়েছে;
- ৩১টি কলেজে হোস্টেলের নির্মাণ কাজ ৩০% শেষ হয়েছে;
- ৪টি কলেজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও ৫টি কলেজে শ্রেণিকক্ষ মেরামত ও সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে;

পলাশবাড়ি সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা

এছাড়াও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ১০টি কলেজে ২০টি শীতাতপ নিয়ন্ত্র ফটোকপিয়ার মেশিন, রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোওভেন, ইলেকট্রিক ফ্লাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- নতুন একাডেমিক ভবন ৩২০টি যার মধ্যে জেলা পর্যায়ে ১৭২টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ১৪৮টি। ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ে ৯৮টি ভবনের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে ০৫ তলা ভিতে ০৫ তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর্যায়ে;

সেনবাগ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সেনবাগ, নোয়াখালী এবং মাল্টিপারপাস ভবন, আজিমপুর গার্লস স্কুল, ঢাকা

- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ভবনের সম্প্রসারণযোগ্য ভবনের সংখ্যা ১০৪টি যার মধ্যে কাজ চলমান আছে ৫৬টি এবং ভবন হস্তান্তর হয়েছে ৪০টি;

দিনাজপুর স্কুল ভবন এবং বিরামপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বিরামপুর, দিনাজপুর

- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হোস্টেল নির্মাণ করা হবে ২৪টি তন্মধ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে ২১টি;

৬.৪ তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের ১৫৮টি কলেজের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এ খাতে ব্যয় হয়েছে ১০১৬০.০০ লক্ষ টাকা। এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনে প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষসমূহে কাঠের ফার্নিচার সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের ৩২৮টি কলেজে হাই-লো বেঞ্চ ২৭৩৭৮ জোড়া, ১৬৭৫টি

টেবিল, ১৬৭৫টি চেয়ার সরবরাহ করা হয়েছে। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৭৭২৬.৯৮ লক্ষ টাকা।

৬.৫ "শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থি সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতাভুক্ত কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপ :

- ১৬টি নতুন ভবন নির্মাণ সমাপ্ত এবং ৪১টি একাডেমিক কাম এক্সামিনেশন হলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারিত তলাসমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও ৬৯টি কলেজে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে;

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর আওতায়-

- ৭১০টি ICT Learning Center স্থাপন কর্মসূচির আওতায় ১৮টি ও CT Learning Center স্থাপনের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে;
- ৬৪০টি ভোকেশনাল ভবন/শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ-এর আওতায় ৩৩০টি ভবন/শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে;
- ১০০টি বিদ্যালয়ের নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় ৫টি বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে;
- ৪৬টি জেলা শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ কর্মসূচির আওতায় ৫টি জেলা শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ সম্পন্ন হয়েছে এবং বান্দরবান জেলা শিক্ষা অফিস নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে (ভৌত অগ্রগতি ৯০%);
- ২৫টি থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় ৩টি থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত :

ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রল্পের আওতাভুক্ত কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপ :

- ২.০০ একর জমি (জালকুড়ি, নারায়ণগঞ্জ) : মূল্য বাবদ ২৩,৯৬,৬১,০৩৬/- (তেইশ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ একষট্টি হাজার ছত্রিশ) টাকা বিগত ০১/০৪/২০২১ তারিখ নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যালয় বরাবর পরিশোধ করা হয়েছে;
- ২.০০ একর জমি (নবীনগর, ঢাকা): মূল্য বাবদ ৩০,৫০,৩৩,২৬৭.৯৭/-(ত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার দুইশত সাতষট্টি টাকা সাতানব্বই পয়সা) বিগত ২২/০৬/২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর ibas++ এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে;
- ৪.০০ একর জমি (হেমায়েতপুর, ধামরাই): জেলা প্রশাসন ঢাকা এর মাধ্যমে ৭ ধারা নোটিশ জারিপূর্বক চূড়ান্ত প্রাক্কলনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ২২/০৬/২০২১ ও ৩১.০৩.২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;
- ২.০০ একর জমি (চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ): গত ১২/০৪/২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশপূর্বক চূড়ান্ত প্রাক্কলন পস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণের নিমিত্ত রংপুর বিভাগীয় শহরে ২টি (২.০০ একর* ২ = ৪.০০ একর), ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরে ১টি (২.০০ একর), রাজশাহী বিভাগীয় শহরে ১টি (২.০০ একর), এবং শ্রীমঙ্গল উপজেলাধীন বর্মাছড়া টি-গার্ডেন এলাকায় ১টি (২.০০ একর) সহ মোট ৫টি (২.০০ একর* ৫ = ১০.০০ একর) জমি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অধিগ্রহণ/বন্দোবস্ত সম্পন্ন হয়েছে।
- জয়পুরহাট জেলায় অধিগ্রহণকৃত ৩.২৪ একর জমিতে ১টি ও শ্রীমঙ্গল উপজেলাধীন বর্মাছড়া টি-গার্ডেন এলাকায় বন্দোবস্তকৃত ২.০০ একর জমিতে ১টিসহ মোট ২টি জমিতে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে টেন্ডার ও অন্যান্য সকল প্রক্রিয়া শেষে একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শুরু হয়েছে।

ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিজ (NAAND) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলি নিম্নরূপ :

অস্থায়ী অটিজম একাডেমি উদ্বোধন :

রাজউক পূর্বাচলে মূল একাডেমির নির্মাণ কাজ মামলাজনিত কারণে বিলম্বিত হওয়ায় আরডিপিপি (২য় সংশোধনী) মোতাবেক অটিজম ও এনডিডি শিশুদের সীমিত পরিসরে সরাসরি সেবা প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র৬/এ, সেগুন বাগিচায় ৭৫০০ বর্গফুট আয়তনের বাড়িটি ভাড়া করা হয়। ০৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম. পি. ও মাননীয় শিক্ষা উপ-মন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম. পি. আনুষ্ঠানিকভাবে NAAND (অস্থায়ী ক্যাম্পাস) এর শুভ উদ্বোধন করেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির জন্য অস্থায়ী একাডেমিতে অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না তবে একাডেমিতে কর্মরত মনোবিজ্ঞানীগণ অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

ন্যাশনাল একাডেমি ফর ও অটিজম এন্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজএবিলিটিজ এর অস্থায়ী ক্যাম্পাস উদ্বোধন

মামলা নিষ্পত্তি :

NAAND (মূল একাডেমি) এর জন্য বরাদ্দকৃত রাজউক পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ৮ নং সেক্টরের ৩.৩৩ একর জমিতে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্টে চলমান মামলার নিষ্পত্তি হয়। উল্লেখ্য যে, একাডেমির জন্য বরাদ্দকৃত জমির রেজিস্ট্রেশন, নামজারি, খাজনা প্রদানের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত ভূমি সমতল করা হয়েছে।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সম্পন্ন :

মামলা নিষ্পত্তির পর NAAND (মূল একাডেমি) এর ডিজাইন ও ড্রয়িং প্রণয়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং QCBS পদ্ধতিতে Vernacular Consultants Ltd. কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

নীতি নির্ধারণী ডকুমেন্ট প্রণয়ন :

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)-এর আওতায় নিম্নবর্ণিত নীতি নির্ধারণী ডকুমেন্ট প্রণীত হয়েছে:

- সমন্বিত উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে উপবৃত্তি বিতরণের একটি Hermonised Stipend Manual প্রণীত হয়েছে।
- পরীক্ষা পদ্ধতি মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় শিক্ষা মূল্যায়ন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে National Evaluation and Assessment centre (NEAC) Act–র খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

সভা/ কর্মশালা/ প্রতিবেদন :

- মাউশি অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির আলোকে জানুয়ারি-জুন ২০২০ এর সেমি-অ্যানুয়াল মনিটরিং রিপোর্ট এবং জুলাই ২০২০-জুন ২০২১ এর অ্যানুয়াল মনিটরিং রিপোর্ট প্রকাশ কার্যক্রম চলমান;
- মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাগণ (আঞ্চলিক পরিচালক, ডিইও, এডিইউ, ইউএসইউ/টিএসইউ, ইউএএস, এইউএসইউ/এটিইউ, এআই, আরও) বার্ষিক পরিদর্শন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যথাযথভাবে পরিদর্শন করছেন কি না তা নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে;
- জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত National Assessment NASS-19 Ges LASI-17 এর ফলাফল বিস্তরণের লক্ষ্যে ২৪ জুন ২০২১ তারিখে একটি ভার্চুয়াল কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে National Assessment of Secondary Students (NASS) ২০১৯ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা ব্যবস্থার (৬ষ্ঠ, ৮ম এবং ১০ম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত বিষয়) দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত, বিষয়ভিত্তিক শিখণ যোগ্যতা এবং শিক্ষার্থীদের আঞ্চলিক ও এলাকাগত বৈষম্য পরিমাপ করা হয়েছে;
- সারাদেশে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পরিকল্পিত ডায়াগনোস্টিক অ্যাসেসমেন্ট এর রূপরেখা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে ০২ আগস্ট ২০২১ তারিখে দিনব্যাপী একটি ভার্চুয়াল কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে;
- জেনারেশন ব্রেক-থ্রু প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট সরকারি ও সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণের লক্ষ্যে ০৫টি জেলা ও ০৭টি

উপজেলা কোঅর্ডিনেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পভুক্ত ২৫০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় প্রকল্প কার্যক্রম ও অগ্রগতি এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি করে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;

- প্রতি বছর ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্লু-লাইট প্রজ্জ্বলনের জন্য এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে অটিজম বিষয়ক অনুষ্ঠান ও র‍্যালি আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এর ফলশ্রুতিতে সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্লু-লাইট প্রজ্জ্বলন করে থাকে। NAAND প্রকল্প ২০২১ সালে ১৪তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরসহ NAAND (অস্থায়ী ক্যাম্পাস) এ নীল বাতি প্রজ্জ্বলন ও অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করে।
- অনলাইন ক্লাস, সংসদ টিভি এবং অ্যাসাইনমেন্ট বিষয়ক অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৬৫৭২টি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এন.টি.আর.সি.)

মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ। মানবসম্পদ তৈরির অন্যতম কারিগর মেধাবী ও দক্ষ শিক্ষক। মেধাবী, দক্ষ, সৃজনশীল ও যোগ্য শিক্ষক ব্যতীত মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য দেশের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগদানের লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫ এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি নির্বাহী বোর্ডের উপর ন্যস্ত। আইনের ৪নং ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করতে পারবে নির্বাহী বোর্ডও সে সকল ক্ষমতা এ কার্য সম্পাদন করতে পারবে।

জনবল :

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৯/০১/২০০৭ তারিখের শিম/শাঃ/১০/১৪(বেশিনিক জনবল) ০৯/২০০৫/৭৯ নং পত্র মূলে এনটিআরসিএ'র জন্য (সংযুক্তি-৩) অস্থায়ীভাবে ৮৩টি পদ সৃজনের সম্মতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৮ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭১.১৪.০০৯.০৫(অংশ)-৫৩ সংখ্যক স্মারকমূলে এনটিআরসিএ'র ৮৩টি পদের মধ্যে ৬৫টি পদ মঞ্জুর করা হয়। বর্তমানে এনটিআরসিএ'র জনবল কাঠামো নিম্নরূপ:

ক্র: নং	অনুমোদিত পদ	স্থায়ী পদ	সংরক্ষণযোগ্য অস্থায়ী পদ	শূন্য পদ	মন্তব্য
১.	৬৯ (৬৫টি পদ এনটিআরসিএ -এর নিজস্ব +০৪টি পদ প্রেষণে নিয়োজিত)	৬৫	২৩	০৬	০৬টি শূন্য পদের মধ্যে কর্মকর্তার ০৩টি পদ এবং ০৩টি পদ কর্মচারীর। ০৩ জন কর্মকর্তার মধ্যে ০১টি পদ যুগ্মসচিব পর্যায়ের এবং সদস্য পদে যা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়। উক্ত পদ পূরণের জন্য ০৭.০৩.২০২১ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সিস্টেম এনালিস্ট এর পদটি কর্মকর্তা চাকুরি হতে ইস্তফা দেয়ায় পদটি ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে শূন্য রয়েছে। উক্ত পদ পূরণের জন্য ২৮.০৭.২০২১ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সহকারী প্রোগ্রামারের পদটি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মচারীদের ০৩টি পদের মধ্যে একটি পদ অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং ০১টি পদ অফিস সহায়ক এর পদটিতে নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদানের নিমিত্ত ১১.০৮.২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ০১টি অফিস সহায়ক পদের বিষয়ে মামলা চলছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ প্রতিষ্ঠান ৩টি অনুবিভাগের মাধ্যমে তার অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করে চলেছে। প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগ এবং পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগ শিরোনামে তিনটি অনুবিভাগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে থাকে। প্রতিটি অনুবিভাগ একজন সদস্য, একজন পরিচালক/সচিব, দুই বা ততোধিক উপপরিচালক এবং একাধিক সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত চেয়ারম্যান, সদস্য এবং পরিচালকের পদগুলো প্রেষণে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার সদস্য এবং উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকের অধিকাংশ পদে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সহকারী পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা) পদটিতে প্রেষণে হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা কাজ করে থাকেন। ৪ জন সহকারী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী জনবলের অন্তর্ভুক্ত। স্থায়ী জনবলের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, ছুটি, স্থায়ীকরণ, শৃঙ্খলা ও আচরণ, অবসর গ্রহণ, চাকুরি অবসান ও অব্যাহতি ইত্যাদি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০০৯ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম

নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন :

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর ১০ ধারা অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে এনটিআরসিএ যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন করে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত শিক্ষকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, নিবন্ধিত ও প্রত্যয়নকৃত না হলে কোন ব্যক্তি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য বিবেচিত হবে না। ২০০৫ সালের আইনের ক্ষমতাবলে নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়নের জন্য ২০০৬ সালে বেসরকারি শিক্ষক পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন বিধিমালা ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়। ২০১২ সালে উক্ত বিধিমালা সংশোধন করা হয় এবং বিধিমালার নাম সংশোধন করে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন, পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা নামকরণ করা হয়। ২০১৫ সালে এ বিধিমালা পুনরায় সংশোধন করা হয়। উল্লিখিত বিধিমালাসমূহের মাধ্যমে ২০০৫ সাল হতে ০১টি বিশেষ নিবন্ধন পরীক্ষাসহ এ যাবত পর্যন্ত ১৬টি নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ২০০৬ সালের পরীক্ষা বিধি অনুযায়ী একই দিনে প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পরীক্ষায় পাস নম্বর ছিল ৪০। পরবর্তীতে পরীক্ষা বিধিমালা সংশোধনের প্রেক্ষিতে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত ১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দুইটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম পর্যায়ে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ২য় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিধিমালার ২০১২ সালের সংশোধনের পর নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদেরকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য প্রত্যয়ন প্রদান করা হতো। ২০১৫ সালের সংশোধন অনুযায়ী নিবন্ধন সনদের মেয়াদ ০৩ বছর করা হয়। পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত ১৬৬টি রিট মামলার ১৪.১২.২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে প্রত্যয়নপত্রের সময়সীমা বাতিল করা হয়। নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে গভার্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি নিয়োগ প্রদান করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫(অংশ)-১০৮১ সংখ্যক পরিপত্রের মাধ্যমে এনটিআরসিএ-কে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ সুপারিশের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শুধুমাত্র এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য জারিকৃত উক্ত পরিপত্রে প্রতি বছর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদের চাহিদা এনটিআরসিএ-তে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামোতে সরকার নির্ধারিত কোটার প্রাপ্যতা উল্লেখপূর্বক এনটিআরসিএতে অধিযাপনপত্র প্রেরণ করবেন। উক্ত অধিযাপনের ভিত্তিতে এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে। প্রার্থীগণ অনলাইনে আবেদন করবেন। এনটিআরসিএ অনলাইনে আবেদন প্রাপ্তির পর চাহিদা ও মেধাক্রম অনুযায়ী প্রার্থীদের অবহিত রেখে

নিয়োগযোগ্য প্রতিটি পদের বিপরীতে ১ জন করে প্রার্থীর নাম অধিযাচনকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করবে। তারপর ২০১৭ সাল হতে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ৩টি পর্যায়ে (প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক) অনুষ্ঠিত হয়।

নিয়োগ সুপারিশ :

টেলিটকের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ, প্রার্থীদের এসএমএস প্রেরণ, শূন্য পদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, নিয়োগ সুপারিশের ফলাফল প্রকাশ, নিয়োগ সুপারিশ প্রদান। ২০১৬ সালে এনটিআরসিএ'র অনলাইনের কার্যক্রমসমূহ সম্পাদনের জন্য ২০১৬ সালে টেলিটকের সাথে এনটিআরসিএ'র চুক্তি সম্পাদন করা হয়। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী টেলিটক এনটিআরসিএ'র পক্ষে নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ সম্পাদনের জন্য কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে :

১. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন পরীক্ষার প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন গ্রহণ, প্রবেশপত্র সরবরাহ/আপলোড ও প্রার্থীদের অবহিতকরণ, পরীক্ষার ফলাফল প্রার্থীদের এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিতকরণ

২. নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সমন্বিত মেধা তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও সময়ে সময়ে হালনাগাদকরণ

৩. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ই-নিবন্ধন

৪. নিবন্ধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদের চাহিদা অনলাইনে সংগ্রহ

৫. বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদের চাহিদার প্রেক্ষিতে নিয়োগের সুপারিশের জন্য অনলাইনে আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট থেকে ই-অ্যাপলিকেশন আহ্বান

৬. প্রার্থীদের পছন্দক্রম ও মেধা তালিকা বিবেচনা করে শূন্য পদের বিপরীতে অনলাইনে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান এবং প্রার্থী ও প্রতিষ্ঠান প্রধানকে এসএমএস যোগে অবহিতকরণ

বাজেট:

এনটিআরসিএ একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হওয়ায় অর্থ মন্ত্রণালয় হতে কোনো বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয় না। এনটিআরসিএ নিজস্ব আয়ে এ কর্তৃপক্ষের নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদানসহ যাবতীয় কার্যক্রমে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। প্রতি বছরের শুরুতে বাজেট প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তির পর ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

এনটিআরসিএ'র আয়ের:

নিবন্ধন পরীক্ষায় আবেদনকারী প্রার্থীদের আবেদন ফি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশের লক্ষ্যে নিবন্ধিত প্রার্থীদের আবেদন ফি ও ডুপ্লিকেট সনদ ইস্যু ফি ইত্যাদি ফিসমূহ এনটিআরসিএ'র তহবিলে জমা হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম:

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাস হালনাগাদকরণ

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য হচ্ছে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস প্রণয়ন ও যুগোপযোগীকরণ। এরই ধারাবাহিকতায় এ প্রতিষ্ঠানে ০৪ অক্টোবর ও ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখ দুটি কর্মশালা সিলেবাস কমিটি, তথ্যজ্ঞ এবং কর্মকর্তা সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালিত দুটি কর্মশালার মাধ্যমে ১০টি নতুন বিষয়ের (স্কুল পর্যায়: পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং কলেজ পর্যায়: শিশুর বিকাশ, খাদ্য ও পুষ্টি, গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন, শিল্পকলা ও বস্ত্রপরিচ্ছদ ও কম্পিউটার বিজ্ঞান) সিলেবাস প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের সমন্বয়ে এ কাজটি সম্পন্ন করা হয়।

সিলেবাস প্রণয়ন ও সংশোধন কমিটির সম্মানিত সদস্যদের সঙ্গে বিজ্ঞ তথ্যবৃন্দ

এনটিআরসিএ'র জনবল নিয়োগ :

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর রাজস্ব খাতে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৩য় শ্রেণির অফিস সুপারিনটেনডেন্ট পদে ০১টি, হিসাবরক্ষক পদে ০১টি এবং স্টোর কিপার পদে ০১টিসহ মোট ০৩(তিন)টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ২৮ অক্টোবর ২০২০তারিখে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে অফিস সুপারিনটেনডেন্ট-এর ০১টি পদের বিপরীতে ৭৭৩টি, হিসাবরক্ষক-এর ০১টি পদের বিপরীতে ১৪৫টি এবং স্টোর কিপার-এর ০১পদের বিপরীতে ৩৩৬টিসহ সর্বমোট ১২৫৪টি আবেদনত্র জমা পড়ে। প্রাপ্ত আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে বিগত ২৯ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ BIAM মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ৬৩, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০এ ৩য় শ্রেণির ০৩টি শূন্য পদে মোট ১২৫৪জন প্রার্থীর মধ্যে উপস্থিত ৬২৩জন প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উক্তলিখিত পরীক্ষায় ৩য় শ্রেণির অফিস সুপারিনটেনডেন্ট পদে ৩৮৪জন, হিসাবরক্ষক পদে ৮২জন এবং স্টোর কিপার পদে ২৫৭ জনসহ মোট ৬২৩ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্য হতে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের এনটিআরসিএ'র নিজস্ব জনবল হিসেবে গত জুন ২০২১ মাসে কর্মচারীকে (০১ জন স্টোর কিপার, ০১ জন অফিস সুপার ও ০১ জন হিসাব রক্ষক) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম :

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের (স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান) প্রবেশ পর্যায়ে (entry level) নিয়োগ সুপারিশ:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের (স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান) প্রবেশ পর্যায়ে (entry level) নিয়োগ সুপারিশের লক্ষ্যে গত ৩০ মার্চ ২০২১ তারিখে ৩য় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে ১৫ জুলাই ২০২১ ও ১৬ জুলাই ২০২১ তারিখে ৩৪,৬০৭ জন এমপিও এবং ৩,০৭৬ জন নন-এমপিও পদে মোট ৩৮,২৮৩ জন নিবন্ধনধারী শিক্ষককে তাদের পছন্দক্রম ও মেধার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয় এবং নির্বাচিত শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানদের বরাবর এসএমএস প্রেরণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত শিক্ষকদের পুলিশ ভেরিফিকেশন/সিকিউরিটি ভেরিফিকেশনের পর নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করা হবে।

এনটিআরসিএ কার্যালয়ে রাজস্ব খাতে ৩য় শ্রেণির তিনটি ক্যাটাগরিতে ০৩টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ:

এনটিআরসিএ'র নিজস্ব জনবল হিসেবে গত জুন ২০২১ মাসে ০৩ জন স্থায়ী কর্মচারীকে (০১ জন স্টোর কিপার, ০১ জন অফিস সুপার ও ০১ জন হিসাব রক্ষক) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

নিবন্ধন সনদ যাচাই প্রতিবেদন এবং দ্বি-নকল/ সংশোধনী সনদ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ:

সেবা প্রত্যাশীদের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ-এর নিকট বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রেরিত শিক্ষকদের নিবন্ধন সনদ যাচাই প্রতিবেদন এবং সনদের দ্বি-নকল/সংশোধনী সনদ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে।

"বঙ্গবন্ধু কর্নার" স্থাপন এবং পুস্তক বিতরণ:

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের অংশ হিসেবে এনটিআরসিএ কার্যালয়ে "বঙ্গবন্ধু কর্নার" স্থাপন করা হয়েছে। এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে জাতির পিতার ভাবাদর্শ তুলে ধরার জন্য তাঁর লিখিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং 'কারাগারের রোজনামচা' পুস্তক দু'টি বিতরণ করা হয়েছে।

এনটিআরসিএ কার্যালয়ে "বঙ্গবন্ধু কর্নার" স্থাপন জাতির পিতার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পুস্তক বিতরণ

লিফলেট, কোটপিন বিতরণ এবং পোষ্টার প্রদর্শন :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কোটপিন বিতরণ করা হয়েছে। এনটিআরসিএ'তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর নির্মিত পোস্টার প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য মেধাবী শিক্ষকদের নিয়োগের বিষয়ে এনটিআরসিএ'র কার্যক্রম সম্পর্কে লিফলেট প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে এক্স ব্যানার

মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত কোটপিন

এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত প্রবেশ পর্যায়ের শিক্ষকদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এসএমএস-এর পাশাপাশি ইউনিক ই-মেইল আইডির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন :

এনটিআরসিএ ২০১৬ সাল হতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে চাহিদার ভিত্তিতে সম্মিলিত মেধা তালিকা অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ পর্যায়ে শিক্ষকদের নিয়োগের সুপারিশ করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠান এ অব্দি ৪৬০০৮জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করেছে। মুজিববর্ষ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে নিয়োগের জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সাথে নিবিড় ও দ্রুত যোগাযোগ স্থাপনের অংশ হিসেবে এসএমএস-এর পাশাপাশি ইউনিক ই-মেইল আইডির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ইউনিক ই-মেইল আইডি প্রদানের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ব্যানবেইস এর সহযোগিতায় এস্টাবলিশমেন্ট অব ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (IEIMS) প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভার বরাদ্দের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে পত্র মারফত অনুরোধ জানানো হয়েছে। কার্যক্রমটি ২০২১ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এনটিআরসিএ'র গৃহীত কার্যক্রম :

জাতীয় কর্মসূচির আলোকে গৃহীত কর্মসূচি :

০১. খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার নিকট মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাঁথা শ্রবণ ও মুক্ত আলোচনা।

০২. ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্ণার স্থাপন।

অন্যান্য নিজস্ব কর্মসূচি :

০১. স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শন।
০২. একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা/চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কৃতকরণ।
০৩. রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন।
০৪. একটি প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন।
০৫. অনগ্রসর এলাকার দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।
০৬. প্রতিবন্ধীদের জন্য হুইল চেয়ার প্রদান।
০৭. অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য সাদা ছড়ি প্রদান।
০৮. জাতির পিতার কর্মময় জীবন ও ৭ই মার্চ এর ভাষণের তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনা আয়োজন।
০৯. আলোক সজ্জার ব্যবস্থা গ্রহণ।
১০. নারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধাশ্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

নারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধাশ্রম গুল্ড কেয়ার হোম এ আর্থিক সহায়তা প্রদান

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা

এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে ০৮(আট) দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং ০২(দুই) দিনব্যাপী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও ই-নথি কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ০২(দুই) দিনব্যাপী ই-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ সালে গৃহীত কিন্তু চলমান কর্মকান্ডের বিবরণ :

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ

সারা দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এন্ট্রি লেভেলে শূন্য পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে চাহিদা (e-Requisition) চাওয়া হলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ৫৪,৩০৪ (চুয়ান্ন হাজার তিনশত চার) টি শূন্য পদের চাহিদা পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৪৮,১৯৯ টি এমপিও পদ এবং ৬১০৫টি নন-এমপিও পদ। প্রাপ্ত চাহিদার ভিত্তিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান) সমূহের প্রবেশ পর্যায়ে (entry level) নিয়োগ সুপারিশের লক্ষ্যে ৩০ মার্চ ২০২১ তারিখে ৩য় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। শিক্ষকতা করতে ইচ্ছুক নিবন্ধন সনদধারীদের নিকট হতে ০৪ এপ্রিল, ২০২১ তারিখ হতে ৩০ এপ্রিল, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন চাওয়া হলে মোট ৮৯,৭৮৯১৭ (উননব্বই লক্ষ আটাত্তর হাজার নয়শত সতের) টি আবেদন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই সম্পূর্ণ করে নিয়োগ সুপারিশের লক্ষ্যে প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়। কিন্তু মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ থেকে কন্টেম্পট পিটিশন নং-২০/২০১৯, ২৪/২০১৯, ৩৯/২০১৯, ৬২৪/২০১৮, ৬৫২/২০১৮, ৬৫৩/২০১৮, ৬৫৪/২০১৮, ২৫/২০১৯, ৮৯/২০১৯, ১৪০/২০১৯, ১৯৬/২০১৯, ১৩০/২০১৯, ১৫৪/২০১৯, ১৪২/২০১৯, ৭৯/২০১৯, ১৮৫/২০১৯, ৪/২০১৯, ৭৯৩/২০১৯, ৬৭০/২০১৯, ৬৬৪/২০১৯ এবং ২৫২/২০১৯ এর মাধ্যমে নিয়োগ সুপারিশের লক্ষ্যে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের উপর স্থগিতাদেশ থাকায় এবং পরবর্তীতে সরকারের বিপক্ষে আদেশ হওয়ার কারণে এনটিআরসিএ কর্তৃক সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল দায়ের করা হয়। সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিলসমূহের বিষয়ে গত ২৮.০৬.২০২১ তারিখে রায় প্রদান করা হয়। উক্ত রায়ের প্রেক্ষিতে ৩য় গণবিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ২২০৭টি সংরক্ষিত পদে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা চেয়ে ২৯ জুন ২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। ৩১ জুন ২০২১ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ হতে সংরক্ষিত ২২০৭টি পদসহ আদালতের রায় অনুযায়ী নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। সে আলোকে ৫ জুলাই ২০২১ তারিখে ৩য় গণবিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২২০৭টি সংরক্ষিত পদসহ সকল শূন্য পদে টেলিটকের অটোমেশন সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রার্থীদের চাহিদা ও মেধা অনুযায়ী ৩৮,২৮৩ জনকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে প্রার্থী এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে জানানো হয়। বর্তমানে পুলিশ/নিরাপত্তা ভেরিফিকেশনের কাজ চলছে।

ষোড়শ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ এর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ :

ষোড়শ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার লিখিত অংশের ফলাফল ১১ নভেম্বর, ২০২০ তারিখ প্রকাশ করা হয়। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর অধীনে ১৫ ও ১৬ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে ষোড়শ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ এর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সর্বমোট ২২,৩৯৮ জন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সার্বিক পাশের গড় হার ১৪.৪৮%। ষোড়শ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯ এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের মৌখিক পরীক্ষা ০২ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ হতে বৈশ্বিক করোনা বিবেচনা করে স্বাস্থ্য বিধি মেনে শুরু করা হয়। পরবর্তীতে গত ০৩.০৪.২০২১ তারিখ হতে পুনরায় লকডাউন শুরু হওয়ায় অবশিষ্ট প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা ২৪.০৮.২০২১ হতে ০১.০৯.২০২১ তারিখ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশরত অবস্থায় মৌখিক পরীক্ষার প্রার্থীরা

মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগত প্রার্থীদের করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় অংশ হিসেবে
জীবানুনাশকের মাধ্যমে জীবানুমুক্ত করে প্রবেশ

ব্যানবেইস কর্তৃক পরিচালিত ১২৫টি উপজেলায় স্থাপিত উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রির্সোস সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) এবং ব্যানবেইসে অবস্থিত ৫ (পাঁচ)টি ল্যাবের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের মোট ২১,৪৯৩ জন শিক্ষকদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। গত জানুয়ারি ২০২১ মাসে টির্চাস ট্রেনিং কলেজ, এটুআই, এনসিটিবি, মাউশি ও অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পূর্বে থেকে চলমান বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মডিউল সংশোধন/পরিমার্জন করে গুগলমিট, জুম প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে পাঠদান কৌশল এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যানবেইস কর্তৃক নিম্নোক্ত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে।

ইউআইটিআরসিই এর প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মো: মাহবুব হোসেন, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ইউআইটিআরসিই, রায়পুর, নরসিংদী এ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রশিক্ষণ সামগ্রী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেন জনাব হাবিবুর রহমান, মহাপরিচালক, ব্যানবেইস।

ইউআইটিআরসিই, রায়পুরা, নরসিংদী এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং করছেন জনাব হাবিবুর রহমান মহাপরিচালক, ব্যানবেইস

এছাড়াও ব্যানবেইস, ইউআইটিআরসিই এ কর্মরত সহকারী প্রোগ্রামারদের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির APAMS Software ব্যবহার , নাগরিক সেবা , বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), অফিস ব্যবস্থাপনা ও Softwer Development , ব্যানবেইস এর ১০-১৬ গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা ও আচরণ বিধি এবং ই-নথি, ব্যানবেইস এর ২০ গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি, ইউআইটিআরসিই এ কর্মরত কম্পিউটার অপারেটর ও ল্যাব অ্যাসিসটেন্টদের জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা ও আচরণ বিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা হয়।

গবেষণা:

উচ্চতর গবেষণা: শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৯ সাল থেকে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় গবেষণা পরিচালনার জন্য গবেষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির প্রাথমিক বাছাই কমিটির কার্যক্রম ব্যানবেইস এ সম্পন্ন হয়ে থাকে। ব্যানবেইস এতে সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। Grants for Advanced Research in Education (GARE) নামক e-management software এর মাধ্যমে গুহযরহব -এ গবেষণা প্রকল্পের PCN (Project Concept Note) সংগ্রহ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অনলাইন এ ৪২০টি গবেষণা প্রস্তাব পাওয়া যায়। উক্ত গবেষণা প্রস্তাবের মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নতুন ৯৮টি ও পূর্ববর্তী অর্থ বছর হতে চলমান ২২৮টিসহ মোট ৩২৪টি গবেষণা প্রকল্পের বিপরীতে অর্থায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ২১.৮৬ কোটি টাকা। ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে ২০২০- ২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪৮৪টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০২০- ২০২১ অর্থ বছরে ২০১৬- ২০১৭ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত ৩৭টি গবেষণা কার্যক্রমের তথ্য ও ফলাফল সংগ্রহ করে Report on Advanced Research, Volume : 8 প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সমাপ্ত গবেষণা কার্যক্রমের তথ্য ও ফলাফল সংগ্রহ করে পরবর্তী প্রকাশনার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের জন্য গবেষকগণের নিকট থেকে PCR এর মাধ্যমে গবেষণার ফলাফল সংগ্রহ করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ব্যানবেইস কর্তৃক পরিচালিত নিম্নোক্ত ৫(পাঁচ)টি শিরোনামে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে :

1. Explore Challenges associated with the Metadata for Global Citizenship Education and ways to address those challenges.
2. Exploring Teaching Learning Challenges at Secondary level education in Bangladesh during COVID-19
3. Effectiveness of Teacher's ICT Training of BANBEIS in conducting online classes at Secondary Level of Education in Bangladesh.
4. Study on Strengthening use of BANBEIS Database by the Stakeholders.
5. Exploring Needs of Technical and Vocational Education and Training for employability of youth in adversity in the selected districts of Bangladesh.

প্রকাশনা: ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যানবেইস কর্তৃক নিম্নোক্ত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশিত হয়েছে :

1. Bangladesh Education Statistics-2020
2. Pocket Book on Bangladesh Education Statistics 2020
3. টেলিফোন নির্দেশিকা ২০২০
4. Report on Advanced Research, Volume : 4
৫. Digitalization in Education

উন্নয়ন প্রকল্প:

"Establishment of 160 Upazila ICT Training and Resource Centre for Education (UITRCE) Phase-II"(BGD-23) প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ:

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Establishment of 160 Upazila ICT Training and Resource Centre for Education (UITRCE) Phase-II" শীর্ষক প্রকল্পটি ০৯.০১.২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৪.৫৪২৫৬ কোটি টাকা যার মধ্যে জিওবি ২৫.২৪৫৪০ (২৯.৮৬%) কোটি টাকা এবং এক্সিম ব্যাংকের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া উউঈখ এর ঋণ সহায়তায় প্রকল্প সাহায্য ৫৯.২৯৭১৬ (৭০.১৪%) কোটি টাকা (৭৬.০২২ মিলিয়ন ইউএস ডলার)। প্রকল্পটি ০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ২১ এপ্রিল ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দক্ষিণ কোরিয়া ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ফান্ড (EDCF) এর সহজ শর্তযুক্ত ঋণ (০.০১% সুদে ১৫ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ ৪০ বছরে পরিশোধযোগ্য) ও বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) অনুদানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের কাজে সহায়তা এবং কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য কোরিয়ান কনসালটিং ফার্ম DB Inc এর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে নির্মিতব্য "ভবনের নক্সা" মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন জ্ঞাপন করেছেন। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ১৬০টি উপজেলায় বরাদ্দকৃত জমি ও স্থান নির্বাচন চূড়ান্ত করার পর সরকারি প্রতিষ্ঠান হাউজ বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট (HBRI) কর্তৃক স্থানিক জরিপ ও মাটি পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১৬০টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের নিমিত্ত চারতলা ফাউন্ডেশনসহ দোতলা ভবন নির্মাণ, আইসিটি ল্যাব ও সাইবার সেন্টার স্থাপন, দেশে-বিদেশে শিক্ষক/কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোরিয়ান মেইন প্রকিউরমেন্ট কোম্পানি নিয়োগের জন্য দরপত্রের সমন্বিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন কোরিয়া এক্সিম ব্যাংক এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের পর ১৯/৫/২০২১ তারিখ Notification of Award প্রদান করা হয়েছে।

এস্টাবলিশমেন্ট অব "ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (IEIMS) প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ: সিআরভিএস এর আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১.৬০ কোটি ছাত্র-ছাত্রীর প্রোফাইল তথ্যছক প্রণয়নের লক্ষ্যে মুদ্রণ করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এপ্রিল ২০২১ মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থী কর্তৃক তথ্য ছকের হার্ডকপি পূরণের কাজ চলছে।

Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) ব্যবস্থার আলোকে সংরক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের তথ্য ধারাবাহিকভাবে হস্তান্তর ও আদান প্রদান এর লক্ষ্যে ব্যানবেইস ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

- শিক্ষার্থীদের টওউ প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী তথ্যছক পূরণ, Data Entry ও Upload বিষয়ে ব্যানবেইসসহ মাঠপর্যায়ের ৬০০ জন কর্মকর্তার মাস্টার ট্রেইনারস প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
- শিক্ষার্থীর জন্ম সনদ যাচাই এবং UID প্রাপ্তির জন্য, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন(ওআরজি) কর্তৃপক্ষের এর সাথে ৩০/০৯/২০২০ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- ৫ম শ্রেণি সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তরের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে ১০/১২/২০২০ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- শিক্ষাবোর্ড সংক্রান্ত ০৯টি সফটওয়ার মডিউল ডেভেলপের জন্য Dynamic Solution Innovators Ltd. (DSI) এর সঙ্গে ১৫/০২/২০২১ তারিখে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন ১৩টি সংস্থার সফট্ওয়ার মডিউল ডেভেলপের জন্য Ethics Advance Technology Ltd. (EATL) এর সঙ্গে ২৮/০২/২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- Software Vendor- BDU কর্তৃক Software Development সম্পন্ন হয়েছে, মাঠপর্যায়ে Testing এর কাজ চলছে। এনআইডি এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের (ওআরজি) সাথে Link স্থাপিত হয়েছে।
- সমন্বিত শিক্ষা তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রণয়নে Requirement Analysis করার জন্য সকল অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বোর্ড পরিদর্শনপূর্বক বুয়েট Software and Hardware বিষয়ে Inception Report ১৮/১০/২০২০ তারিখে প্রকল্প দপ্তরে দাখিল করেছে এবং অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে Inception Report চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া অংশীজনদের অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে Software and Database Deployment Plan চূড়ান্ত করা হয়েছে। কারিগরি পরামর্শক দল Hardware Requirement Analysis সহ প্রায় ১০টি রিপোর্ট প্রকল্প কার্যালয়ে দাখিল করেছে।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন সংস্থাসমূহ এবং শিক্ষাবোর্ডসমূহের হার্ডওয়্যার ক্রয়ের জন্য হার্ডওয়্যার Requirement Analysis এর কাজ সম্পন্ন করে এ সংক্রান্ত Technical Specification এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ডাটাবেজ এর তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাঠপর্যায়ে UID প্রদান কার্যক্রম ব্যতীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।
- ০১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে মহাপরিচালক, ব্যানবেইস মহোদয়ের সভাপতিত্বে Project Implementation Committee (PIC) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- শিক্ষার্থীদের টওউ প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী তথ্যছক পূরণ, Data Entry ও Upload বিষয়ে মাঠপর্যায়ের ৪০৮২৯ জন শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

মুজিববর্ষে গৃহীত ও সম্পাদিত কার্যক্রম সমূহ:

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন:

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত উদযাপন এবং শিক্ষক ও নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মহান স্বাধীনতার চেতনার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর আওতাধীন উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই)-এর ১২৩টি কেন্দ্রে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' স্থাপনের লক্ষ্যে আসবাবপত্র ও পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষেবঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ডিজিটাল শিক্ষা ভবন, চান্দিনা, কুমিল্লায় আসবাবপত্র ও পুস্তকে সুসজ্জিত বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার।

ব্যানবেইস প্রবেশ পথে জাতির পিতার ম্যুরাল স্থাপন:

বাঙালি জাতির মুক্তিদাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সংগ্রামী জীবনের ইতিহাসকে তুলে ধরার নিমিত্ত ব্যানবেইস ভবনের প্রবেশ পথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১৯৫২ হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সংগ্রামী জীবনের এর উপর দৃষ্টি নন্দন ম্যুরাল চিত্র স্থাপন করা হয়েছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১৯৫২ হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সংগ্রামী জীবনের উপর দৃষ্টি নন্দন ম্যুরাল চিত্র ।

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ডিজিটাল শিক্ষা ভবন"

ব্যানবেইসের প্রবেশ পথে জাতির পিতার প্রতিকৃতি: মুজিববর্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতির পিতার অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে ব্যানবেইসের প্রবেশ পথে জাতির পিতার প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর অমর স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে ব্যানবেইস ভবনের প্রবেশ পথে প্রতিকৃতি স্থাপন।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষের লগো সম্বলিত শুভেচ্ছা স্মারক প্রস্তুত করে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে।

ব্যানবেইসে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নারের জন্য গ্রন্থ সংগ্রহ :

নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে ব্যানবেইস গ্রন্থাগারে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' এর জন্য মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিষয়ক ৪৯৩টি গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

বার্ষিক শিক্ষা জরিপ:

১৯৮০ সালে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপের মাধ্যমে প্রথম জাতীয় শিক্ষা জরিপ শুরু করা হয়। ২০১৩ সাল হতে প্রতি বছর অনলাইন জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিকোত্তর (Post primary) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যানবেইস কর্তৃক নিম্নোক্ত শিক্ষা জরিপসমূহ পরিচালিত হয়েছে:

প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও Education Institution Annual Survey 2020 (online) সম্পন্ন করা এবং ডাটাবেজ হালনাগাদ করে জিআইএস ম্যাপিং হালনাগাদ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বার্ষিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪৫টি ইংরেজি মাধ্যমিক স্কুল (পোষ্ট প্রাইমারি) জরিপ ২০২০ সম্পন্ন ও বার্ষিক জরিপ প্রতিবেদনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় কোভিড-১৯ সৃষ্ট ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় এবং এসডিজি-৪ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায়

কৌশল নির্ধারণে নমুনা জরিপ ২০২১ সম্পন্ন করা হয়েছে।

Primary School Census 2020 এর জরিপোত্তোর মূল্যায়ন জরিপ PEC সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে জমা প্রেরণ করা হয়েছে।

Digital World 2020 উদযাপন উপলক্ষ্যে Digitization in Education পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন:

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাঝে শৈশব থেকে গণতন্ত্রের চর্চা, অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন, ঝড়ে পড়া রোধ (Drop out), শিক্ষাকমন্ডলীকে শিখন শিখানো কার্যক্রমে সহায়তা এবং ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে সারাদেশে পরীক্ষামূলকভাবে ১০৪৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯ সাল পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে ও গত ২৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ সকাল ৯.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে সারাদেশে ২২,৬৪১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসায় স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে ২০২১ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন করা সম্ভব হয় নেই।

স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন -২০২০ এর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এবং জনাব মো: মাহবুব হোসেন, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন শিক্ষার্থী

স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচনে ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষমান শিক্ষার্থীগণ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ): প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিবছর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করা হয়ে থাকে। প্রতিবছরের ন্যায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরেও বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জনাব মো: মাহবুব হোসেন, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষামন্ত্রণালয় ও জনাব হাবিবুর রহমান, মহাপরিচালক, ব্যানবেইস ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের EIIN নম্বর প্রদান:

শিক্ষা মন্ত্রণালয় আধুনিক উপায়ে সহজে ও দ্রুততার সাথে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করার জন্য একটি সাধারণ ঈড়ফব ব্যবহার করে থাকে। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবেদন করার এক দিনের মধ্যে Educational Institution Identification Number (EIIN) পেয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে Educational Institution Identification Number (EIIN) নম্বর প্রদান করা হয়েছে।

নীতিমালা সংশোধন:

শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৬ সংশোধ করা হয়েছে। সংশোধিত নীতিমালায় Eagneening and Technology এবং Development and Public Polic শিরোনামে দুইটি গবেষণা ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা প্রস্তাব রিভিউ রেটিং সংক্রান্ত ছক প্রণয়ন ও গবেষকদের সম্মানীর হার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

শূন্য পদে নিয়োগ:

ব্যানবেইস ও ইউআইটিআরসিইসমূহের ৪৭ (সাতচল্লিশ)টি শূন্যপদ পূরণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ছাড়পত্র গ্রহণের পর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। উল্লিখিত শূন্যপদের বিপরীতে ৫৬৩৩ টি আবেদন পাওয়া যায়। বর্তমানে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। পরিস্থিতির উন্নতি হলে দ্রুত নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগ:

ব্যানবেইসের আওতাধীন ইউআইটিআরসিইসমূহের মুক্তিযোদ্ধা কোটায় কম্পিউটার অপারেটর ১৫ (পনের) টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ৯ (নয়) জন প্রার্থীর রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিয়োগের সুপারিশ করে। তন্মধ্যে ৭ (সাত) জন যোগদান করে। অবশিষ্ট ৬ (ছয়) জন প্রার্থীর বিভিন্ন সার্টিফিকেট এর তথ্যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় প্রার্থীদের নিকট থেকে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। প্রাপ্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয় এখন পর্যন্ত উক্ত মতামত পাওয়া যায় নাই।

সফটওয়্যার প্রস্তুত:

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা, ২০২০ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এমপিও প্রদানের লক্ষ্যে এমপিও সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণ ও বাছাইকরণের লক্ষ্যে মোট ৫ (পাঁচ)টি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।

নন এমপিও-ভুক্ত শিক্ষকদের আর্থিক প্রণোদনা সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রস্তুত:

ননএমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য করোনাকালীন প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে মোট ৪৭০০০ শিক্ষক ও কর্মচারীর তথ্য IBas++ এ এন্ট্রি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ২০ এপ্রিল ২০১০ তারিখে অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দেশের সকল স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে স্বহস্তে একটি লিখিত নির্দেশনা প্রদান করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ পাস হয়। ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর ৩(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী মে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট নামে একটি 'ট্রাস্ট' স্থাপন করা হয়। এ আইনের ৭(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী ০৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদ এর চেয়ারম্যান ও ট্রাস্টি বোর্ড এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। উক্ত আইনের ৮(১) উপ-ধারা অনুযায়ী ২৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'ট্রাস্টি বোর্ড' গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ড এর সভাপতি।

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি (HSP) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে স্থানান্তর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত সকল উপবৃত্তি কার্যক্রম ০১ জুলাই ২০২০ তারিখ হতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে পরিচালনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি'র (HSP) কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে।

স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১,৮২,১০৩ (এক লক্ষ বিরাশি হাজার একশত তিন) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৯৭,০৯,৮৫,৫৮০ (সাতানব্বই কোটি নয় লক্ষ পচাশি হাজার পাঁচশত আশি) টাকা মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রান্তে সংযুক্ত ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩২,৭১,০৫৯ (বত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার উনষাট) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৮৭০,০৮,২৫,৫৫০ (আটশত সত্তর কোটি আট লক্ষ পচিশ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬,৫২,১০৭ (ছয় লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত সাত) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের মাঝে ৪৭৮,৩১,০৯,৭০০ (চারশত আটাত্তর কোটি একত্রিশ লক্ষ নয় হাজার সাতশত) টাকা মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

২২ জুন ২০২১ তারিখে মাননীয়শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের উপবৃত্তির অর্থ বিতরণের উদ্বোধনী আনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রান্তে সংযুক্ত ছিলেনশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব

২২ জুন ২০২১ তারিখে মাননীয়শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের উপবৃত্তির অর্থ বিতরণের উদ্বোধনী আনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত ছিলেন

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে ভর্তি সহায়তা প্রদান

উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি ২০২০-২১ অর্থবছরে ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণির ৫০৩ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা হিসেবে ৩৩,৮৮,০০০ (তেত্রিশ লক্ষ আটাশি হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসায় এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৩ জন শিক্ষার্থীকে এককালীন চিকিৎসা অনুদান হিসেবে ৫,৮০,০০০ (পাঁচ লক্ষ আশি হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।

উচ্চশিক্ষায় ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এম ফিল কোর্সে মাসিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা (দুই বছর মেয়াদে) এবং পিএইচডি কোর্সে মাসিক ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা (তিন বছর মেয়াদে) হারে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এম.ফিল. কোর্সে ১৪ (চৌদ্দ) জন গবেষককে ১২,৬০,০০০ (বার লক্ষ ষাট হাজার) টাকা এবং পিএইচডি কোর্সে ১৪ (চৌদ্দ) জন গবেষককে ২৪,৩০,০০০ (চব্বিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা ফেলোশিপ ও বৃত্তি বাবদ প্রদান করা হয়।

শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন

২০২০-২১ অর্থবছরে 'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' বিষয়ক ৪০টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা জেলা পর্যায়ে আয়োজন করা হয়। ট্রাস্টের অংশীজন হিসাবে বর্ণিত কর্মশালায় জেলা প্রশাসন, জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা প্রশাসন, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য উপবৃত্তি বিতরণ সংক্রান্ত নানা বিষয় আলোচনা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে প্রকৃতদরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচন ও তাদের মাঝে উপবৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রমসমূহ আরো সহজতর হয়।

'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' বিষয়ক জেলা পর্যায়ে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালা বিগত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মো: মাহবুব হোসেন

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন

সরকারি কর্মচারীদের জন্য বছরে নূন্যতম ৫০ ঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদানের নির্দেশনার আলোকে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেকে ১৩ কার্যদিবসে ৭৮জন ঘন্টা প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত নির্দেশিকার আলোকে অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য দেশের মধ্যে সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের মনোনীত ১৩ জন অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীকে এককালীন ৩ লক্ষ টাকার একাউন্ট পে-চেক, ১টি সার্টিফিকেট ও ১টি ক্রেস্ট প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন সংক্রান্ত সভার উপস্থিতি

বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নসহ সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দশটি বিশেষ উদ্যোগ (ব্র্যান্ডিং) এর একটি হচ্ছে শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম; এ সহায়তা কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট। শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার হ্রাস, নারী শিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বিভাগের শীর্ষস্থানীয় একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। সুশিক্ষার জন্য সুশিক্ষক (Quality Teachers for Quality Education) এ মন্ত্রকে সামনে রেখে শিক্ষকগণের মান উন্নয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। বিগত ২০২০-২০২১ মেয়াদে বিভাগওয়ারী অর্জিত সাফল্য এবং কার্যক্রমের চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো :

প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন

প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন বিভাগের অধিক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট নিম্নে উল্লিখিত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে :

১. প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা,

২. বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন,

৩. আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সহযোগিতা,

৪. ফ্যাকাল্টি উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা

২০২০-২০২১ মেয়াদে নায়েমে রাজস্ব ও রাজস্ব বহির্ভুত খাতে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়েছে। এসকল প্রশিক্ষণ কোর্সের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো :

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম ও সংখ্যা, মেয়াদ ও প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা

২০২০-২০২১ মেয়াদে নায়েম এ রাজস্ব বাজেটের আওতায় নিম্নে বর্ণিত কোর্সসমূহে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে :

ছক-১ : প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের নাম

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	ব্যাচনং	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষন কোর্স (ইএএম)				
1.	অনলাইন শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ((ইএএম) কোর্স (জেলা শিক্ষা অফিসারদের জন্য)	১	২৯.১১.২০-০৩.১২.২০	৩৪
2.	অনলাইন শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ((ইএএম) কোর্স (মাধ্যমি কপর্য়ায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য)	১	০২.১২.২০-২২.১২.২০	২৯
3.	অনলাইন শিক্ষা প্রশাসনও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ((ইএএম) কোর্স (কলেজ পর্য়ায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য)	১	০২.১২.২০-২২.১২.২০	২৯
4.	অনলাইন শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ((ইএএম) কোর্স (জেলা শিক্ষা অফিসারদের জন্য)	২	১০.০১.২১-১৪.০১.২১	৩৮
5.	অনলাইন শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ((ইএএম) কোর্স (মাধ্যমিক পর্য়ায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য)	২	১৩.০১.২১-০২.০২.২১	৩১
6.	অনলাইন শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ((ইএএম) কোর্স (কলেজ	২	১৩.০১.২১-০২.০২.২১	৩১

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	ব্যাচনং	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
	পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রধানদের জন্য)			
7.	শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ((ইএএম) কোর্স (কলেজপর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য)	১৪২	০২.০৩.২১-২২.০৩.২১	৩৩
8.	শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ((ইএএম) কোর্স (মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য)	১১৭	০৩.০২.২১-২৩.০২.২১	৩১
9.	অনলাইন শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ((ইএএম) কোর্স (মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য)	৩	০২-০৬-২১-২২.০৬.২১	৩৮
10.	শিক্ষাপ্রশাসনওব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ((ইএএম) কোর্স (মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য)	৪	২৮.০৭.২১-১৭.০৮.২১	৩৫
11.	শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ((ইএএম) কোর্স (কলেজ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য)	৩	২৮.০৭.২১-১৭.০৮.২১	৩১

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	ব্যাচনং	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (এফটিসি)				
12.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	১৫৭	১৫.০১.২০২০ থেকে ১৯.০৩.২০২০ ২০.১০.২০২০ থেকে ১৩.১২.২০২০	১৫৩
13.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	১৫৮	০৯.০৩.২০২০ থেকে ০৬.০৭.২০২০ ২১.১২.২০২০ থেকে ০৮.০৪.২০২১	৮৪
14.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	১৫৯	২৫.০১.২০২১ থেকে ১৩.০৪.২০২১ 18.05.2021 থেকে ২৭.০৬.২০২১	১০৪
15.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	১৬০, ১৬১, ১৬২৩১ ৬৩	১৬.02.2021 থেকে 15.০৬.2021	২১০
মাধ্যমিক পর্যায়ে রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ				
16.	অনলাইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ইএলটি) প্রশিক্ষণ কোর্স	১	০৬.১২.২০-১৭.১২.২০	৩০
17.	অনলাইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ইএলটি) প্রশিক্ষণ কোর্স	২	১৭.০১.২১-২৮.০১.২১	২৯
18.	ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ইএলটি) প্রশিক্ষণ কোর্স	১৪	২৪.০১.২১-০৪.০২.২১	১৪৯
19.	স্যাটেলাইট ট্রেনিং কোর্স অনটিচার্স প্রফেশনাল	৪৩	১৩.০২.২১-	১৫০

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	ব্যাচনং	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
	ডেভলপমেন্ট		১৮.০২.২১	
20.	ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ইএলটি) প্রশিক্ষণ কোর্স	১৫	২৮.০২.২১-১১.০৩.২১	১৫০
21.	স্যাটেলাইট ট্রেনিং কোর্স অনটিচার্স প্রফেশনাল ডেভলপমেন্ট	৪৪	০৫.০৬.২১-১০.০৬.২১	২০০
কলেজ পর্যায়ের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ				
22.	অনলাইন কমিউনিকেটিভ ইংলিশ কোর্স (Functionarires)	১	০২.১২.২০-২২.১২.২০	২৫
23.	অনলাইন কমিউনিকেটিভ ইংলিশ কোর্স (Functionarires	২	০৩.০২.২১-২৩.০২.২১	২৬
24.	অনলাইন কমিউনিকেটিভ ইংলিশকোর্স (কলেজ)	১	১৮.০৫.২১-০৭.০৬.২১	২৯
25.	অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স	৩২	০১.০৬.২১.১৪.০৬.২১	৩৩
26.	অনলাইন কমিউনিকেটিভইংলিশ কোর্স (কলেজ)	২	০৮.০৬.২১-২৮,০৬.২১	৩১
27.	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স	২১	০৮.০৬.২১-২১.০৬.২১	১৯
28.	গ্রন্থাগার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স	৩৭	০৮.০৬.২১-২১.০৬.২১	৩১

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	ব্যাচনং	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
	এসএসসিইএএম			
29.	সিনিয়র স্টাফ কোর্স অন এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (এসএসসিইএএম)	২১	০৩.০৩.২০-১১.০৪.২১	৩৫
30.	সিনিয়র স্টাফকোর্স অন এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (এসএসসিইএএম)	২২	২৪.০৫.২১-০৭.০৭.২১	৪০
	এসিইএএম			
31.	অ্যাডভান্সড কোর্স অন এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট	৩৫	২৪.০৫.২১-০৭.০৭.২১	৪০
	আইসিটি প্রশিক্ষণ কোর্স			
32.	আইসিটি প্রশিক্ষণ কোর্স (মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধান)	৫৯	০৬.০১.২৬-২৬.০১.২১	২৬
33.	ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভলপমেন্ট কোর্স	৫	০২.০২.২১-১৫.০২.২১	২৭
34.	আইসিটি প্রশিক্ষণ কোর্স (কলেজ)	৩৬	২৩.০৩.২১-১২.০৪.২১	২৯
35.	আইসিটি প্রশিক্ষণ কোর্স (মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধান)	২৬	২৩.০৫.২১-২৭.০৫.২১	৪৪

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	ব্যাচনং	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
36.	আইসিটি প্রশিক্ষণ কোর্স (মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধান)	২৭	৩০.০৫.২১-০৩.০৬.২১	৩৮
37.	আইসিটি প্রশিক্ষণ কোর্স (মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধান)	২৮	০৬.০৬.২১-১০.০৬.২১	৩৭
38.	আইসিটি প্রশিক্ষণ কোর্স (মাধ্যমিক)	৬০	১৫.০৬.২১-০৫.০৭.২১	৩২
			মোট=	**২,১৬১**

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য (ইন-হাউস)

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)
১	চাকুরী ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (কর্মচারীগণের জন্য ১ম ব্যাচ)	০৮-০৬-২০২০	৩৯
২.	চাকুরী ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (কর্মচারীগণের জন্য ২য় ব্যাচ)	০৯-০৬-২০২১	৪১
৩.	শুদ্ধাচার ও শৃঙ্খলাবিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (কর্মকর্তাগণের জন্য ১ম ব্যাচ)	২৭-২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১	৪২
৪.	শুদ্ধাচার ও শৃঙ্খলাবিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (কর্মকর্তাগণের জন্য ২য় ব্যাচ)	২৯-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১	৪৩
		মোট =	**১৬৫**

কর্মশালা সংক্রাঃ তথ্য (ইন-হাউস)

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা(জন)
১	নাগরিক সনদ প্রতিশ্রুতি	২০-১২-২০২০	৪২
	প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শীর্ষক কর্মশালা		
		মোট =	৪২ জন

২০২০ অর্থবছরে নায়েম এ ইনোভেশন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদিত নিম্নোক্ত ছকে দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	মমন্তব্য
১	৩টি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ইনোভেশন কার্যক্রম শোকেসিংসহ সম্পাদিত।	৩টি প্রকাশনা প্রকাশিত।
২.	ইনোভেশন সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একদিনের একটি এবং দুই দিনের একটি প্রশিক্ষণ আয়োজিত।	৫০ জন অনুষদ সদস্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
৩.	ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালানার জন্য ইনোভেশন কমিটির ৮টি সভা অনুষ্ঠিত।	সভা অনুষ্ঠিত ও গৃহীত সিদ্ধামত্ম বাস্তবায়িত হয়েছে।
৪.	উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য ০১ দিনের ৩টি কর্মশালা আয়োজিত।	কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৫.	NAEM Mobile APPS ধারনাটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	পরীক্ষামূলক NAEM Mobile APPS চালু হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) ক্যাম্পাসে স্থাপিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৫৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখছেন

১৫৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখছেন

২১তম এসএসসিইএম প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষা সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখছেন

ইনোভেশন ইন এডুকেশন কর্মশালা আইডিয়া শোকেসিং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মো. হাসানুল ইসলাম, এনডিসি

শুদ্ধাচার ও শৃঙ্খলা বিধি শীর্ষক কর্মশালা উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী

গবেষণা ও তথ্যায়ন

গবেষণা কার্যক্রম

নায়েম এর গবেষণা ও তথ্যায়ন বিভাগের অধীনে শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুর ওপর ২০২০-২০২১ মেয়াদে মোট ১৫টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। নায়েম জার্ণালের ০২টি ইস্যু (২৭ ও ২৮) এবং নায়েম নিউজ লেটারের ০৪টি ইস্যু (৭৫ল ৭৬ল ৭৭ ও ৭৮) প্রকাশ করা হয়। গবেষণা কার্যক্রমের ওপর ১২ দিনব্যাপী মোট ০৫টি সেমিনার, ০৫ দিনব্যাপী ০৩টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত গবেষণা কর্মসমূহ

Sl No.	Research Title
01	Teaching-Learning Practices in Higher Education: An Exploratory Study at University Level in Bangladesh
02	Opportunities and Challenges of Digitalization of Higher Education in Bangladesh
03	'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার : বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভূমিকা'
04	Transition of Students with Disabilities from Special School to Mainstream Inclusive Education in Bangladesh Context
05	In Search of Quality Standard of Technical and Vocational Education and Training (TVET) : An Evaluative Study of the Technical Training Centres (TTCs) in Bangladesh
06	Effectiveness of Process Approach of Teaching in Developing Students English Writing Skill : An Experimental Study on the Ninth Grade Students of Quantum Cosmo School in Bandarban
07	Education and Socio-economic Situation at Char Areas in Faridpur : An Exploratory Study
08	শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা
09	Professionalism and Professional Development Practices of Secondary Teachers
10	Psychological burnout among secondary school teachers in Dhaka city : Its Prevaleance and causes
11	Developing an Integrated Model of Teaching Method for Promoting Critical Thinking among Learners of Secondary Education
12	Tracer Study Polytechnic Graduates to Unearth Effectiveness, Efficiency and Challenges of the Diploma in Engineering Program in Bangladesh

13 Gender Equality and English in TVET : An investigation into women's participation and employability

14 Investigating the scope of fostering democratic norms through student engagement in the Bangladeshi secondary schools

15 The Effect of teacher –students ethical relationship on citizenship behavior of students in college : Moderating role of students Ômoral identity

গ্রন্থাগার

নায়েম গ্রন্থাগারকে আধুনিক এবং সমৃদ্ধশালী গ্রন্থাগারে পরিণত করারপ্রক্রিয়া চলমান। প্রতি বছরই সাম্প্রতিক ধ্যান-ধারণা এবং তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তক, সাময়িকী সংগ্রহের জন্য বাজেট বরাদ্দ সুনির্দিষ্ট রয়েছে। তা ব্যয়ে প্রতি বছরই পুস্তক সাময়িকী সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে নায়েম গ্রন্থাগারে জন্য ৩২৫টি বইকরা হয়। নায়েম গ্রন্থাগারের বর্তমান পুস্তকের সংগ্রহ সংখ্যা ৫৫,১৩৮ (পঞ্চান্ন হাজার একশত আটত্রিশ) টি।

তথ্যায়ন শাখা

গবেষকবৃন্দের রেফারেন্স সার্ভিস প্রদান এবং তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য গবেষণা ও তথ্যায়ন বিভাগের অধীনে তথ্যায়ন শাখা খোলা হয়েছে। এ শাখাটি সমৃদ্ধশালী করার প্রক্রিয়া চলছে।

ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন

প্রশাসনিক ভবনের ০৩টি ফেন্সারের উর্ধমূখী সম্প্রসারণ কাজ চলমান;
ক্যাফেটেরিয়া সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ;
প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনে ০১টি করে মোট ০২(দুই)টি লিফট সংযোজন করা হয়েছে;
একাডেমিতে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল প্রাঙ্গনে স্থায়ী আলোক সজ্জা স্থাপন করা হয়েছে।

নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত

০৩ (তিন)টি অফিসার্স কোয়ার্টার এবং ০২ (দুই)টি স্টাফ কোয়ার্টার মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে;
তৃতীয় শ্রেণির স্টাফ কোয়ার্টারের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সংস্কার করা হয়েছে;
ক্যাফেটেরিয়া-১ ও ২ সংস্কার ও মেরামত করা হয়েছে;
নায়েম ক্যাম্পাসের উত্তর পার্শ্বের প্রাচীর নির্মাণ ও সংস্কার কাজ সমাপ্তির পথে;

ক্রয় (সংগ্রহ), স্থাপন ও ব্যবহার :

সর্বোচ্চ সচ্ছতার মাধ্যমে বিধি মোতাবেক eGP প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে -

- ০১ (এক)টি হেভি ডিউটি ফটোকপি মেশিন ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে;
- ০৫টি ল্যাপটপ, ০৫টি ট্যাব ও কম্পিউটার এক্সেসরিজ ক্রয় করা হয়েছে;
- ০৪টি শ্রেণিকক্ষের জন্য ০৪টি সাউন্ড ইউনিট, ০৪টি লাইট ফটোকপি মেশিন এবং বিবিধ বৈদ্যুতিক অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে;

- ডাইনিং টেবিল -১৭টি, চেয়ার ১০০টি, ষ্টিলের বুক সেলফ-২০টি, সোফা-০১ সেট, লাইব্রেরি চেয়ার-১০০টি, ০৫টি কাঠের চেয়ারসহ অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে;
- একলক্ষটাকা ব্যয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেলিফোন সেট ও এক্সেসরিজ ক্রয় করা হয়েছে;
- এসি-১৫টি, ডিপ ফ্রিজ-০১টি, রেফ্রিজারেটর-০১টি ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম করা হয়েছে;
- অডিও ও ভিডিও রেকর্ডিং সুবিধাসহ-০১টি অনলাইন প্রশিক্ষণ কক্ষ সজ্জিতকরণ, সার্ভার কম্পিউটার ও রাউটার সুইচসহ হিসাব শাখার জন্য ষ্টোর ও একাউন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা স্থাপন এবং নেটওয়ার্ক ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল নির্মাণ ও স্থাপন করা হয়েছে;
- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০২টি মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে।

পরিবেশ উন্নয়ন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা :

- Clean NAEM IOVE NEM শ্লোগানকে সামনে রেখে নায়েমকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে :
- নায়েম এর বিভন্ন স্থানে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছ;
- নায়েম এর বাগানসমূহের সংস্কার ও সৌন্দর্য্য বর্ধন কাজ চলমান ;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;
- নায়েম মসজিদের ইমাম সাহেবকে জুমার নামাজে খুৎবার সংগে ক্যাম্পাস কোভিড-১৯ মোকাবেলায় পরিষ্কার স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ এবং পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বক্তব্য রাখার নির্দেশনা প্রদান।
- কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড ঢাকা মেডিকেলকলেজ ও হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ওহাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য কর্মীদের নায়েম হোস্টেলে আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধকল্পে No Mask, No Service সহ বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন নায়েম ক্যাম্পাসে টাঙ্গানো হয়।
- প্রশাসনিক ভবনের বেজমেন্টে রক্ষিত পরিত্যক্ত মালামাল সরকারী বিধি অনুযায়ী নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষ ক্যালেন্ডার (মার্চ ২০২০- মার্চ ২০২১), নোট প্যাড মুদ্রণ এবং টাওয়েল, মগ ও গিফট ব্যাগ ক্রয় করা হয়।
- ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের নিরীক্ষা কার্য সম্পাদিত হয়
- বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একুশে বইমেলা ২০২১-এ একটি বইয়ের স্টল বরাদ্দ নেয়া হয় এবং স্টলে নায়েম প্রকাশিত বিভিন্ন জার্নাল ও নিউজ লেটার প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।
- বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল সংলগ্ন প্রাঙ্গনে স্থায়ী বাতি স্থাপন করা হয়।
- নায়েম ক্যাম্পাসের প্রাচীরের কাজ অর্ধেক সম্পন্ন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে এ অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি-র সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন। 'ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব হাবিবুল্লা সিরাজী। এ আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি; ইউনেস্কো-র বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও ঢাকা অফিস প্রধান মিজ বিয়েট্রিস কালডুন (ভার্চুয়ালি) এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী।

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১' প্রদান

মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এবছর প্রথমবারের মতো 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১' প্রদান করা হয়। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক নীতিমালা ২০১৯' অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন মাতৃভাষার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশ, মাতৃভাষার চর্চাভিত্তিক প্রকাশিত মানসম্পন্ন গ্রন্থ', মাতৃভাষার গবেষণা, মাতৃভাষার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বহির্বিশ্বে মাতৃভাষা ও বিদেশি ভাষা প্রচার ও প্রসার, মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত মৌলিক গ্রন্থাবলি বিদেশি ভাষায় অনুবাদ, বিদেশি ভাষায় রচিত সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত গ্রন্থ'সমূহের বাংলা ভাষায় অনুবাদ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে দুটি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুটি, মোট ০৪ (চার)টি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক প্রবর্তন করা হয়।

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' লাভ করেছেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১' পেয়েছেন Mr. Islaimov Gulom Mirzaevich, the Republic of Uzbekistan Ges The Activismo Lenguan (Language Activism), Bolivia.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১ গ্রহণ করছেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১ গ্রহণ করছেন জাতীয় অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। মঞ্চে এসময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব হাবীবুল্লাহ সিরাজী এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদকপ্রাপ্ত সকলকে অভিনন্দন জানান। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার জন্য যারা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তাদের অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এ দিবসের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য তিনি UNESCO-কে বিশেষ ধন্যবাদ জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততার কথা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তও করা হয়, কিন্তু সত্যকে কেউ মুছে ফেলতে পারেনি।' অতঃপর তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ০৪ (চার) দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণায় মুক্তি সংগ্রামের পথকে অবারিত করার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, সকল আন্দোলন-সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি বলেন, 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাতৃভাষার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে অবদানের জন্য এখন থেকে প্রতি দুবছর অন্তর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক প্রদান করা হবে। এ উদ্যোগ মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশের গবেষণায় বিপুল উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগবে।'

আন্তর্জাতিক সেমিনার

চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার দ্বিতীয় দিন ২২ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য : Bangabandhu and Mother Language-based Multilingual Education। সেমিনার দুটি অধিবেশনে বিন্যস্ত ছিল। প্রথম অধিবেশনের বিষয় ছিল Mother Language-based Multilingual Education : Indian Perspective এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি, জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং ইউনেস্কো-র বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও ঢাকা অফিস প্রধান মিজ বিয়েট্রিস কালডুন (ভার্চুয়ালি)। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উ"চশিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন।

অধিবেশনের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ও পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র সরকার। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ভারতীয় ভাষা গবেষক ও ওড়িষ্যার ফোকলোর ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি ড. মহেন্দ্র কুমার মিশ্র। অধিবেশনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও আর্কাইভ) জনাব মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির।

আলোচনায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মাতৃভাষা-আশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. পবিত্র সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে ভারতীয় অভিজ্ঞতার আলোকে যেসব তথ্য-উপাত্ত ও আলোচনা উপস্থাপন করেছেন তা মাতৃভাষা-আশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে ভাবনার খোরাক যোগাবে।

আন্তর্জাতিক সেমিনারের ১ম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.

দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল--Mother Language-based Multilingual Education : Bangladesh perspective. এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মাসুদ বিন মোমেন। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান।

অধিবেশনের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মাশরুর ইমতিয়াজ। অধিবেশনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর) জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ। দিনব্যাপী সেমিনারের শেষ প্রান্তে এসে সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা।

আন্তর্জাতিক সেমিনারের ২য় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.

জাতীয় সেমিনার

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে চার দিনব্যাপী আয়োজনের তৃতীয় দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সেমিনার। সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য : বঙ্গবন্ধু ও মাতৃভাষা-আশ্রয়ী বহুভাষিক শিক্ষাব্যবস্থা। দুটি অধিবেশনে বিভক্ত এ সেমিনারের প্রথম অধিবেশনের বিষয় ছিল : বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা এবং শিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যবহার । প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এম.পি.। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন। এতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান। আলোচনায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন ইউনিভার্সিটি অব লিবারাল আর্টস-এর অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও আর্কাইভ) জনাব মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির।

জাতীয় সেমিনারের ১ম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এম.পি.

দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল-- মাতৃভাষা আশ্রয়ী শিক্ষা ব্যবস্থা : বর্তমান বাস্তবতা। এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন, এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (IER)-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও ভাষাবিজ্ঞানী আ ফ ম দানীউল হক। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (প্রচার এবং তথ্য ও যোগাযোগ) জনাব স্নিগ্ধা বাউল। দিনব্যাপী সেমিনারের শেষে সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন।

জাতীয় সেমিনারের ২য় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন, এম.পি.

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

অনুষ্ঠানমালার ধারাবাহিকতায় ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ বুধবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্য দিয়ে চার দিনব্যাপী আয়োজনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ক, খ, গ ও ঘ --- এ চারটি গ্রুপে শিশুদের বিভক্ত করে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দূতাবাসের বিদেশি শিশুরা অংশগ্রহণ করে। শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার প্রতিপাদ্য ছিল : 'শত শিশুর তুলিতে বঙ্গবন্ধু'। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১২ জন শিশুর উপস্থিতিতে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী। এ আয়োজনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা। সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রচার, তথ্য ও যোগাযোগ) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা উপকমিটির আহ্বায়ক ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাকীউল মুজ নবীন।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্ত শিশুদের একাংশ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ভাষণ প্রদানের দিনটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমাই কর্তৃক ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ৭ই মার্চ সকাল ১১টায় আমাই প্রাঙ্গণে স্থাপিত ম্যুরাল-এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। পরে ৪র্থ তলার সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৭ মার্চ ২০২১ : আমাই প্রাঙ্গণে স্থাপিত ম্যুরালে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ পাঁচটি নৃগোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ককরক, গারো, সাদরি) ভাষায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের অনুবাদ ও সে সব ভাষার লিখন-বিধিতে প্রকাশিত (পাঁচটি) গ্রন্থ' উন্মুক্ত করা হয়।

৭ মার্চ ২০২১ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ
পাঁচটি নৃগোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ককরক, পাত্রো ও সাঁওতালি) ভাষায় অনূদিত পাঁচটি গ্রন্থ' উন্মুক্তকরণের মুহূর্ত

১৭ মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ১৭ মার্চ সকাল ১০টায় আমাই প্রাঙ্গনে স্থাপিত ম্যুরাল-এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি. এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। পরে চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধু স্মরণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ মার্চ ২০২১ : আমাই প্রাঙ্গণে স্থাপিত ম্যুরাল-এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি. এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

সভায় বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য দেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) ও যুগ্মসচিব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন, উপপরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মাহবুবা আক্তার, সহকারী পরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও আর্কাইভ) শেখ শামীম ইসলাম ও কম্পিউটার অপারেটর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন।

মহাপরিচালক বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি এবং অধিকার আদায়ে আপসহীন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণীয়। আমরা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে যত বেশি জানতে পারব ততই তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতি গঠনে অবদান রাখতে সক্ষম হবো।

১৭ মার্চ ২০২১ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মশতবার্ষিকীতে আলোচনা ও দোয়া-মাহফিলে অংশগ্রহণকারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের একাংশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উদ্‌যাপন

১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে স্থাপিত প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী এবং ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমাই চত্বরে স্থাপিত মুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

প্রশিক্ষণ

বাংলা ভাষার ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ

'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের গুণগত মানোন্নয়নে মাতৃভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ০৩ (তিন)-টি ব্যাচে ৬০ (ষাট) জন প্রধানশিক্ষক/সহকারী শিক্ষককে এবং 'দাপ্তরিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রমিত বাংলাভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ০১ (এক)-টি ব্যাচে ৪৭ (সাত চল্লিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ভাষাবিজ্ঞানী, ভাষাবিশেষজ্ঞ, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইটি বিশেষজ্ঞ ও আমাই-এর ফ্যাকাল্টিসহ প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল: বাংলাভাষার উদ্ভব ও ধারাবাহিকতা: প্রায়োগিক বিবেচনা: প্রমিত বাংলা উচ্চারণ ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার ব্যবহার এবং লিখনবিধির সাহায্যে বাংলা শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ; প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম; দাপ্তরিক কাজে পরিভাষার ব্যবহার; সরকারি বিভিন্ন যোগাযোগ প্রক্রিয়া; সরকারি যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বাংলাভাষার প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ; উপযুক্ত বিরামচিহ্নের ব্যবহার; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাভাষার ব্যবহার; বাংলাভাষায় নোট উপস্থাপন ও সারসংক্ষেপ লিখন; লিখন নৈপুণ্য: বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ (তাত্ত্বিক); বাংলা ভাষায় গবেষণাপত্র প্রণয়ন: কৌশল ও পদ্ধতি ইত্যাদি।

দাপ্তরিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রমিত বাংলাভাষার ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ

'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের গুণগত মানোন্নয়নে মাতৃভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের একাংশ

ইন হাউজ প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি', 'কর্মসম্পাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি', 'চাকুরির বিধি-বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ', 'উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি', 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' ও 'দাপ্তরিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে ই-নথির ব্যবহার' বিষয়ক ০৮ (আট)-টি ব্যাচে মোট ২০০ (দুইশত) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে (৬২ ঘন্টা অর্থাৎ ১৫৩৬ জনঘন্টা) ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ

সেমিনার আয়োজন:

মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৮/৬/২০২১ তারিখ সকাল ১০:০০ টা হতে দুপুর ০১:০০ টা পর্যন্ত 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব হোসনে আরা। মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন জাহাঙ্গীরর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক বশির আহমেদ। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে জুমের মাধ্যমে যুক্ত হন জাতীয় অধ্যাপক ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) অধ্যাপক মোঃ শাফীউল মুজ নবীন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড: জীনাত ইমতিয়াজ আলী। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন সহকারী পরিচালক মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির।

'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব হোসনে আরা

প্রকাশনা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশ করা হয়:

ক্রম	প্রকাশনার শিরোনাম	প্রকাশের তারিখ
১	বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ (জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০)	২৩/০৯/২০২০
২	Annual Report 2019-2020	১৫/১১/২০২০
৩	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদসহ সেসব ভাষার লিখন-বিধিতে প্রকাশনা (ভাষা : চাকমা)	১৭/০১/২০২১
৪	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদসহ সেসব ভাষার লিখন-বিধিতে প্রকাশনা (ভাষা : মারমা)	১৭/০১/২০২১
৫	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদসহ সেসব ভাষার লিখন-বিধিতে প্রকাশনা (ভাষা : গারো)	১৭/০১/২০২১
৬	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদসহ সেসব ভাষার লিখন-বিধিতে প্রকাশনা (ভাষা : সাদরি)	১৭/০১/২০২১
৭	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণপাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদসহ সেসব ভাষার লিখন-বিধিতে প্রকাশনা (ভাষা : ককবরক)	১৭/০১/২০২১

ক্রম	প্রকাশনার শিরোনাম	প্রকাশের তারিখ
৮	সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাতৃভাষা পত্রিকা (বঙ্গবন্ধু সংখ্যা)	১০/০২/২০২১
৯	মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ স্মরণিকা	১৩/০২/২০২১
১০	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ব্রেইল লিখন-বিধিতে প্রকাশ	২০/০৬/২০২১
১১	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাতৃভাষা বিষয়ক ভাষণ ও নির্বাচিত রচনা ব্রেইল লিখন-বিধিতে প্রকাশ	২০/০৬/২০২১
১২	বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ (Writing Szstems of the World) বই প্রকাশ	২৩/০৬/২০২১

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ৫টি ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর ভাষায় প্রকাশনার প্রচ্ছদসমূহ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ব্রেইল প্রকাশনার প্রচ্ছদ

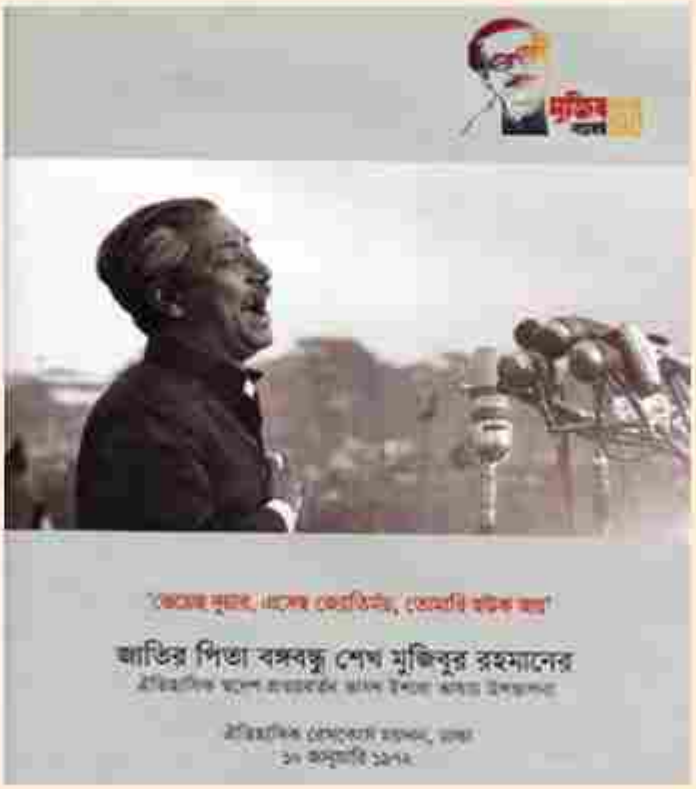

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ভাষণ ইশারা ভাষায় উপস্থাপনা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

বাংলাদেশের মানসম্মত শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ১৯৮৩ সনে National Curriculum and Textbook Board Ordinance1983, (Ordinance No. LVII of 1983) এর মাধ্যমে 'বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড' ও 'জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র'কে একীভূতকরণের মাধ্যমে বর্তমান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০১৮ সালে উপর্যুক্ত Ordinance ১৯৮৩ রহিতক্রমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬২ নং আইন) প্রণীত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন ২০১৮ অনুযায়ী বোর্ডে কারিগরি শিক্ষাক্রম, মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম, শিক্ষাক্রম প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাক্রম গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নামে ০৪টি নতুন উইং গঠন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই বাংলাদেশের কারিগরি, মাদ্রাসাসহ প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, পরিমার্জন এবং এর আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও অন্যান্য শিখন-শেখানো উপকরণ উন্নয়ন করা হয়। ২০১০ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক হতে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২০২১ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরের ৪,১৬,৫৫,২২৬ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৪,৩৬,৬২,৪১২ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

২০২১ শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লেখ করা হলো :

শিক্ষাবর্ষ	স্তরের নাম	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা
২০২১	২০২১ শিক্ষাবর্ষের প্রাক-প্রাথমিক টিচিং প্যাকেজ	৩২৭৪০০২	৬৬৭৯২২২
	২০২১ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তর	১৯৭১১৪৯৭	৯৫৬৯০০৪৫
	২০২১ শিক্ষাবর্ষের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	৯৪২৭৪	২১৩২৮৮
	মোট=	২,৩০,৭৯,৭৭৩	১০,২৫,৮২,৫৫৫
	২০২১ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক স্তরের : ইবতেদায়ি	১,৮৫,৭৪,২৬৬	২৪২৭৯৪৭৩
	দাখিল		৩৭৫৭০৭৩৩
	মাধ্যমিক (বাংলা ভার্সন)		১৭২৭৮১১৬০
	মাধ্যমিক (ইংরেজি ভার্সন)		১০৮০৫৪০
	কারিগরি		১৫৫২৭৯৬
	এসএসসি ভোকেশনাল		৩৬৬২৪৪৮
	দাখিল ভোকেশনাল		১৪৩৫১১
	২০২১ শিক্ষাবর্ষের ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক	১১৮৭	৯১৯৬
	মোট =	১,৮৫,৭৫,৪৫৩	২৪,১০,৭৯,৮৫৭
	সর্বমোট=	৪,১৬,৫৫,২২৬	৩৪,৩৬,৬২,৪১২

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল) ও এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরের ৩৪,৭১,৩৯,৪৬৬ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ২০২১ শিক্ষাবর্ষের ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়সমূহের অ্যাসাইনমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ২০২১ শিক্ষাবর্ষের দাখিল ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত মাদ্রাসা স্তরের শিক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের অ্যাসাইনমেন্ট প্রণয়ন

করা হয়েছে।

- ২০২২ সনের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ২০২২ সনের এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার্থীদের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ২০২১ সনের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ২০২১ সনের এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যপুস্তকসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।
- এসডিজি অর্জনের জন্য মাধ্যমিক স্তরে সমন্বিত দক্ষতা কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির মাতৃভাষায় (MLE) ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বেসরকারিভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের নতুন ১৮টি পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন এবং ৪২টি পাঠ্যপুস্তক পুনঃঅনুমোদন করা হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষার নবম-দশম শ্রেণির ১৩টি ট্রেডে পাঠ্যসূচি পরিমার্জন ও এর ভিত্তিতে ২৬টি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ৩৫টি পাঠ্যপুস্তকের ডামি প্রস্তুত করা হয়েছে।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকের ড্যামি প্রস্তুত করা হয়েছে।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির এবং মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ইংরেজি ভার্সন শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।
- প্রাথমিক স্তরে শিখন ঘাটতি পূরণে শিখন ত্বরান্বিতকরণ কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার

মুজিববর্ষে কর্মসূচি হিসেবে এনসিটিবির সপ্তম তলাস্থ লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকাশনা ও পাঠ্যপুস্তক নিয়ে একটি বিশেষ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ভবনের প্রধান ফটকের সামনে স্থাপিত এলইডি ডিসপ্লেতে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা করা হয়।

ডিজিটাল ব্যানার স্থাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ভবনের প্রধান ফটকের সামনে ডিজিটাল ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ভবনের বিভিন্ন তলাস্থ করিডোরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁকে বিশেষায়িত করে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের উক্তি সম্বলিত ছবিসহ পোস্টার প্রদর্শন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২১ শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে ২০২১ শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত দু'টি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে:

'৬-দফা'র ঘোষণাস্থল চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে '৬-দফা'র অনুলিপি ও '৬-দফা' সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পোস্টারযুক্ত ছবিসহ একটি মুক্তমঞ্চ নির্মাণ এবং মাঠের চারপাশে বিদ্যমান সীমানা প্রাচীরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের ছবিযুক্ত টেরাকোটা স্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে ময়দানের চারদিকে সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।

৬-দফা মঞ্চ ও টেরাকোটা সম্বলিত সীমানা প্রাচীর, লালদিঘী ময়দান, চট্টগ্রাম

চাঁদপুর সরকারি কলেজ ভবনের সম্মুখে বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ

চাঁদপুর সরকারি কলেজ

'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পের (মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২৩) প্রাক্কলিত ব্যয় ১০ হাজার ৬৪৯ কোটি ৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে চারতলা ভিত বিশিষ্ট চারতলা, শহর অঞ্চলে ছয়তলা ভিত বিশিষ্ট ছয়তলা, কোস্টাল ও হাওর অঞ্চলে নিচতলা ফাঁকা রেখে পাঁচতলা ভিত বিশিষ্ট পাঁচতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পে আসবাবপত্র সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ এবং বজ্রপাত নিরোধক ব্যবস্থা স্থাপনসহ বৈদ্যুতিক কাজ অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট ব্লক, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক টয়লেট এবং র‍্যাম্প নির্মাণ করা হচ্ছে। জুন/২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পে ৩৭৫টি ভবন শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১২০৮টির ৭৬-৯৯ শতাংশ, ৬৩৬টির ৫১-৭৫ শতাংশ,

হরিস্বর হাই স্কুল, রাজাহাট, কুড়িগ্রাম

২৬৬টির ২৬-৫০ শতাংশ এবং ২৯৮টির ০১-২৫ শতাংশ। প্রকল্পের গড় অগ্রগতি ৫৬ শতাংশ এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫ হাজার ৭৫৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ' প্রকল্পের (মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২৩) প্রাক্কলিত ব্যয় ৫ হাজার ২৩৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। ইতোপূর্বে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত ২/৩/৪/৫/৬ তলা ভিত বিশিষ্ট (৩ হাজার ২শ ৫০টি প্রতিষ্ঠানের) একতলা ভবন এ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ফাউন্ডেশনের উপর ভিত্তি করে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ এবং বজ্রপাত নিরোধক ব্যবস্থা স্থাপনসহ বৈদ্যুতিক কাজ অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট ব্লক, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক টয়লেট এবং র‍্যাম্প নির্মাণ করা হচ্ছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত ১১শ ৭৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ প্রকল্পের শতভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১ হাজার ৬টি

আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সদর, মেহেরপুর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭৬-৯৯ শতাংশ, ২শ ৩৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫১-৭৫ শতাংশ, ১শ ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ২৬-৫০ শতাংশ এবং ৬৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ১-২৫ শতাংশ। প্রকল্পের গড় অগ্রগতি ৬৮ শতাংশ এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২ হাজার ৯৪৭ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা।

'পাইকগাছা কৃষি কলেজ স্থাপন, খুলনা' প্রকল্পের (মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৪- জুন ২০২৩) প্রাক্কলিত ব্যয় ১০১ কোটি ৫৫লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় একটি কৃষি কলেজ স্থাপন করা হবে।

নির্মাণাধীন পাইকগাছা কৃষি কলেজের ছাত্রীনিবাস

'সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের (মেয়াদ: জুলাই ২০১৪- জুন ২০২৩) প্রাক্কলিত ব্যয় ৩ শত ৮৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ৫তলা ভিতবিশিষ্ট ৫তলা ৩২টি জোনাল অফিস এবং ২টি বেজমেন্ট ফ্লোরসহ ১৩তলা ভিতবিশিষ্ট ১৩তলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ০৫টি জোনাল অফিসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১১টি জোনাল কার্যালয়ের কাজের অগ্রগতি ৭৬-৯৯ শতাংশ; ২টি জোনাল কার্যালয়ের অগ্রগতি ৫১-৭৫ শতাংশ; ৩টি জোনাল কার্যালয়ের অগ্রগতি ১০-৫০ শতাংশ; প্রধান কার্যালয় নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ১২ শতাংশ এবং ০৩টি কার্যালয়ের নির্মাণ কাজ শুরুর পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের গড় অগ্রগতি ৫৫ শতাংশ এবং জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৩৫ কোটি ৬.২২ লক্ষ টাকা।

ময়মনসিংহ জেলা অফিস

'মালিগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা-এর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের (মেয়াদ: জুলাই ২০১৫-জুন ডিসেম্বর/২০২২) প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। এর আওতায় ডেকস্লাবসহ ০১টি ৫তলা ভিতবিশিষ্ট

৫তলা একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের গড় অগ্রগতি ৬৫ শতাংশ এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮ কোটি ০৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পভুক্ত নির্মাণাধীন মালিগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫তলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন

'কুমিল্লা জেলার লালমাই ডিগ্রি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের (মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২১) প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৫তলা ভিতবিশিষ্ট ৫তলা মাল্টিপারপাস ভবন, ৫তলা ভিতবিশিষ্ট ৩তলা একাডেমিক ভবন, ৭৫ আসনবিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস, ৫০ আসনবিশিষ্ট ছাত্রাবাস এবং অধ্যক্ষের বাসভবন নির্মাণ কাজ অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের সকল অংশের কাজ শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে এবং জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

লালমাই ডিগ্রি কলেজ, কুমিল্লা

'সুনামগঞ্জ জেলার তিনটি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের (মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২১) প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৩টি ৫তলা ভিতবিশিষ্ট ৫তলা একাডেমিক কাম মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পের গড় অগ্রগতি ৭৬ শতাংশ এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা।

'মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলার সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ এর অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের (মেয়াদ: নভেম্বর ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২১) প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৫তলা ভিতবিশিষ্ট ৫তলা ২টি একাডেমিক ভবন, ১শ ৫০ শয্যাবিশিষ্ট ১টি ছাত্রাবাস এবং ১শ ৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি ছাত্রীনিবাস নির্মাণ কাজ চলছে। প্রকল্পের গড় অগ্রগতি ৭৫ শতাংশ এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা।

নির্মাণাধীন সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের ৫তলা ভিতবিশিষ্ট ৫তলা ২টি একাডেমিক ভবন

'বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফ পাবলিক কলেজ, বিজিবি হেড কোয়ার্টার, ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের (মেয়াদ: জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২) প্রাক্কলিত ব্যয় ২০ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ১০তলা ভিতবিশিষ্ট ১০ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের গড় অগ্রগতি১৭ শতাংশ এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪ কোটি টাকা।

'গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও রাজবাড়ী জেলায় তিনটি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের (মেয়াদ: জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১) প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২ কোটি ৭২লক্ষ টাকা। এর আওতায় ২টি ৫তলা ভিতবিশিষ্ট ৫তলা প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন ও ২৫০ আসন বিশিষ্ট ১টি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের গড় অগ্রগতি ৪৪ শতাংশ এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা।

'মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল খুলনা-এর অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের (মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২৩) প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৪৭৬ আসনবিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস, ৮তলা ভিতবিশিষ্ট ৮তলা টিচার্স কোয়ার্টার নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের গড় অগ্রগতি ২০ শতাংশ এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

'নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ফেনী জেলার দু-টি সরকারি এবং দু-টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের (১ম সংশোধিত) মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২২। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিতব্যয় ৫০ কোটি ০৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পে ৫তলা ভিতবিশিষ্ট ৫তলা মাল্টিপারপাস ভবন, বিদ্যমান ভবনের আনুভূমিক ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ২টি ভবনের মেরামতসহ আধুনিকায়ন অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের গড় অগ্রগতি ৪৭ শতাংশ এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা।

সোমপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, চাটখীল, নোয়াখালী

'শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, গোপালগঞ্জ ও শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয় সূত্রাপুর, ঢাকা-এর অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের (মেয়াদ: জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩) প্রাক্কলিত ব্যয় ৭১ কোটি ১লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৬তলা ভিতবিশিষ্ট ৬তলা একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন, ১০তলা ভিতবিশিষ্ট ১০তলা একাডেমিক-কাম- প্রশাসনিক ভবন, ১শ আসন বিশিষ্ট হোস্টেল এবং ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা শিক্ষক ডরমেটরি নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের গড় অগ্রগতি ১৯ শতাংশ এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬ কোটি টাকা।

'নির্বাচিত নয়টি সরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের (মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২৩) প্রাক্কলিত ব্যয় ৬২৯ কোটি ৭৩লক্ষ টাকা। প্রকল্পে ৯টি একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন, ৫টি ছাত্রাবাস, ৩টি ছাত্রীনিবাস, ৬টি ডরমেটরি (পুরুষ), ৬টি ডরমেটরি (মহিলা), ক্যাফেটরিয়া, জিমনেসিয়াম, অডিটরিয়াম, লাইব্রেরি, প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার, মসজিদসহ ৪২টি ভবন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের গড় অগ্রগতি ৭ শতাংশ এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।

'ঢাকা, মাদারীপুর ও রংপুর জেলার ০৩টি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের (মেয়াদ: ডিসেম্বর ২০১৯- জুন ২০২২) প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৮ কোটি ৫৭.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পে ০৩টি একাডেমিক ভবন, ০২টি ছাত্রী নিবাস, ০১টি শিক্ষক ডরমেটরি, ০১টি বিজ্ঞান ভবন এবং ০১টি অধ্যক্ষের বাসভবন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের গড় অগ্রগতি ৫%।

"কিশোরগঞ্জ জেলার হাওড় এলাকার নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন" প্রকল্পের (মেয়াদ-জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২) প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯৩.৪১ লক্ষ টাকা। সর্বমোট ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৫টি একাডেমিক ভবন, ৮টি ছাত্রীনিবাস এবং ৪টি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হবে। আর্থিক অগ্রগতি ২ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫%।

হাওড় এলাকার নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (মেয়াদ-জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২) প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৪৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। সর্বমোট ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৭টি একাডেমিক ভবন, ৩০টি ছাত্রীনিবাস এবং ২২টি ছাত্রাবাস এবং ১টি শিক্ষক ডরমেটরী নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় ২ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫%।

UNESCO Future of Education Initiative ২০৫০ শীর্ষক কার্যক্রমের জন্য ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন আয়োজন (নভেম্বর ২০২০- জানুয়ারি ২০২১)

২০৫০ সালের শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকবৃন্দ কিভাবে দেখতে চান সেই প্রেক্ষিতে ইউনেস্কোর আহ্বানে এই ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এএসপিনেটভুক্ত সদস্যবৃন্দ এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে ৪টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন আয়োজন করা হয় এবং সংগৃহীত তথ্য ইউনেস্কোতে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ইউনেস্কো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার আয়োজন করে যাচ্ছে যাতে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা বিএনসিইউ'র সহযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে।

২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে করোনা অতিমারী বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশেও তার আঘাত এসে লাগে। এরকম পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই আইসেস্কো ও মিঙ্ক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সার্বিক সহযোগিতায় "ICESCO Kit for Creators of Educational Content" নামক প্রোগ্রামের অধীনে অনলাইনে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ এবং "Medical and Socio-educational Caravans-Case of the Coronavirus" নামক প্রোগ্রামের অধীনে মেডিকেল ও হাইজিন পণ্য প্রদান করে।

মিঙ্ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় আইসেস্কো তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহের দূরশিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য যে ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণসমূহ প্রদান করেছে তার মধ্যে রয়েছে ল্যাপটপ, অডিও ভিডিও কনফারেন্সিং ক্যাম, মাইক্রোফোন, স্পিকার এবং ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার। এই উপকরণসমূহ দেশের ৮টি বিভাগের পার্বত্য, বরেন্দ্র, হাওড় ও নদীবিধৌত অঞ্চলের সরকারি, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসাসহ ৩৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে বিতরণ করা হয়।

স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় আইসেস্কো ও আল ওয়ালিদ ফিলান্থ্রপিস প্রদত্ত হাইজিন পণ্যসমূহ যেমন পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরকারি-বেসরকারি এতিমখানা, বয়স্ক ও মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাসপাতাল সহ ১১টি প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়। তার সাথে এই প্রোগ্রামের আওতায় বিভিন্ন মেডিকেল সামগ্রী যেমন ইনফ্রারেড থার্মোমিটার, পিপিই, অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ও বিভিন্ন মেডিসিন আক্রান্তের হার অধিক বিবেচনায় ঢাকা ও চট্টগ্রামের ৭০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২৪-২৬ ডিসেম্বর ২০২০ সালে এ বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. অনলাইনে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শিক্ষা উপকরণ প্রদান করেন। উল্লেখ্য, শুরু থেকেই এই সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনলাইন উদ্বোধনী প্রোগ্রামে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.

শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন

আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস-২০২১ পালন

২৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস-২০২১ পালিত হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে 'কোভিড-১৯ প্রজন্মের জন্য শিক্ষা পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিতকরণ' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং সেক্রেটারি জেনারেল, বিএনসিইউর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.। শারীরিক এবং ভার্চুয়াল উভয় মাধ্যম ব্যবহার করে অনুষ্ঠিত এ সভায় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ বিএনসিইউর সভাকক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ফর ক্রিয়েটিভ ইকোনমি ২০২১ প্রবর্তন ঃ

গত ২০-২৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ড সভার ২১০তম অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে (২১০ ঈ/১৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ফর ক্রিয়েটিভ ইকোনমি প্রবর্তিত হয়। সৃষ্টিশীল অর্থনীতি বিকাশে উদ্যোগী প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশেষ অবদানের জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সরকার-বেসরকারি সংস্থা এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারবে। ইউনেস্কোর সকল সদস্যরাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত মনোনয়ন ইউনেস্কো কর্তৃক গঠিত একটি আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে বিজয়ী নির্ধারণ করা হবে। পুরস্কার বিজয়ীকে এ বছরের শেষে নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠেয় ইউনেস্কো সাধারণ সভার ৪১তম অধিবেশন চলাকালে ইউনেস্কো সদর দপ্তর প্যারিসে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) মার্কিন ডলার প্রদান করা হবে।

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল জনাব মোঃ সোহেল ইমাম খানের উদ্যোগে ২৯ জুন ২০২১ তারিখে ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ফর ক্রিয়েটিভ ইকোনমি এর আওতায় পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করে দৈনিক সমকাল এবং দৈনিক যুগান্তর এবং ৩০ জুন দি ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেসে বিজ্ঞাপন প্রচার করে। এছাড়া বিটিভি, ৭১ টেলিভিশন, চ্যানেল আই এবং দেশ টিভিসহ অন্যান্য বেসরকারি টেলিভিশন তাদের প্রাইম টাইম সংবাদে এবং স্ক্রলে পুরস্কার সম্পর্কিত সংবাদ প্রচার করে। বিএনসিইউ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, সামদানী আর্ট ফাউন্ডেশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে পুরস্কার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. বাছাই কমিটির আহ্বায়ক হয়ে পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত সভা ও অন্যান্য কার্যক্রমের নেতৃত্ব প্রদান করবেন। সর্বোপরি, বিটিআরসির সহযোগিতায় বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের কাছে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে পুরস্কার সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উদযাপন উপলক্ষ্যে ইউনেস্কোর ASPnet (Associated School Project Network) এর অন্তর্ভুক্ত ঢাকার ৪০টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন (ফেব্রুয়ারি ২০২১)ঃ

শিশু-কিশোরদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর চেতনার বিকাশ এবং তারা যাতে বঙ্গবন্ধুকে আরও নিবিড়ভাবে জানতে পারে সে লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন শিক্ষার্থীদের নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ('ক' গ্রুপ) 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আগামীর বাংলাদেশ', নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা 'নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে বঙ্গবন্ধুর চেতনা' ('খ' গ্রুপ) এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ('গ' গ্রুপ) 'বাঙালি জাতিসত্তার স্ফুরণ ও বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক বিষয়ে অনলাইনভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের পাশাপাশি অংশগ্রহণকৃত সকল শিক্ষার্থীকে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই এবং সার্টিফিকেট

পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। চলমান কোভিড ১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। বিএনসিইউ এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, জনাব মোঃ সোহেল ইমাম খান উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দের নিকট পুরস্কার তুলে দেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উদযাপন উপলক্ষ্যে ইউনেস্কোর ASPnet (Associated School Project Network) এর অন্তর্ভুক্ত ঢাকার ৪০টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ।

ই-৯ মন্ত্রী পর্যায়ের সভা আয়োজন

০৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখ জাতিসংঘ, ইউনেস্কো এবং বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে E-9 initiative: Scaling up digital learning to accelerate progress towards SDG4 Consultation meeting of Ministers of Education শীর্ষক মন্ত্রী পর্যায়ের ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। E-9 ফোরামের সভাপতি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. বর্ণিত সভায় সভাপতিত্ব করেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে ১২ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সভায় অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বের ৯ টি জনবহুল দেশ (বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া এবং পাকিস্তান) এর সমন্বয়ে গঠিত ই-৯ ফোরামের বর্ণিত মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় দেশসমূহের শিক্ষামন্ত্রী/উপমন্ত্রীবর্গের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, জাতিসংঘের এডিজি, ইউনেস্কোর এডিজি এবং ইউনিসেফসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, বর্ণিত আয়োজনে মন্ত্রী পর্যায়ের রাউন্ড টেবিল ও পার্টনারর্স রাউন্ড টেবিল সভা এবং প্রশ্ন উত্তর পর্বের পাশাপাশি ১১টি ব্রেক আউট সেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল লার্নিং এর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনলাইন প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাদের সেবাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে।

ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের ২১১তম অধিবেশন ৭-১১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ইউনেস্কোর সদর দপ্তর প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে প্যারিসস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান মান্যবর রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসাইন এবং ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ড সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কবি তারিক সুজাত অংশগ্রহণ করেন।

অনলাইনে গ্রেনারি সভায় অংশগ্রহণ

ইউনেস্কো পার্টিসিপেশন প্রোগ্রাম ২০২০-২০২১ এর অধীনে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত ৭টি প্রকল্পের মধ্যে ইউনেস্কো ৬টি প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে। প্রথম ধাপে ৪টি এবং ২য় ধাপে ২টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের ১ম কিস্তির অর্থ (৪০%) ছাড় করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পসমূহ হল-

1. ELT Training Curriculum and Training Manual Development
2. Underwater documentation of St. Martin's Island with especial emphasis on coral population
3. Providing Cultural Appropriate Training on Physical-Mental and Motivational Support for the Disabled Children
4. Disseminating UNESCO Priorities among students of Secondary Schools through promotion of Global Citizenship Education
5. Promoting tolerance, culture, ethics, norms and values among the students and teachers
6. Study of Diversity, Utilization and Conservation of Lotus from Bangladesh

প্রোজেক্টের চেক প্রদান অনুষ্ঠানে বিএনসিইউ'র ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল জনাব মোঃ সোহেল ইমাম খান।

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের উদ্যোগে গত ১৬ জুন ২০২১ তারিখে 'বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রসঙ্গে' শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। এর মূল উপজীব্য ছিল বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক তথা অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধরণ, ঐতিহাসিক পটভূমি ও জাতিগোষ্ঠীভেদে এর বৈচিত্র্য। এতে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল জনাব মোঃ সোহেল ইমাম খান। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের উপস্থিতিতে মূল বক্তা ও আলোচকগণ সংস্কৃতি সংক্রান্ত ইউনেস্কোর ২০০৩ ও ২০০৫ কনভেনশনসমূহের আলোকে বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতির অতীত অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সেমিনারে উপস্থিত বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা

UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowship Programme 2020 এর জন্য জনাব মীর কাশেম বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, Bangladesh Oceanographic Research Institute (BORI) Ministry of Science & Technology চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

L'OREAL-UNESCO Awards For Women in Life Science-2020 এর জন্য ডাঃ ফেরদৌসি কাদরী, ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র পরিচালক, আইসিসিডিডিআরবি চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

UNESCO King Hamad Bin Isha AL-Khalifa Prize for the Use Information and Communication Technologies (ICTs) in Education 2020- এর জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস-২০২১ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
১৩	প্রযোজ্য নয়

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২০-২১) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের বর্ণনা -

কর্মকর্তা - ৭২ জন ঘন্টা, কর্মচারী - ৪৮ জন ঘন্টা

(সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
০২টি	০৪জন

অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

(ক) উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম এর আওতায়

(১) অটোমেশন সফটওয়্যার উদ্ভাবন ও পাইলটিং সম্পন্ন।

(২) এ অর্থ বছরে মোট ২০০২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে।

(৩) এ অর্থ বছরে মোট ১৯৬৭ টি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা এবং তদন্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

(৪) এ অর্থ বছরে ৪১,৯২,২৪,৩৪৯.৫০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান ও ১২০.৯৭৯৬৫ একর জমি প্রতিষ্ঠানের দখলে আনয়নের সুপারিশ প্রদান।

(৫) এ প্রতিষ্ঠানের জন্য জনবল কাঠামো উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণের নিমিত্ত কর্মশালার মাধ্যমে খসড়া প্রস্তাব প্রণয়ন।

(৬) বি.এড প্রশিক্ষণার্থীদের সম্পৃক্ততায় মাধ্যমিক স্তরে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ।

(৭) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় ব্যয় সংক্রান্ত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে অটোমেটেড পেমেন্ট সিস্টেম চালুকরণে এ্যাপস্ তৈরীর পরিকল্পনা প্রণয়ন।

উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

কোভিড-১৯ জনিত কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত অনেক কলেজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধিভুক্তি নবায়ন ফি জমা দিতে পারেনি। উক্ত কলেজ সমূহকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে বিলম্ব ফি ছাড়া নবায়ন ফি জমা দেয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

মাস্টার্স প্রফেশনাল কোর্সে অনলাইনে ভর্তি করা হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এর সেবা গ্রহণকারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনা করে সকল ধরনের সনদের verification, attestation, academic record request for (WES/ICAS/universities or other agencies) পূরণের আবেদন, সাময়িক সনদ, প্রবেশপত্র, নম্বরপত্র, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রদান ।

কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী অনলাইন শিক্ষাকার্যক্রম চালু করতে শুরু থেকেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাতিষ্ঠানিকও সুসংগঠিতভাবে অনলাইন শিক্ষা-কার্যক্রম চালুর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় অনলাইনে ১৪৫৮ জন শিক্ষকের ১৪৫৮টি কোর্সে মোট ১৭ হাজার ৫০০ টিভিডি ও ক্লাস আপলোড করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা যাতে ঘরে বসে পড়া শোনায় মনোযোগী হতে পারে সেজন্য ইতোমধ্যে ৩১টি ডিসিপিনে ৭৫০০ (সাত হাজার পাঁচশত)টি লেকচার অনলাইনে আপলোডক রা হয়েছে। সারা দেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষার্থীরা http://onlinelecture.nu.ac.bd ওয়েব-সাইটে লগইন করে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে খুবসহজেই ক্লাশ লেকচারের এই ভিডিও গুলো দেখতে পাচ্ছেন। পর্যায়ক্রমে আরও ১০ হাজার লেকচার আপলোড করা হবে। গত ২৭ আগস্ট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.।

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর প্রাদুর্ভাব ও দ্রুতবিস্তারের ফলে অধিভুক্ত কলেজসমূহে স্বাভাবিক একাডেমিক কার্যক্রম যেমন: শ্রেণি কক্ষে ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ বিঘ্নিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের Stakeholder-দেরকে (অধ্যক্ষবৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ) নিয়েমাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ ডিজিটাল প্লাটফর্ম zoom-এর মাধ্যমে অনলাইন মতবিনিময় সভা করেছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে একাডেমিক কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে অনলাইনে পাঠদান ও শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে তথ্যপ্রযুক্তি অবলম্বনসহ আর কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠিত Guidelines প্রণয়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। Guidelines প্রণয়ন কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত শতবর্ষী, প্রাক মডেল ও আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল স্টুডিও স্থাপন করা যেতে পারে মর্মে সুপারিশ করে। সুপারিশ অনুযায়ী মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রাথমিক পর্যায়ে ২২টি কলেজ ও স্থানসমূহে জরুরি ভিত্তিতে ডিজিটাল স্টুডিও স্থাপন এবং অনুদান হিসেবে প্রত্যেক কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) করে চেক প্রেরণ করা হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে অধ্যয়নরত নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সেরা ফলাফলধারী ৩০ শিক্ষার্থীকে ভাইস চ্যান্সেলর'স এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে স্নাতক (সম্মান) কোর্সে ২৬ জন আর স্নাতক (পাস) কোর্সে ৪জন। গত ১০ই ফেব্রুয়ারি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃতী এই শিক্ষার্থীদের হাতে এওয়ার্ড তুলে দেয়া হয়। এওয়ার্ডপ্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সনদ ও অর্থভরি করে গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়েছে। জুম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এ এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা.

দীপু মনি এম.পি. । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি., বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ, শিক্ষা সচিব মো. মাহবুব হোসেন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা গ্রন্থদ্বয় থেকে যা শিক্ষণীয়' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে । দক্ষ বিচারকমণ্ডলী সেরা বিজয়ীদের নির্বাচিত করেন । এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীকে ৫০ হাজার টাকার চেক ও সনদ, দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারীকে ৩০ হাজার টাকার চেক ও সনদ, এবং যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অধিকারীদেরকে ২০ হাজার টাকা করে চেক ও সনদ দেয়া হয়েছে ।

দেশব্যাপী মোমবাতি প্রজ্জ্বলন এবং আলোকসজ্জা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় । ১৬ মার্চ ২০২১ দিবাগত রাত ১২.০১ মিনিটে স্বাস্থ্য বিধিমেনে প্রত্যেকটি ভবনের সামনে ১০০ মোমবাতি জ্বালিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে জাতির জনকের জন্মদিন উদযাপন করা হয় । জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. মশিউর রহমানের নেতৃত্বে গাজীপুরে মূলক্যাম্পাস, ঢাকার ধানমন্ডিতে নগর কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ে একযোগে এই কর্মসূচি পালন করা হয় । ১৭মার্চ ২০২১ সকালে উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. মশিউর রহমানের নেতৃত্বে রাজধানীর ধানমন্ডিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণকরে শ্রদ্ধানিবেদন করা হয় ।

জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২১ সাল পর্যন্ত অবসর সুবিধা বোর্ড থেকে অবসরপ্রাপ্ত ৮,৮০৯ (আট হাজার আটশত নয়) জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ৮৮৯,৭০,৩৯,৩৫৭/-(আটশত উননব্বই কোটি সত্তর লক্ষ উচল্লিশ হাজার তিনশত সাতান্ন) টাকা প্রদান করা হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০,৭১৪ জন এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণকে ৪৬৬ কোটি ৫৭ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৬৪ টাকা কল্যাণ সুবিধা পরিশোধ করা হয়েছে।

✦ 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে "মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি-কল্যাণ সুবিধা দ্রুত নিষ্পত্তি" স্লোগানকে সামনে রেখে ১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখ হতে ৩ সে ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণকে ৮০০ কোটি টাকা কল্যাণ সুবিধা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে উল্লেখ্য, ১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখ হতে অদ্য পর্যন্ত ১৪,১০০ জন এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণকে ৬১০ কোটি ৬১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ইএফটি (EET) এর মাধ্যমে স্ব স্ব ব্যাংক হিসেবে কল্যাণ সুবিধা প্রেরণ করা হয়েছে।

'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে কল্যাণ ট্রাস্টের প্রকাশনা মুদ্রণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২০২০-২০২১ অর্থবছরের(জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা প্রবিধানমালা, ২০০৯ এর সংশোধিত প্রস্তাব চূড়ান্ত করা রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন-২০২০ এর খসড়া চূড়ান্ত করে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর বোর্ড ক্যাম্পাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপনের পাশাপাশি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সংগ্রামী ও কর্মময় জীবনের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড প্রাঙ্গনে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন ও এর সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড প্রাঙ্গনে বঙ্গবন্ধু কর্নার নির্মাণ

১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত অনলাইন আবেদন মোট			
ক্র:নং	মোট প্রাপ্ত আবেদন	নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	শতকরা
১।	৬৪,৫৪৮	৬০,৫২০	

শাখা ভিত্তিক

ক্র:নং	শাখার নাম	মোট আবেদন	নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	শতকরা
১	কলেজ শাখা	৪,২০৮	৪,১২২	
২	বিদ্যালয় শাখা	১৪,৮৬৯	১২,৭৫৯	
৩	বৃত্তি শাখা	১৫,০৮৫	১১,৯৬৫	
৪	সনদ শাখা	৬০,৯৭০	৬০,৫২০	

অনলাইনে ভর্তি বাতিল ও অনলাইনে বোর্ড ট্রান্সফার (বিটিসি)

অনলাইনে পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষক নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

- অনলাইনে উত্তরপত্র মূল্যায়ন এর পারিশ্রমিক প্রদান
- অনলাইনে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক নিয়োগ

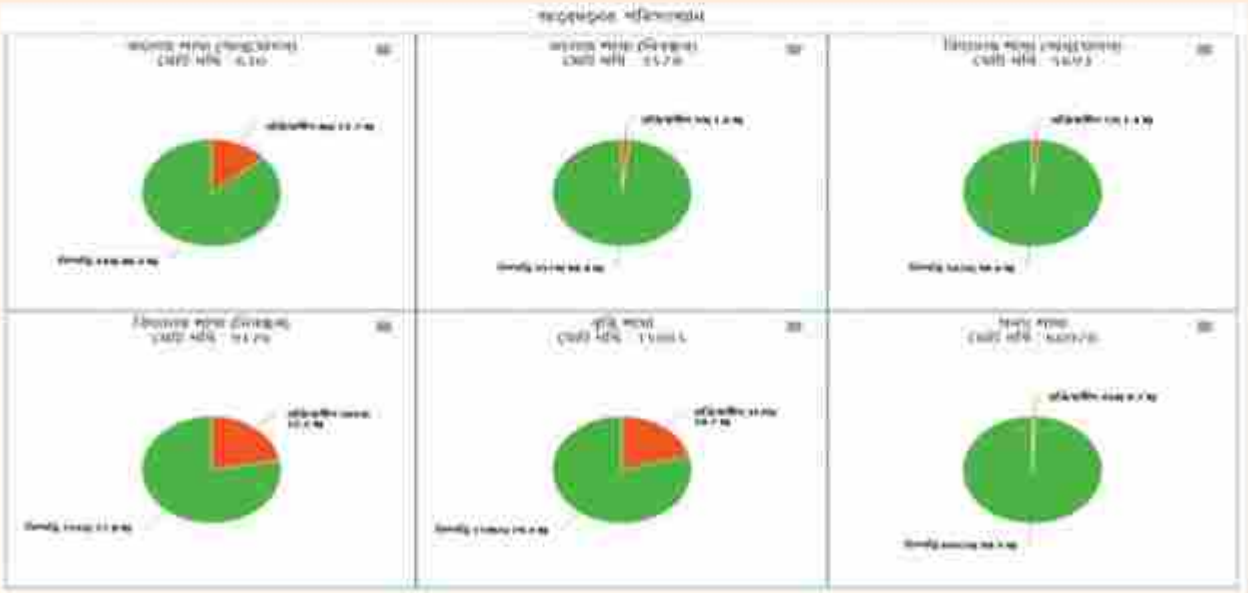

সেবা গ্রহীতাদের স্বল্পসময়ের মধ্যে সেবা প্রদানের লক্ষে অনলাইন লিংক তৈরি করা হয়েছে।

লিংকসমূহ নিম্নরূপঃ

• অনলাইনে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন

অনলাইন রেজিস্ট্রেশন (eSIF) (JSC, SSC, HSC, DIBS)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://erp.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/auth/login

• অনলাইনে জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ

অনলাইন ফরম ফিলাপ (eFF) (JSC, SSC, HSC, DIBS)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://erp.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/auth/login

• অনলাইনে জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ

• অনলাইন ভর্তি একাদশ শ্রেণি(XI)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

http://xiclassadmission.gov.bd/

• অনলাইনে ছাড়পত্র

অনলাইন টিসি (eTC) (নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://erp.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/tc

• (নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ) (eTIF)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/etif/

- অনলাইনে শিক্ষার্থীদের নাম ও বয়স সংশোধনের আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি
- অনলাইন নাম এবং বয়স সংশোধন

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://efile.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/eservice/menu

- অনলাইনে সনদ, ত্রিনকল সনদ,ফ্রেশ কপি, প্রবেশপত্র, রেজি. কার্ড এর আবেদন
- অনলাইন ডকুমেন্ট উত্তোলন (ডুপিকেট, ত্রিপিকেট, সনদ, রেজিস্ট্রেশন, প্রবেশপত্র, মার্কসিট)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://efile.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/eservice/menu

- ই-টেন্ডার
- ই-ফাইলিং সিস্টেম

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://efile.dhakaeducationboard.gov.bd/

• আইটেম ব্যাংক, মানসম্পন্ন সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নে ও এর গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আইটেম ব্যাংক (প্রশ্নব্যাংক) করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে যশোর বোর্ডে পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে

• শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেএসসিতে ৩টি ও এসএসসিতে ২টি বিষয় Continuous assessment (CA) এর আওতায় আনা হয়েছে।

• সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

সেন্টার ইনফরমেশন (JSC, SSC, HSC, DIBS)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/site/center_info

• অনলাইনে পরীক্ষার্থীদের এটেন্ডেন্স সিট প্রদান

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://erp.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/auth/login

• অনলাইনে অটোমেটিক রোল সিট প্রদান

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://erp.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/auth/login

• অনলাইন প্রাক্টিক্যাল মার্ক এন্ট্রি (JSC, SSC, HSC, DIBS)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://erp.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/auth/login

• অনলাইন সমতুল্য সনদের আবেদন

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://efile.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/eservice/menu

• অনলাইন নাম এবং বয়স সংশোধন

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://efile.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/eservice/menu

• অনলাইন বিদ্যালয় শাখার আবেদন

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://efile.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/eservice/menu

১। এডহক কমিটি অনুমোদন

২। এডহক কমিটি গঠনের অনুমতি প্রদান

৩। নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি নবায়নের আবেদন

৪। নির্বাহী কমিটি অনুমোদনের আবেদন (৪৮/১ ধারা অনুযায়ী)

৫। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি নবায়নের আবেদন।

৬। ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদনের আবেদন (৭ ও ৮ ধারা অনুযায়ী)

৭। সংস্থা পরিচালিত বিশেষ কমিটি অনুমোদনের আবেদন (৪৯/১ ধারা অনুযায়ী)

• অনলাইন কলেজ শাখার আবেদন

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://efile.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/eservice/menu

১। উচ্চ মাধ্যমিক এডহক কমিটি অনুমোদন প্রসঙ্গে

২। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে স্বীকৃতি নবায়ন

৩। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের এডহক কমিটি গঠনের অনুমতি প্রদান

৪। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের গভর্নিং বডি অনুমোদন

৫। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের নির্বাহী কমিটি অনুমোদন

৬। একাদশ শ্রেণির কোড বরাদ্দ আবেদন

৭। গভর্নিং বডিতে বিদ্যোৎসাহী সদস্য মনোনয়নের আবেদন

৮। সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত গভর্নিংবডি

• অনলাইন রেজাল্ট ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক এনালিটিক্স

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://eboardresults.com/app/

প্রায় ৬,২০০ প্রতিষ্ঠানের সাব-ডোমেইনে এ ওয়েবসাইট ফ্রেমওয়ার্ক

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/site/subdomain

• অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম(সোনালী সেবা)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/sonali/

মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ:

প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল শ্রেণিতে ভর্তির কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে;

প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নকল সর্বোতভাবে বন্ধ করার জন্য গ্রহীত ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে;

প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিশোধনে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করে প্রশ্নপত্র স্বয়ংক্রিয় মেশিনে মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন;

কঠোর নিরাপত্তা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিশেষ নিরাপত্তা খামে প্যাকেটজাত করে সময়মত পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষের লক্ষে স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ পর্যায়ে প্রতি বছর শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে;

কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম:

কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, সুপেয় পানির ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে উন্নত অবকাঠামো, অফিস কক্ষ সুসজ্জিতকরণ ও আধুনিক ও রুচিসম্মত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

নিয়মিত অফিস প্রাঙ্গন ও অফিস কক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন মোটিভেশনাল কাজ ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

দক্ষ, সৎ ও পরিশ্রমী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা ও প্রেষণার ব্যবস্থা করা।

কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষেই-ফাইলিং, ই-জিপি ও ই-গভর্ন্যান্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া।

দুর্নীতি প্রতিরোধে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ

দুর্নীতি প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করা হয়েছে। এরই আলোকে দুর্নীতি বিরোধী অনুষ্ঠান আয়োজন করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ লেনদেনের কুফল ও এর ক্ষতিকর দিক আলোচনার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে

ঘুষলেনদেন ও অন্যান্য যে কোন দুর্নীতি প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে

জবাবদিহিতা মূলক প্রশাসন:

জবাবদিহিতা মূলক প্রশাসন সৃষ্টির লক্ষে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে-

সৎ, দক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন সৃষ্টির লক্ষে পদোন্নতির মাপকাঠি হিসেবে সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়নতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং জনগণ ও সংবিধানের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য বিবেচনায় রাখা হচ্ছে।

প্রশাসনেরস্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়নতা এবং সেবাপরায়নতা নিশ্চিত করা।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘ সূত্রিতা, দুর্নীতিসহ সকল প্রকার জটিলতা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

নিয়মানুবর্তী এবং জনগণের সেবক হিসেবে প্রশাসনকে গড়ে তোলার কাজ অগ্রসর করে নেওয়া।

ই-জিপি'র মাধ্যমে টেন্ডার কার্যক্রম পরিচালনা, ই-ফাইলিং কার্যক্রম নিশ্চিত করে সেবাসমূহ আরো স্বচ্ছ ও দ্রুততর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জঙ্গিবাদ দমনে গৃহীত কার্যক্রম:

"আমরা শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র - আমরা দেশকে করব জঙ্গিমুক্ত"

এই স্লোগানে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের করণীয় সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদেরকে জঙ্গিবাদের কুফল ও জঙ্গিবাদ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সঠিক পরামর্শ প্রদানের ব্যাপারে শিক্ষকদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ভবিষ্যতে বোর্ডের সেবার মান উন্নয়ন ও দ্রুততম করার জন্য কল সেন্টার স্থাপন ও বিজনেস প্রসেস কমপিট অটোমেশন এবং যেসকল সেবা এখনও তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনা হয় নি সেগুলোও পর্যায়ক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। সেই সাথে আইটেম ব্যাংক (প্রশ্ন ব্যাংক) তৈরির ও পরিকল্পনা রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা একটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৬২ সালে কুমিল্লা জেলার প্রাণকেন্দ্র কান্দিরপাড়স্থ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিধন্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ বোর্ডটি ৬ জেলার (কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া) নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মানোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের নিবন্ধকরণ, পরীক্ষা পরিচালনা, ফলাফল প্রকাশ, নম্বরফর্দ ও সনদ প্রস্তুত এবং বিতরণ, স্কুল কলেজের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি/পরিচালনা কমিটি অনুমোদন ইত্যাদি কার্যাবলিকে কেন্দ্র করে বোর্ডের যাবতীয় প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশীদার হিসেবে বোর্ডটির প্রায় অধিকাংশ কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদন হচ্ছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সেবা জনগণের দোড়গোঁড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষে বোর্ডের এপিএ কমিটি, শুদ্ধাচার কমিটি ও ইনোভেশন টিমসহ অন্যান্য কমিটি নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। কোভিড-১৯ অতিমারির মধ্যেও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা শতভাগ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ২০২০-২০২১ সালের কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করে এবং নিয়মিত সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের অর্জনসমূহ:

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বাস্তবায়িত কার্যক্রম–

- বোর্ড প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন।
- বোর্ড প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন।
- কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের অর্থায়নে ৬ জেলার ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন।
- মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষে বোর্ড ক্যাম্পাসে ২০০টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ।
- মুজিবশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে শতভাগ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় দিবসসমূহ পালন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মদিনে ১৭৫ জন এতিমকে উন্নতমানের খাদ্য পরিবেশন ও নতুন পোশাক প্রদান।
- জাতির পিতার শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন।
- শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি মহোদয়ের সঙ্গে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া ও শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন :

৪.২৫ একর ভূমি নিয়ে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের নয়নাভিরাম ক্যাম্পাস। তিনতলাবিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের বাইরে এখানে কম্পিউটার ভবন, দ্বিতল অডিটরিয়াম, গেষ্ট হাউস, তিনতলাবিশিষ্ট ২ টি অফিসার কোয়ার্টার ও ৪ তলা বিশিষ্ট ৪টি কর্মচারী কোয়ার্টার এবং ১টি মসজিদ রয়েছে। বিগত অর্থবছরে এক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রম হলো-

- সুদৃশ্য তোরণসহ কর্মচারী কোয়ার্টার এর সামনে বোর্ডের নিজস্ব রাস্তা নির্মাণ।
- পয়:নিস্কাশনের সুবিধার্থে বোর্ডের নিজস্ব ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংস্কার।
- সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৩টি সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন ।
- বোর্ড ক্যাম্পাসে নিজস্ব বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার স্থাপন।

ইনোভেশন ও শুদ্ধাচার সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

২০২০-২০২১ অর্থবছরের ইনোভেশন ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো-

- কলেজ এর গভর্নিং বডির অনুমোদন সহজিকরণ যেটি গত অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়।
- দিনের সেবা দিনে।
- বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র অনুমোদন সহজিকরণ ।
- বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন সহজিকরণ।
- তথ্যসমৃদ্ধ বৃহৎ আকারে সিটিজেন চার্টার দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন।
- শুদ্ধাচার নীতিমালা অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ।
- সকল শাখায় ই-নথির ব্যবহার ।
- অনলাইনে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ৭ (সাত)টি অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ।

চলমান ডিজিটাল সেবাসমূহ :

- অনলাইনে ছাত্র/ছাত্রী নিবন্ধন (eSIF)
- অনলাইনে ফরমপূরণ (eFF)
- অনলাইনে শিক্ষকের তথ্য সংগ্রহ (eTIF)
- অনলাইনে পরীক্ষক নিয়োগ
- অনলাইনে স্বাক্ষরপত্র ও রোল বিবরণি তৈরী ও প্রেরণ
- অনলাইনে ফলাফল প্রদান
- অনলাইনে পুন:নিরীক্ষার আবেদন ও ফলাফল প্রদান
- অনলাইনে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি
- স্বীকৃতি নবায়ন
- অনলাইনে পরীক্ষকদের সম্মানী প্রদান
- অনলাইনে টিসি প্রদান (ছএঈ)
- অনলাইনে দ্বিনকল/ফ্রেশ এর আবেদন
- অনলাইনে নাম ও বয়স সংশোধন

- হিসাব শাখা অটোমেশন
- অনলাইনে আয়করযোগ্য অর্থের হিসাব প্রদান
- অনলাইনে প্রতিষ্ঠানের কমিটির অনুমোদন
- কলেজের গভর্নিং বডি অনুমোদন।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ই-নথি, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, দাপ্তরিক আচরণ, ছুটি বিধি, শুদ্ধাচার, আর্থিক বিধি-বিধান ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৭৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিদ্যালয় শাখা:

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠদান, বিদ্যালয় পরিদর্শন, মন্ত্রণালয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ, একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন, বিষয় ও বিভাগ খোলা, ছাড়পত্র প্রদান, অষ্টম ও নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি কাজ পরিচালনা করে থাকে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম–

- কোভিড-১৯ চলাকালীন সময়ে অনলাইনে ১,৪৮৮টি বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি/এডহক কমিটি অনুমোদন।
- ৪,৬১,১৫৭ জন শিক্ষার্থীর অনলাইনে নিবন্ধন;
- ১৯৫টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন;
- ২১০টি স্বীকৃতি নবায়ন;
- ৩৫০টি নাম সংশোধন;
- ৫০০টি দ্বি-নকল সনদ;
- ৮০০টি ডকুমেন্টের ফ্রেশকপি প্রদান;
- ৭৫টি ভর্তি বাতিল এবং
- ৪০০টি আক্ষরিক সংশোধন।

কলেজ শাখা:

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক নতুন কলেজ স্থাপন, প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতির সময় সরেজমিন পরিদর্শন এবং মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ, একাডেমিক স্বীকৃতি ও স্বীকৃতি নবায়ন, নতুন বিষয় ও বিভাগ খোলা, ভর্তি বাতিল, ছাড়পত্র প্রদান, রেজিস্ট্রেশন কার্ডে সংশোধন, বৃত্তির গেজেট প্রণয়ন ও প্রকাশসহ ইত্যাদি কাজ পরিচালনা করে থাকে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম–

- ১,৪১,৪৬৬ জন শিক্ষার্থীর অনলাইনে নিবন্ধন;
- কলেজ শাখা কর্তৃক অনলাইনে ৩৭৩টি টিসি আবেদন নিষ্পত্তি;
- ২৭টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন;

- ৫০টি স্বীকৃতি নবায়ন;
- ৭৫টি গভর্নিং বডির অনুমোদন;
- ১৭৫টি নাম সংশোধন;
- ১৫০টি দ্বি-নকল সনদ প্রদান;
- ১২০টি ডকুমেন্টের ফ্রেশ কপি প্রদান;
- ২০০টি ভর্তি বাতিল এবং
- ২২৫টি আক্ষরিক সংশোধন।

পরীক্ষা শাখা:

প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন/সমীক্ষা, পরীক্ষার কেন্দ্র চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন, প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক নিয়োগ, পরীক্ষা পরিচালনা ও ফলাফল প্রকাশ, মূল সনদ প্রস্তুত ও বিতরণ, দ্বি-নকল সরবরাহ, ফ্রেশকপি সরবরাহ, ভাষান্তর, ডকুমেন্টের যাচাই/সত্যায়ন, আক্ষরিক সংশোধন ইত্যাদি কাজসমূহ পরিচালনা করে থাকে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম–

- কোভিডকালীন সময়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা-২০২০ এর ফল প্রকাশ;
- ৫,৪০,৯৫০টি সনদ বিতরণ;
- ২২০০টি নাম সংশোধন;
- ০৪টি নতুন কেন্দ্র প্রদান;
- ৬৬০টি আক্ষরিক সংশোধন;
- ৩০০০ দ্বিনকল সরবরাহ এবং
- আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটিতে ২০টি অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ।

হিসাব শাখা:

বোর্ডের আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ, কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধ, ব্যয় পরিশোধ, বাজেট প্রস্তুত ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ, বিল-ভাউচার সংরক্ষণসহ অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম–

- বোর্ডের নিকট বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য ১৩,৭৪,৪১,৭৭৬ টাকা অনলাইনে পরিশোধ;
- ৩৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ (জড়িত টাকার পরিমাণ ২,২০,৮২,৬৭৪.৬৭ টাকা);
- যথাসময়ে বাজেট প্রস্তুত ও ত্রৈমাসিক রিপোর্ট প্রদান;
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অডিট কার্য সম্পন্নকরণ ও ব্রডশিট জবাব প্রদান এবং
- ইজিপির মাধ্যমে ১২টি টেন্ডার কার্য সম্পাদন।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহীত চলমান কর্মকান্ডসমূহ:

- সেবাগ্রহীতাদের সুবিধার্থে বোর্ডের হল রুম আধুনিকায়ন;
- মুসল্লিদের সুবিধার্থে বোর্ডের মসজিদ সংস্কার এবং
- সেবাগ্রহীতাদের সুবিধার্থে ই-নথির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহীত ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

- আধুনিক সুবিধাসহ ১০ তলা মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ;
- সেবাগ্রহীতাদের সুবিধার্থে বোর্ডের হল রুম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিতকরণ;
- সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বোর্ডের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ;
- নিরবিচ্ছিন্নভাবে বৈদ্যুতিক সংযোগ চালু রাখার স্বার্থে বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন নির্মাণ;
- শিক্ষকদের নিয়ে বিষয়ভিত্তিক (আইসিটি, ইংরেজি ও গণিত) সেমিনার আয়োজন;
- সকল শাখায় শতভাগ ই-নথির ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ ডিজিটাল সেবা/ ই-সেবার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- ১৭টি অনলাইন সেবার বাইরে বোর্ডের অবশিষ্ট সেবাসমূহ উদ্ভাবনী ও সহজিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডিজিটাইজেশন করা ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের গুরুত্বপুর্ণ কর্মকান্ডের ছবি:

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড ক্যাম্পাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল "জন্মশতবর্ষ স্মারক" উদ্বোধন শেষে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বোর্ড প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার এর উদ্বোধন ও পরিদর্শন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মদিনে এতিম শিশুদের মাঝে কেক কাটা ও নতুন পোশাক বিতরণ

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের পক্ষ থেকে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াস্থ বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি এর সঙ্গে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা ও শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ে মতবিনিময়

আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন/সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণঃ

(১) চেয়ারম্যান মহোদয় এবং মুজিব বর্ষ কমিটি কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুজিব শতবর্ষ উদযাপন।

(২) মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে "বঙ্গবন্ধু অলিম্পিয়াড' অনলাইন শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন।

(৩) মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে " বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার" স্থাপন।

(৪) বোর্ড প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন।

(৫) একাদশ শ্রেণিতে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি--১১০০০০ জন

(৬) শিক্ষার মান উন্নয়নে অনুদান---১০০০০০/-

(৭) অনলাইনে পুনঃনীরিক্ষনের আবেদন গ্রহন ও ফল প্রকাশ---৯৮০০জন

(৮) নতুন নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি প্রদান---৪২টি

(৯) নতুন নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান--১২টি

(১০) একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী নিবন্ধন--১০৯০০০জন

(১১) দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী নিবন্ধন--১০৯০০০জন

(১২) অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী নিবন্ধন--১৮১০০০জন

(১৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন--২৫০টি

(১৪) অনলাইনে নাম ও বয়স সংশোধন---প্রায় ৩০০০ আবেদনকারীর

(১৫) অনলাইনে পরীক্ষার ফরম পূরণ--২৪২০০০জন

(১৬) অনলাইনে প্রবেশ পত্র প্রদান--২৪২০০০জন

(১৭) অনলাইনে এস এস সি, এইচ এস সি পরীক্ষারর ফলাফল প্রকাশ--২৪১০০০জন

(১৮) শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান--২ টি

(১৯) হেল্প ডেস্ক স্থাপন

(২০) নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন

(২১) অনলাইনে ক্বর সনদ প্রদান---১০০%

(২২) অনলাইনে পরীক্ষকদের তথ্য সংগ্রহ--১০০%

(২৩) সেবাগ্রহীতার সকল ফি অনলাইনে গ্রহণ

(২৪) নির্দিষ্ট সময়ে তথ্য প্রদান

(২৫) শাখা ভিত্তিক কর্মবন্টন

(২৬) বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে কমিটি গঠন ও সভা আয়োজন

(২৭) মাসিক সমন্বয় সভা

(২৮) অনলাইনে নাম ও বয়স সংশোধন কর্মকান্ডের সফলতার জন্য শিক্ষা মন্ত্রনালয় হতে সনদ প্রাপ্তি।

(২৯) বোর্ডের প্রতিটি শাখার কর্মকান্ড সঠিক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা চেয়ারম্যান মহোদয় ও সচিব মহোদয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন।

(৩০) বোর্ডের প্রতিটি শাখার কর্মকান্ড সঠিক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা চেয়ারম্যান মহোদয় ও সচিব মহোদয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন।

২০২০-২০২১ সালে গৃহীত কিন্তু চলমান কর্মকান্ডের বিবরণঃ

(১) একাদশ শ্রেণিতে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি
(২) শিক্ষার মান উন্নয়নে অনুদান
(৩) অনলাইনে পুনঃনীরিক্ষনের আবেদন গ্রহন ও ফল প্রকাশ
(৪) নতুন নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি প্রদান
(৫) নতুন নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান
(৬) একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী নিবন্ধন
(৭) দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী নিবন্ধন
(৮) অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী নিবন্ধন
(৯) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
(১০) অনলাইনে নাম ও বয়স সংশোধন
(১১) অনলাইনে পরীক্ষার ফরম পূরণ
(১২) অনলাইনে প্রবেশ পত্র প্রদান
(১৩) অনলাইনে এস এস সি, এইচ এস সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ
(১৪) শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান
(১৫) নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন
(১৬) ই ফাইলিং
(১৭) অনলাইনে কর সনদ প্রদান
(১৮) অনলাইনে পরীক্ষকদের তথ্য সংগ্রহ
(১৯) সেবাগ্রহীতার সকল ফি অনলাইনে গ্রহণ
(২০) নির্দিষ্ট সময়ে তথ্য প্রদান
(২১) শাখা ভিত্তিক কর্মবন্টন
(২২) বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে কমিটি গঠন ও সভা আয়োজন
(২৩) মাসিক সমন্বয় সভা
(২৫) বোর্ডের প্রতিটি শাখার কর্মকান্ড সঠিক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা চেয়ারম্যান মহোদয় ও সচিব মহোদয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন।
২৬) অনলাইনে কলেজ এবং বিদ্যালয় সমূহের গভার্নিং বডির অনুমোদন।

২০২০-২০২১ সালে প্রতিষ্ঠানের জন্য গৃহীত কিন্তু ভবিষ্যত সম্পর্কিত তথ্য কর্ম পরিকল্পনা /কাজের বিবরণঃ

(১) একাদশ শ্রেণিতে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি
(২) শিক্ষার মান উন্নয়নে অনুদান
(৩) অনলাইনে পুনঃনীরিক্ষনের আবেদন গ্রহন ও ফল প্রকাশ
(৪) নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি প্রদান
(৫) নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান
(৬) একাশ শ্রেণির শিক্ষার্থী নিবন্ধন
(৭) দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী নিবন্ধন
(৮) অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী নিবন্ধন
(৯) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
(১০) অনলাইনে নাম ও বয়স সংশোধন

(১১) অনলাইনে পরীক্ষার ফরম পূরণ
(১২) অনলাইনে প্রবেশ পত্র প্রদান
(১৩) অনলাইনে জে এস সি, এস এস সি, এইচ এস সি র ফলাফল প্রকাযে(১৪) শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানযে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন
(১৪) ই ফাইলিং
(১৫) অনলাইনে কর সনদ প্রদান
(১৬) অনলাইনে পরীক্ষকদের তথ্য সংগ্রহ
(১৭) সেবাগ্রহীতার সকল ফি অনলাইনে গ্রহণ-
(১৮) নির্দিষ্ট সময়ে তথ্য প্রদান
(১৯) শাখা ভিত্তিক কর্মবন্টন
(২০) বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে কমিটি গঠন ও সভা আয়োজন
(২১) মাসিক সমন্বয় সভা
(২২) বোর্ডের প্রতিটি শাখার কর্মকান্ড সঠিক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা চেয়ারম্যান মহোদয় ও সচিব মহোদয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন।
(২৩) অনলাইনে কলেজ এবং বিদ্যালয় সমূহের গভার্নিং বডির অনুমোদন।

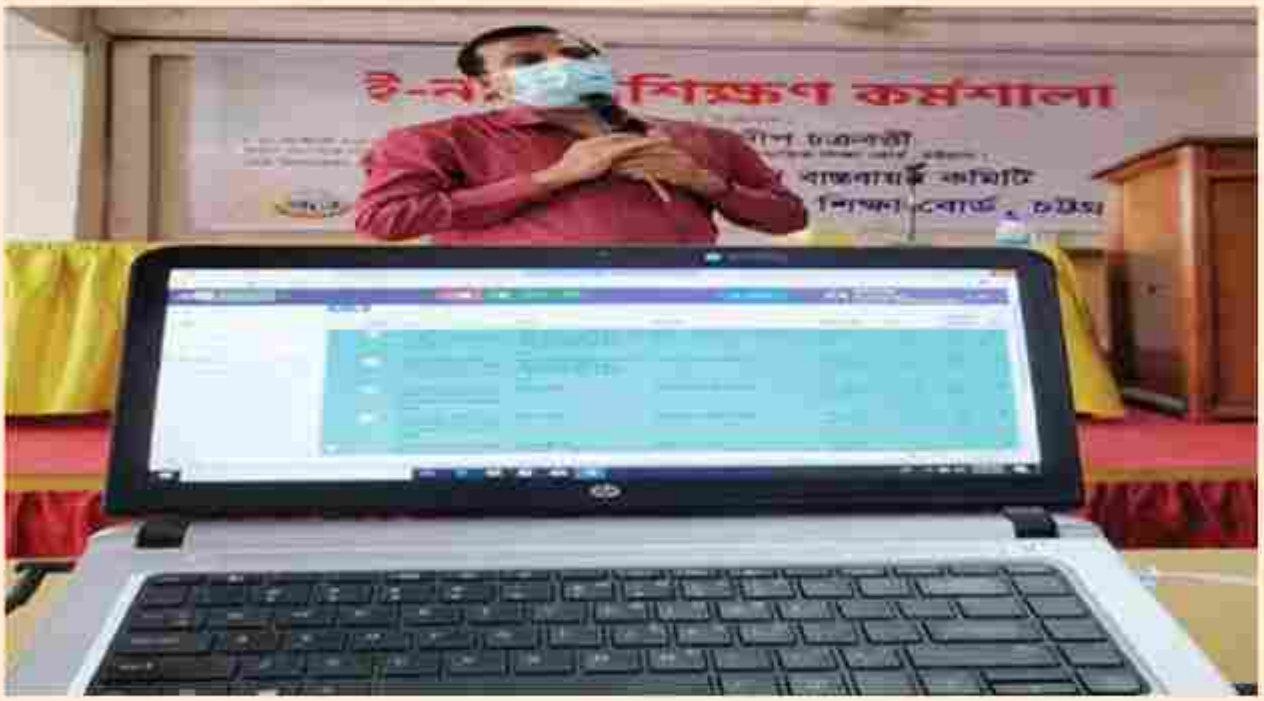

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম।
মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে
বঙ্গবন্ধু অলিম্পিয়াড
বঙ্গবন্ধু অলিম্পিয়াড
অনলাইন শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতা
১ মার্চ হতে ২৫ মার্চ ২০২১ খ্রি: পর্যন্ত
৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত
বিজয়ী ৪০ জন শিক্ষার্থীকে সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা হবে।
সর্বোচ্চ অংশ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করে হবে।
অংশগ্রহণ করতে লগইন করুন : www.bise-ctg.gov.bd
বঙ্গবন্ধু অলিম্পিয়াড গেমস প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণের নিয়মাবলীঃ
শিক্ষার্থীরা চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে বঙ্গবন্ধু অলিম্পিয়াড আইকনে ক্লিক করে নাম, ইউজার নাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, জন্মতারিখ, পাসওয়ার্ড এবং মোবাইল নাম্বার প্রদান করে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করবে। অতপর লগইন করলে তার শ্রেণী ভিত্তিক গামেজ দেখতে পাবে এবং গামেজ এ ক্লিক করলে চ্যাপ্টার অনুযায়ী ক্লিক করে সিঙ্গেল বা মাল্টিপ্লেয়ার অপশন এ সঠিক প্রশ্নোত্তর প্রদান করে পয়েন্ট অর্জন করে গেমটি খেলতে পারবে।
প্রযুক্তিগত সহায়তায়:
Copotronic
www.bise-ctg.gov.bd
bisectg.bangabandhuolympiad.com
যোগাযোগ : 09611991188

২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন/সম্পাদিত কর্মকান্ড সমূহের বিবরণ

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সকল প্রকার আবেদন অনলাইনের মাধ্যমে সংগ্রহ।
রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সকল ফি অনলাইনের মাধ্যমে (সোনালী সেবা) সংগ্রহ।
পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক অনলাইনের (রকেট) মাধ্যমে প্রদান।

২০২০-২০২১ সালে গৃহীত কিন্তু চলমান কর্মকান্ডের বিবরণ

২০২১ সাল থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণের ফি অনলাইনে গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
Online এর মাধ্যমে পরীক্ষক নিবন্ধন।
Online এর ভিত্তিতে ট্রান্সক্রীপ্ট/সার্টিফিকেট প্রিন্ট করা হয়।
e-Tender ব্যবস্থা কার্যকর করণ।

২০২০-২০২১ সালে প্রতিষ্ঠানের জন্য গৃহীত কিন্তু ভবিষ্যত সম্পর্কিত কাজের বিবরণ
শিক্ষা বোর্ড অফিস চত্বরে দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণ।
শিক্ষা বোর্ড অফিস চত্বরে অডিটোরিয়াম কাম বহুতল (১০তলা) অফিস ভবন নির্মাণ।
অফিস চত্বরের বাহিরে শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় (কাজিহাটা, রাজশাহী) অফিস কোয়াটার কাম আইটি (IT) সেন্টার নির্মাণ।
বেলদার পাড়াস্থ চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাসভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যবহারের অনুপোযোগী হওয়ায় ০৩ (তিন) তলা ভিত বিশিষ্ট বাসভবন নির্মাণ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ম্যুরাল।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,দিনাজপুর

মানসম্মত, যুগোপযোগী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে রংপুর বিভাগের রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলাসমূহের স্থানীয় অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালের ২২ অক্টোবর প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর স্থাপিত হয়। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে বোর্ডের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিক্ষাবোর্ডের কার্যক্রম, অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী গঠিত বোর্ডের বিভিন্ন কমিটি এবং অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কার্যক্রম চেয়ারম্যান মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

শুরুতে কর্মচারীগণ দিনহাজিরা ভিত্তিতে কাজ শুরু করলেও পরবর্তীতে তাদেরকে চাকরিতে নিয়োগ/নিয়মিতকরণের মাধ্যমে স্থায়ীকরণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে বিধি মোতাবেক পদোন্নতিও প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন পদে স্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত ১০০ জন কর্মচারী এবং ১৬ জন কর্মকর্তা অত্র শিক্ষা বোর্ডে কর্মরত রয়েছেন। ইতোমধ্যে কম্পিউটার কেন্দ্রের জন্য ১০জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত অত্র শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম বিভিন্ন ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত হয়ে আসছিল। বর্তমানে শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব ভবনে (উত্তর গোবিন্দপুর, সদর, দিনাজপুর) কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রশাসনিক ভবন নির্মাণসহ শিক্ষা বোর্ডের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের কাজ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে সুসম্পন্ন হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ অক্টোবর ২০১৩ খ্রি. তারিখে ৮তলা প্রশাসনিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। জনাব ইকবালুর রহিম এমপি, মাননীয় হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ১৫/০৪/২০১৮ খ্রি. তারিখে ৮তলা প্রশাসনিক ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের কাজ ১০০% (শতভাগ) বাস্তবায়নের ফলে নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা বোর্ডে যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়েছে। মানসম্পন্ন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং মানব উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রশাসনিক কার্যক্রম, পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও ফলাফল প্রকাশসহ এ সম্পর্কিত সরকারের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন সমন্বিত নতুন ক্যাম্পাসে সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের মেয়াদকালে শিক্ষা বোর্ডের আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জিত হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ, উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনাসহ সকল ব্যয় শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভার্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০০৯ প্রণয়নের ফলে প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়ম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, কলেজ/বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে। কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা (Lmov) প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন হলে নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম আরও সুচারুরূপে পরিচালনা করা সম্ভবপর হবে।

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়- ৬৩৪টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ২৭৬৩টি, স্কুল এন্ড কলেজ- ২২৭টি ও কলেজ-৪৫৬টি সহ মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪০৮০ টি।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন/সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ ঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন/ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য

ক্রঃনং	বিবরণ	সংখ্যা
১	অনুমতি প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৩
২	স্বীকৃতি প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	০৮
৩	একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১২০৮৩০
৪	নিবন্ধনকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা (৮ম, ৯ম ও একাদশ শ্রেণি)	৫৫৭৮৫৮
৫	বিদেশি কারিকুলামে পরিচালিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন	০৭

২০২০-২০২১ অর্থবছরের পরীক্ষার ফলাফল

পরীক্ষার নাম	বছর	পাশের হার	পাশের সংখ্যা	ছাত্র পাশের হার	ছাত্রী পাশের হার	জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র	জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রী	০% - ১০% ফলাফল প্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা	মোট স্কুল সংখ্যা	মন্তব্য
এসএসসি	২০২০	৮২.৭৩	১৫৮৬৮৫	৮১.২২	৮৪.৩২	৬৩২৬	৫৭৬০	০	২৬৪৬	
এইচএসসি	২০২০	১০০	১১৮৭৩৫	১০০	১০০	৭২৯৭	৭৫৭৪	০	৬৫৭	

২০২০ -২০২১ অর্থবছরের অনলাইন সার্ভিস সম্পর্কিত তথ্য ঃ

ক্রঃ নং	সহজিকৃত সেবার নাম	বিবরণ
০১	Online Result	জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ছাত্র/ছাত্রী ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ফলাফল অনলাইনে প্রদান । এসএমএস এর মাধ্যমে ফলাফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ
০২	DBTP-Dinajpur Board Tearcher's Profile	দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার পরীক্ষকগণের তালিকা গ্রহণের ব্যবস্থা
০৩	Control Room Messaging	পরীক্ষা শাখার কন্ট্রোল রুমের তথ্য প্রেরণের ব্যবস্থা
০৪	Online Practical Marks Entry	অনলাইনে প্রাক্টিক্যাল মার্ক গ্রহণের ব্যবস্থা
০৫	eff	জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি'র ছাত্র/ছাত্রীর ফরম পূরণের ব্যবস্থা
০৬	Online Registration	জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি'র ছাত্র/ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা
০৭	Sonali Sheba	শিক্ষা বোর্ডের ফিসমূহ সোনালী সেবার মাধ্যমে গ্রহণের ব্যবস্থা
০৮	Online HSC Admission	এইচএসসি পরীক্ষার ছাত্র/ছাত্রী অনলাইনে ভর্তির ব্যবস্থা
০৯	Online Committee Approval	অনলাইনে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমিটি সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ
১০	Online Payment	পরীক্ষক ও নিরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থা

বিশেষ কার্যক্রম/উদ্যোগ : ছিটমহল এলাকায় শিক্ষা উন্নয়নে সরকারের বিশেষ উদ্যোগ :

বিবরণ	পাঠদানের অনুমতি ও একাডেমিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ছিটমহল এলাকার প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	প্রভাব
বর্তমান সরকারের শিক্ষা বান্ধব উন্নয়নমুখী কর্মপ্রচেষ্টা হিসেবে ছিটমহল এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা ।	(১) মোমিনপুর বাঁশকাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট । (২) ঝারিকামারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট । (৩) বাঁশকাটা দয়ালটারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট । (৪) এন.বি.এল কোটভাজনী খাল উচ্চ বিদ্যালয়, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় । (৫) বোয়ালমারী বাঁশপেচাই আদর্শ একাডেমি, সদর, লালমনিরহাট ।	(১) ছিটমহল এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করার ফলে শিক্ষাবঞ্চিত বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থী জাতীয় শিক্ষা কাঠামোর অর্ন্তভুক্ত হয়েছে । (২) এর প্রভাবে ছিটমহল এলাকার শিক্ষার্থীরা শিক্ষার আলো থেকে আর বঞ্চিত থাকবে না । এটি বর্তমান সরকারের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি বড় সাফল্য । (৩) ছিটমহল এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন বর্তমান সরকারের শিক্ষাবান্ধব উন্নয়নমুখী কর্মপ্রচেষ্টার যুগান্তকারী সুফল । যা বর্তমান সরকারের উদ্যোগে সম্ভব হয়েছে এবং এটি একটি বড় সাফল্য ।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

২০২০-২০২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যক্রম :

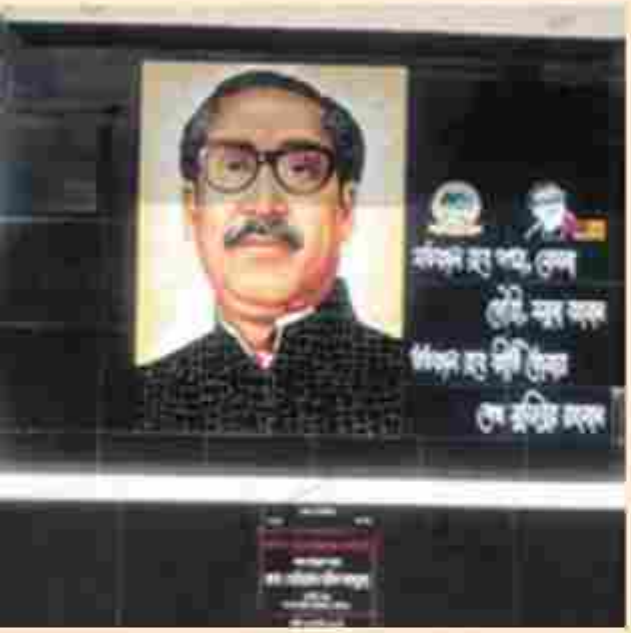

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত এবং সাত বীর শ্রেষ্ঠের ম্যুরাল স্থাপন

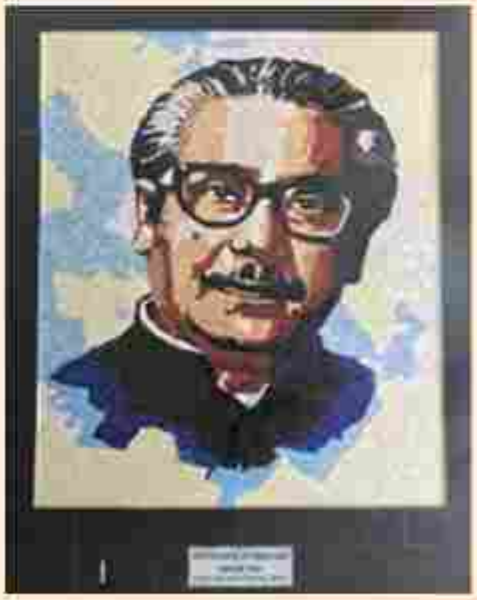

বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের আওতাধীন ৬ জেলায় বোর্ডের অর্থায়নে ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ম্যুরাল স্থাপন

বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের গ্রন্থাদি সমৃদ্ধ একটি উন্নত গ্রন্থাগার স্থাপন

সুরম্য সীমানা প্রাচীর ও সুদৃশ্য প্রধান ফটক নির্মান ও বোর্ডের সম্মুখভাগে অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ

বোর্ডের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য চাষ ও শীতকালীন পাখির অভয়ারণ্য হিসেবে গড়ে তোলার ব্যবস্থাকরণ ও নিয়মিত ফুলের বাগান

২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণগত কার্যক্রম

১. উত্তরপত্র পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশনের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
২. সকল রকম অনলাইন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষকদের অন-লাইন কেন্দ্রীক নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩. অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা পরিচালনার জন্য অনলাইন কেন্দ্রীক প্রশ্নপত্র প্রণয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান ।
৪. ইনোভেশন ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে উত্তম চর্চার জন্য নিয়মিত ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান ।
৫. ই-নথি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়মিত ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

১. প্রশাসনিক কার্যকান্ডে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন।
২. বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃযোগাযোগের সকল কার্যক্রম অনলাইনভিত্তিক সম্পন্ন করণ।
৩. শিক্ষা বোর্ডের মূল কাজ শিক্ষার্থী ভর্তি, পরীক্ষার ফরম ফিলাপ, ফলাফল প্রস্তুত ও প্রকাশ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি সংক্রান্ত সকল কাজ পরিচালনা।
৪. e-Filing এর মাধ্যমে বোর্ডের প্রায় ১০০% ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়।
৫. পরীক্ষার ফলাফল, রেজিস্টেশন, ফরম পূরণ, প্রবেশ পত্র বিতরণ, পরীক্ষক নিয়োগ, পরীক্ষকদের সম্মানী প্রদান, অনলাইন একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া, ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর অনলাইনের মাধ্যমে বোর্ডে প্রেরণ।
৬. বোর্ডের বিভিন্ন স্থানে আইপি ক্যামেরা ও মানিটারিং ব্যবস্থা স্থাপন ।
৭. বোর্ডটি Optical Fiber Connectivity Cable Networking এর আওতায় আনয়ন। প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধে প্রশ্ন ব্যাংক পাইলট প্রকল্প গ্রহণ।
৮. স্টোর ম্যানেজমেন্টকে অনলাইন এর আওতায় আনয়ন।
৯. e-gp Tendering কার্যক্রম।
১০. অনলাইনে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ও এডহক কমিটি এবং স্বীকৃতি অনুমোদন।
১১. অনলাইনে কলেজের গভর্নিং বডি ও এডহক কমিটি এবং স্বীকৃতি অনুমোদন।
১২. বোর্ডের সকল স্তরের কমকর্তা ও কর্মচারীদের দাপ্তরিক উপস্থিতির জন্য ডিজিটাল হাজিরার ব্যবস্থাকরণ।
১৩. সকল ধরনের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও জনগনের সাথে যোগাযোগের জন্য একটি অফিসিয়াল ফেসবুক পাতা রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট

উল্লেখযোগ্য অর্জন/সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ:

মুজিবশতবর্ষ উদযাপন: মুজিবশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট কর্তৃক বোর্ডের সেবা গ্রহীতাদের সহজে উন্নত ও দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নাম ও বয়স সংশোধন, ফ্রেশ/ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রেশন কার্ড, সনদপত্রাদি উত্তোলন ইত্যাদি বিষয়ে অনলাইনভিত্তিক সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে সেবা গ্রহীতাগণ দীর্ঘ সময় নিয়ে বোর্ডে এসে সেবা প্রদান গ্রহণের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়েছেন। সেবা গ্রহীতাগণ নিজ নিজ বাসায় বসে অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে উক্ত সেবাসমূহ পাচ্ছেন। বোর্ডের সার্ভিস/সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে সেবা গ্রহীতাদের নিজস্ব মোবাইলে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণের তথ্যাদি তাৎক্ষনিক জানিয়ে দেয়া হচ্ছে।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উপলক্ষে সিলেটস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা

বনজ, ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ

বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন:

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট-এর তৃতীয় তলার একটি কক্ষে ২০২০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন করা হয়। বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করার ফলে সেবা গ্রীতাগণ ও আগত সম্মানিত অতিথিগণ কর্ণারটি পরিদর্শন করতে পারবেন, যার ফলে নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী সময়কালের সঠিক ঘটনা এবং তথ্যাবলী জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হবেন।

বঙ্গবন্ধু কর্ণার

বোর্ডের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ:

দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে সিলেট শিক্ষা বোর্ড ভবনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণের জন্য শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর মাধ্যমে নিজস্ব অর্থায়নে কার্যক্রম শুরু করা হয়, যা বর্তমানে চলমান রয়েছে। উক্ত কাজের বাস্তবায়ন কাল: ২৬ এপ্রিল ২০২০ থেকে ১০ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত।

সোনালী ব্যাংকের উপ-শাখা স্থাপন:

বোর্ড ভবনের নিচতলার ১টি কক্ষে সোনালী ব্যাংকের উপ-শাখা স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে সেবা গ্রহীতাগণ বোর্ড ক্যাম্পাসেই সোনালী সেবার মাধ্যমে ফি প্রদান করতে পারবেন।

সোনালী ব্যাংকের উপ-শাখা স্থাপন

স্টাফ বাস চালুকরণ:

বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অফিসে যাতায়াতের জন্য একটি স্টাফ বাস গত ২০/০২/২০২১ তারিখে চালু করা হয়। যার ফলে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অফিসে যাতায়াতের বিষয়টি সহজ হয়েছে।

বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য স্টাফ বাস উদ্বোধন

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ বাংলাদেশের ময়মনসিংহ বিভাগের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে। ময়মনসিংহ , জামালপুর, শেরপুর ও নেত্রকোনা জেলা এ বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত। এটি বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে নবম ও সব মিলিয়ে ১১তম শিক্ষা বোর্ড।

গঠন:

২০১৫ সালের ১৩ অক্টোবর ময়মনসিংহ বিভাগ ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকেই ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। ২০১৬ সালের ২২ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার জনাব জি এম সালেহ উদ্দিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর লিখিত চিঠি পাঠান ।পরে আগস্টের মাঝামাঝি সরকার ময়মনসিংহে নতুন শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে এর যৌক্তিকতা যাচাইয়ে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির মতামতের ভিত্তিতে ময়মনসিংহে নতুন বোর্ড স্থাপনে প্রধানমন্ত্রীর কাছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রস্তাব পাঠালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা অনুমোদন করেন। ২৮ আগস্ট ২০১৭ সালে ময়মনসিংহ শিক্ষাবোর্ড গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম শুরু:

গত ৩১ডিসেম্বর, ২০১৭ চেয়ারম্যান মহোদয়ের যোগদানের মাধ্যমেই আনুষ্ঠনিক ভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ এর কার্যক্রম শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান মহোদয়ের একক উদ্যোগে e-Filing এর মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রদানও e-GP এর মাধ্যমে সকল দরপত্র আহবানের কর্মকান্ড দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। নিম্নে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে (১ জুলাই ২০২০-থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ এর কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রদত্ত হলো-

১। ২০২০ সনের এস.এস.সি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর কোভিড-১৯ জনিত অতিমারী থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য বিধি মেনে জেলাভিত্তিক একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সুষ্ঠু ভাবে বিতরণ করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে একাদশ শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। (বিতরণকৃত একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট-এর কপিগুলো বোর্ডের ওয়েব সাইটে ও টেলিটকের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান আছে)

২। ২০২০ সনের অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের রেজিঃ কার্যক্রম সম্পূর্ণ অনলাইন পদ্ধতিতে বিদ্যালয় ভিত্তিক সম্পাদন করা হয়। একই সাথে রেজিঃ কার্ডগুলো বিধ্যালয়ভিত্তিক অনলাইনে প্রেরণ করা হয়। (প্রতিটি বিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট প্যানেলে রেজিঃ কার্ডগুলো দৃশ্যমান রয়েছে)

৩। কলেজের ৬৫ টি ও বিদ্যালয়ের এডহক কমিটিসহ সকল কর্মকা- পূর্বের ন্যায় যথারীতি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে ১লা জুলাই ২০২০ হতে অদ্যবদি চালু রয়েছে। (বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রক্রিয়াটি দৃশ্যমান রয়েছে)

৪। কোভিড-১৯ জনিত অতিমারীকালে সেবা গ্রহীতাদের দ্রুততার সাথে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে One Stop Service চালু করা হয় যা অদ্যাবধি তার কার্যক্রম সফলতার সাথে চলমান রয়েছে।

৫। ১৫ আগস্ট ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে বোর্ডের সভা কক্ষে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এরপূর্বে ঐদিন সকাল ৮.০০ ঘটিকায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়

৬। ১৫ আগস্ট ২০২০ বোর্ডের নীচতলায় প্রায় ২০০ বর্গফুটের একটি কক্ষে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়। কক্ষটিকে দৃষ্টিনন্দন করে সজ্জিত করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুর ছবিসহ তাঁর সংগ্রামী জীবনভিত্তিক আলোক চিত্রও স্থাপন করা হয়। বিভিন্ন প্রকাশনাসহ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখা প্রায় ২৫০টি বই এবং বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারের জন্য অত্যাধুনিক সাউন্ড সিস্টেমসহ লাইটিং সংযোজন করা হয়। পাঠকদের জন্য আলাদা চেয়ারসহ রিডিং টেবিল সজ্জিত করা হয়।

৭। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহ বোর্ডের অন্তর্গত ৪টি জেলার ঐতিহ্যবাহী বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়। প্রতিষ্ঠান ৪টি হলোঃ

(১) মুমিনুন্নিছা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ।

(২) আঞ্জুমান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোনা।

(৩) শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর।

(৪) জামালপুর জিলাস্কুল, জামালপুর।

৮। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহ বোর্ডের অন্তর্গত ৪টি জেলার ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোর্ডের নিজস্ব উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন-২০২০ পালন করা হয়। ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৭৫০টি বৃক্ষরোপন করা হয়।

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ময়মনসিংহ শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক
ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে বৃক্ষরোপন

৯। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার উপকরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান। নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার সেভেন এডভ্যানটিস্ট সেমিনারি উচ্চ বিদ্যালয়ে দুর্গাপুর উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিয়ে দিনব্যাপী মানসম্মত শিক্ষা অর্জন শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানটির এতিম এবং আবাসিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বোর্ড কর্তৃক মধ্যান্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। একইসাথে উক্ত শিক্ষার্থীদের দ্বারা আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়াও দুর্গাপুর উপজেলার রাণীখং উচ্চ বিদ্যালয় সহ ০৪ টি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সামগ্রী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১০। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কর্তক "রেজিঃ কার্ড বিদ্যালয়ের পরিবর্তে কেন্দ্রভিত্তিক বিতরণ" শীর্ষক উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রশংসিত হয়।

১১। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক উদ্ভাবনী কার্যক্রম, শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ক, সেবা সহজীকরণ, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন/সম্পাদিত কর্মকান্ড:

১. অনলাইন ক্লাসরুম (ভিডিও ক্লাস আপলোড)
২. অনলাইনে নাম ও বয়স সংশোধন আবেদন গ্রহণ, ই-ফাইলে নিষ্পত্তি ও সনদের পিডিএফ কপি আপলোড/প্রেরণ
৩. অনলাইন ফরম ফিলআপ এসএসসি ২০২১ (ঘরে বসে লিংকের মাধ্যমে)
৪. অনলাইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমিটি গঠন, অভিভাবক ও শিক্ষক প্রতিনিধি মনোনয়ন এর চিঠি অটো জেনারেট
৫. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংশোধন (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)
৬. অনলাইন ভর্তি বাতিল (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)
৭. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ (অষ্টম শ্রেণি)
৮. অনলাইন তদন্ত (নাম ও বয়স সংশোধন সংক্রান্ত)
৯. স্কুল-কলেজের কমিটি অনুমোদন, স্বীকৃতি নবায়ন সহজিকরণ
১০. বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার নির্মাণ
১১. মুজিববর্ষের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ (ওয়েবসাইটে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ ছবি সংযোজন, শেখ রাসেল প্রশাসনিক ভবনের নামফলক উন্মোচন ও শেখ রাসেল এর ছবি প্রতিস্থাপন, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা ভবন নামকরণ, ইনহাউজ ট্রেনিং, স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান)
১২. মুজিববর্ষ ও করোনা মহামারি চলাকালীন সময়ে যশোর শিক্ষা বোর্ডের উত্তম চর্চাসমূহ (ইনহাউজ ট্রেনিং, স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, এসএসসি পরীক্ষা ২০২০ এর ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন,'জয়বাংলা উদ্যান' তৈরি, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স এর আয়োজন, মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন শ্লোগান বিশিষ্ট পোস্টার ফেস্টুন টানানো,জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন তৈরি,শুদ্ধাচার চর্চা, ধান কাটা কর্মসূচি উদ্বোধন ও ত্রাণ বিতরণ)

২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন/সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ

অনলাইন ক্লাসরুম

অনলাইন ক্লাসরুম কার্যক্রম শুরু হয় এপ্রিল ২০২০ খ্রি. হতে। যশোর বোর্ডের ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত ভিডিও ক্লাস ডিজিটাল ডিভাইস ও ইন্টারনেট এর সহায়তায় ঘরে বসে পাঠগ্রহণ পদ্ধতি হচ্ছে অনলাইন ক্লাসরুম। বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোল্লা আমীর হোসেন এর উদ্ভাবক। এতে বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষকদের প্রায় ৫৫,০০০ ভিডিওক্লাস আপলোড করা আছে। প্রতিদিনই এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা শিক্ষার্থীরা যথারীতি ক্লাস হিসেবে চর্চা করছে।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইন ক্লাসরুম বাটনটি ক্লিক করে একজন শিক্ষক নির্দিষ্ট টাইটেল, বিষয়কোড ও অধ্যায় উলেখ করে ৪০-৫০ মিনিটের একটি ভিডিও লেকচার আপলোড করছেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর ধারাবাহিকতা রেখে পুনঃপুন ভিডিও আপলোড করতে পারবেন। ফলে শিক্ষার্থীরা স্বনামধন্য শিক্ষকদের ক্লাসটি বারবার বাসায় বসে দেখতে পারছে।

বাস্তবায়নের কারণ

- করোনা মহামারির কারণে সারাদেশে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।
- ছাত্র-শিক্ষকের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে
- বোর্ড চেয়ারম্যান মহোদয়ের পরিচালনায় Streamyard (Live Streaming Software) এর মাধ্যমে একজন শিক্ষকের সাথে একাধিক ছাত্রদেরকে অনলাইনে যুক্ত করে ক্লাস পরিচালনা করা হয় এবং তা সংরক্ষণ করা হয়।

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

- একই বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষকের ক্লাস দেখার সুবিধা
- ভিডিও ক্লাসের ব্যবস্থা, একটি ক্লাস শিক্ষার্থী যতবার ইচ্ছা দেখতে পারবে, ফলে বিষয়বস্তু বোধগম্য হবে।
- শ্রেণিকক্ষে না এসে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে
- শ্রেণিকক্ষকে শিক্ষার্থীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে
- মহামারির ভেতরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যেভাবে পাঠদান অব্যাহত রেখেছে, সে প্রক্রিয়ায় পাঠদান অব্যাহত রাখা
- শিক্ষা চর্চা অব্যাহত রাখা
- প্রতিষ্ঠান খোলার পরও এ পদ্ধতি চালু থাকবে বিধায় শিক্ষার্থীরা যথারীতি সুবিধা পাবে ফলে কোচিং এর প্রয়োজন হবে না।

অনলাইনে নাম ও বয়স সংশোধন আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি

অনলাইনে নাম ও বয়স সংশোধন আবেদন গ্রহণ, নিষ্পত্তি ও সনদের পিডিএফ কপি আপলোড/প্রেরণনাম ও বয়স সংশোধনের আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে সংশোধিত সনদের পিডিএফ কপি অনলাইনে প্রেরণ করার পদ্ধতিই হচ্ছে অনলাইন নাম ও বয়স সংশোধন সেবা।

ব্যবহার বিধি

যশোর বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে হোম পেইজের Our Services তালিকা হতে বাম পাশের নাম ও বয়স সংশোধন বাটনে ক্লিক করে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই আবেদন করতে পারছে। পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে সব মূল ডকুমেন্ট যেমন-

১. প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়ন পত্র
২. জন্ম সনদ
৩. জাতীয় পরিচয় পত্র (নিজ/পিতা/মাতা যেটা প্রয়োজন
৪. এফিডেভিট
৫. অন্যান্য
৬. প্রাইমারী স্কুল পাসের সনদ ইত্যাদি স্ক্যান করে অনলাইনে আবেদনের সাথে যুক্ত করতে হবে।

অনলাইনে আবেদন করার সময় Exam, Passing Year, Roll, Reg. No, Center Name & Code সম্বলিত তথ্য ইনপুট দিয়ে Find বাটনে ক্লিক করলে আবেদনকারীর পূর্বের পাসের সব তথ্য ফরমে ভেসে উঠবে। যেসব তথ্য পরিবর্তন করতে চাচ্ছে ডানপার্শ্বে ফাঁকা টেক্সট বক্সে সেসব তথ্য দিয়ে এভাবে অন্যান্য তথ্য একাডেমিক শাখা কর্তৃক নির্ধারিত পূরণ করে সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে আবেদনটি নিষ্পন্ন হবে। এবং আবেদনের একটি আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ড আবেদনকারীর মোবাইলে এসএমএস চলে যাবে। এই আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ড দ্বারা পরবর্তীতে আবেদন সংশোধন করা যায়।

সকল তথ্য পূরণ করে আবেদনটি সাবমিট করলে অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে একাডেমিক শাখার নাম সংশোধনের ফিস অথবা বয়স সংশোধনের ফিস অনলাইনে পরিশোধ করে। ই-ফাইলে আবেদনটি নিষ্পত্তি ঘটে এবং আবেদনকারীর মোবাইলে তার আবেদনটি নিষ্পত্তি হয়েছে মর্মে এসএমএস যাবে। আবেদনকারী পুনরায় আবেদনের আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে Last Update এ প্রবেশ করবে, প্রবেশ করার পর চাহিদা অনুযায়ী সে কী কী চায়, ফ্রেস কপি উত্তোলন করতে চায় যেটির বিপরীতে Yes/No চেক বক্সেটিক চিহ্ন দিয়ে নির্বাচন করলে ডকুমেন্ট শাখার প্রতি ডকুমেন্ট উত্তোলনবাবদ নির্ধারিত ফির রশিদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিস্টেমে প্রদর্শন করবে এবং পুনরায় অনলাইন পেমেন্ট অপশনে গিয়ে ফিস প্রদান করলে এবার ডকুমেন্ট শাখার ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে বাদবাকী কাজ সম্পন্ন হবে। ডকুমেন্ট শাখার দায়িত্বরত কর্মকর্তা আবেদনটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করলে সংশোধন অনুযায়ী সনদ ইস্যু করে তার স্ক্যান কপি পিডিএফ ফরমেটে আইডি নম্বরের বিপরীতে অনলাইনে আপলোড করা হয়। এভাবে সংশোধিত সনদ/ডকুমেন্টস শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে ডাউনলোড কওে প্রিন্ট দিয়ে জরুরি কাজ সমাধা করতে পারছে।

সেবাটি বাস্তবায়নের মূল কারণ

- পূর্বে প্রচুর ভিজিট প্রয়োজন হতো
- প্রথমে বোর্ডে এসে ফরম সংগ্রহ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে যেতে হতো, সেখান থেকে আবেদন ফরমটি প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক সত্যায়নপূর্বক একটি প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করা লাগতো,
- ব্যাংকে গিয়ে ব্যাংক ড্রাফট্ সংগ্রহ করতে হতো;
- প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, এফিডেভিট, জিডি কপি, পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদিসহ পুনরায় বোর্ডে এসে আবেদন দাখিল করতে হতো,
- দাপ্তরিক কাজের অগ্রগতি জানতে বিভিন্ন সময় বোর্ডে আগমন ও তদবির করতে হতো
- মিটিং এ যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলে অভিভাবকসহ সাক্ষাতের জন্য পুনরায় বোর্ডে আগমন,
- অনুমোদনের পর পত্র ও পুরাতন সনদ নিয়ে আবার আসতে হতো, তা সংশোধন করে ফ্রেস সনদ নিতেও একাধিকবার আসতে হতো, এসব ক্ষেত্রে প্রচুর হয়রানির স্বীকার হতে হতো;
- চূড়ান্তভাবে সেবাটি পেতে ৩০-৪৫ দিন সময় লেগে যেত এবং একাধিক ভিজিট প্রয়োজন হতো, এতে সময়ের অপচয় ও আর্থিক ক্ষতি হতো।

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

- শিক্ষার্থী অনলাইনে ঘরে বসে আবেদন করতে পারে।
- শিক্ষার্থী অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে ফি প্রদান করতে পারে।
- আবেদন সাবমিট করার পর মোবাইলে আবেদনের বিপরীতে আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ড চলে যায় ফলে পুনরায় আবেদনটি এডিট করার বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করার সুযোগ থাকে।
- বোর্ডে ই-ফাইলে আবেদনটির নিষ্পত্তি ঘটে ও এসএমএস নোটিফিকেশন যায়
- আবেদনকারী তা অবহিত হয়ে কী কী ডকুমেন্ট ফ্রেস উত্তোলন করবে তা নির্বাচন করে ফি প্রদানের কার্য অনলাইনে সম্পাদন করবে
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধিত ডকুমেন্ট আপলোড করা হবে এবং আবেদনকারী বোর্ডে না এসে ডকুমেন্ট ডাউনলোড করে জরুরি কার্য সম্পাদন করতে পারবে।
- কেবলমাত্র পুরাতন ডকুমেন্ট জমা দিয়ে নতুন ডকুমেন্ট উত্তোলনের জন্য ফিজিক্যালি একবার বোর্ডে যাতায়াত করা লাগবে।

অনলাইন এসএসসি ২০২১ এর ফরম ফিলআপ (ঘরে বসে লিংকের মাধ্যমে)

অনলাইন এসএসসি ২০২১ ফরমপূরণ সেবাটি যশোর বোর্ড বিগত ৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখে হতে চালু করে। বোর্ডের নোটিশ বোর্ডে নোটিশ করে সেবাটির বিস্তারিত নিয়মাবলী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেয়া হয়। এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দারস্থ না হয়ে সরাসরি ঘরে বসে শিক্ষার্থী সেবাটি নিতে পারছে এমনকি পেমেন্টও ঘরে বসে করতে পারছে, যেটি পূর্বে শুধু সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীর হয়ে প্রতিষ্ঠান পেমেন্ট দিতো। ফরম ফিলআপ সেবাটি সম্পূর্ণ অনলাইনে প্রদান করা হয়।

যদি ফরমপূরণ সেবাটি প্রথম চালু করা হয় ২০১২ সালে। যশোর শিক্ষা বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোল্লা আমীর হোসেন (তৎকালীন সচিব) এটির উদ্বোধন করেন তখন সোনালী সেবার মাধ্যমে ফিস গ্রহণ করা হতো। অনলাইন পেমেন্টের বিষয়টি ছিলা না। বর্তমানে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সেবাটিকে চালু করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে লকডাউনের কথা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীরা যাতে ঘরে বসে পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে ফিস জমা দিতে পারছে সেভাবে সেবা সহজিকরণ করে সেবাটি শিক্ষার্থীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যশোর শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ২০২১ এর ফরমপূরণ নতুন এ পদ্ধতিতে প্রথম বাস্তবায়িত করা হয় ২০২১ সালে এপ্রিলে এ উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষা সচিব মো: মাহবুব হোসেন।

সুবিধাসমূহ

- সরকার নির্ধারিত ফি সফটওয়্যারে সন্নিবেশিত করায় অতিরিক্ত ফি আদায়ের দীর্ঘদিনের অভিযোগ নিষ্পত্তি ঘটেছে।
- পরীক্ষার্থী বাদ পড়ার সুযোগ বা অভিযোগ নাই।
- শিক্ষার্থী নিজে তার ফরম ফিলআপ করছে এবং নিশ্চিত হতে পারছে।
- প্রোবাবেল তালিকার স্ট্যাটাস পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠান বুঝতে পারে কতজন শিক্ষার্থী ফরম ফিলআপ সম্পন্ন করেছে এবং কতজন বাকী আছে।
- বিভিন্ন পেমেন্ট গেটওয়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে বিশেষ করে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ঘরে বসে

অনলাইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমিটি গঠন, অভিভাবক ও শিক্ষক প্রতিনিধি মনোনয়ন এর চিঠি অটো জেনারেট

এডহক কমিটির আবেদন করতে সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অভিভাবক প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য জেলা প্রশাসন ও ইউএনও অফিসে এবং শিক্ষক প্রতিনিধির জন্য জেলা শিক্ষা অফিস ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে যেতে হয়। এতে প্রচুর সময় ও সাক্ষাতের প্রয়োজন হয়।

সেবার সুবিধাসমূহ

নতুন সফটওয়্যার উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবাটি পেতে, ওই দুই অফিস প্রধানের মোবাইল নম্বর ও মেইল আইডি অনলাইন আবেদন ফরমের নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে দিয়ে অনলাইনে পেমেন্টসহ দাখিল করলেই তাদের মোবাইল ও মেইলে অভিভাবক/শিক্ষক প্রতিনিধি মনোনয়ন দেবার লিংক চলে যাবে। সেই লিংকে তারা যথাক্রমে অভিভাবক সদস্য ও শিক্ষক প্রতিনিধির নাম ঠিকানা বসিয়ে সেন্ড করলেই বোর্ড থেকে সভাপতি দিয়ে কমিটি অনুমোদন করা হবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ম্যানেজিং কমিটির পত্র জারি হয়ে যাবে। যার কপি প্রতিষ্ঠান প্রধান, জেলা প্রশাসক ও ইউএনও এবং জেলা শিক্ষা অফিসার ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের লিংকে চলে যাবে। এসব প্রতিনিধির জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানকে আর অফিসে-অফিসে ধরনা দিতে হবে না। শিক্ষকদের জিম্মি করে ওই সব অফিসের কর্মচারীদের অনৈতিক সুবিধা গ্রহণেরও আর কোন সুযোগ নাই।

অটো জেনারেট চিঠি প্রদান করায় TVC শূন্য(০) তে নেমে এসেছে।

অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংশোধন (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)

যশোর শিক্ষা বোর্ডের সার্ভারে ফাইনাল সাবমিট দেয়ার পর যৌক্তিক ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য বোর্ডেও ওয়েবসাইটে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন কার্ড অনলাইনে প্রদর্শন করা হয়। প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ কার্যালয়ে থেকে নিবন্ধন ডাটা সংশোধন করতে পারছে। এর জন্য তাদেরকে আর বোর্ডে আসতে হয় না। সবশেষে যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীর মোবাইলে লিংক পাঠানো হয় ফলে কোন ভুল থাকে না।

অনলাইন ভর্তি বাতিল (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)

ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে ভর্তি বাতিল করতে শিক্ষার্থী অভিভাবকদের বিভিন্ন হয়রানির স্বীকার হতে হয়, তার লাঘবে যশোর শিক্ষা বোর্ড ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির জন্য অনলাইনে ভর্তি বাতিলের সেবা চালু করেছে।

অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ (২০২০ সালের অষ্টম শ্রেণি)

৫ম শ্রেণির সনদ বাংলায় প্রদান করায় সে তথ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি এবং ধারাবাহিকভাবে যাবতীয় তথ্য অষ্টম শ্রেণিতে সন্নিবেশিত হওয়ায় অষ্টম শ্রেণির নিবন্ধন তথ্যে প্রচুর ভুল থাকে। ফলে কোভিড-১৯ মহামারির এই দুর্যোগের সময় সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান বোর্ডে না এসেও প্রতিষ্ঠানে বসেই অষ্টম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন কার্ড ডাউনলোড করে নিতে পেরেছে।

অনলাইন তদন্ত (নাম সংশোধন সংক্রান্ত)

অনলাইন নাম সংশোধনের তদন্ত অনলাইন সেবা পদ্ধতির উদ্ভাবনের ফলে আবেদনকারী/সেবা গ্রহীতার হয়রানি কমবে ও বোর্ডের কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে।

অনলাইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমিটি গঠন, অভিভাবক ও শিক্ষক প্রতিনিধি মনোনয়ন, স্বীকৃতি নবায়ন সহজিকরণ

প্রতিটি স্কুল-কলেজের একটি পরিচালন কমিটি থাকে যা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। ফি বছর প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত নবায়ন বোর্ডের বিদ্যালয় ও কলেজ শাখা হতে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। সম্পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় এনে ই-ফাইলিং এ নিষ্পত্তি করে এর চিঠি অটোজেনারেট করে সেবা প্রদান করার পদ্ধতিই হচ্ছে কমিটি অনুমোদন, স্বীকৃতি নবায়ন সেবা সহজিকরণ। ২০১৬ সাল হতে যশোর বোর্ডের নিজস্ব ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সেবা পদান করা হচ্ছে কিন্তু ২০২১ সাল হতে এর আরও সহজিকরণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

অধিদপ্তর কর্তৃক কলেজ-স্কুলের পাঠ দানের অনুমতির পর এর কমিটি গঠন এবং প্রতি তিন বছর অন্তর স্বীকৃতি নবায়নের প্রক্রিয়াটি শিক্ষা বোর্ডের ওপর ন্যস্ত। বোর্ড নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পর্যালোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করে স্কুল ও কলেজ পরিদর্শক কর্তৃক প্রতিষ্ঠানকে চিঠি প্রদান করে তা জানিয়ে দেয়া হয়। এই সেবাটি বোর্ড পূর্ব থেকে দিয়ে আসছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। তাই হয়রানি, ঘুষ, দুর্নীতি, ও অনিয়ম প্রতিরোধে সেবাটিকে ই-ফাইলের আওতায় এনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। অটোজেনারেট চিঠি প্রদান করায় TVC 'Zero' তে নেমে এসেছে। অর্থাৎ বোর্ডের সেবা পেতে কোন সময়ক্ষেপণ (Time) হচ্ছে না, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে আগের মতো বোর্ডে আসা (Visit) লাগছে না বিধায় যাওয়া আসা খরচ (Cost) শূন্যে নেমে এসেছে।

এডহক কমিটির আবেদন করতে সকল প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে অভিভাবক প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য জেলা প্রশাসন ও ইউএনও অফিসে এবং শিক্ষক প্রতিনিধির জন্য জেলা শিক্ষা অফিস ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে যেতে হয়। এতে প্রচুর সময় ও সাক্ষাতের প্রয়োজন হয়।

সেবার সুবিধাসমূহ

নতুন সফটওয়্যার উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবাটি পেতে, ওই দুই অফিস প্রধানের মোবাইল নম্বর ও মেইল আইডি অনলাইন আবেদন ফরমের নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে দিয়ে অনলাইনে পেমেন্টসহ দাখিল করলেই তাদের মোবাইল ও মেইলে অভিভাবক/শিক্ষক প্রতিনিধি মনোনয়ন দেবার লিংক চলে যাবে। সেই লিংকে তারা যথাক্রমে অভিভাবক সদস্য ও শিক্ষক প্রতিনিধির নাম ঠিকানা বসিয়ে সেন্ড করলেই বোর্ড থেকে সভাপতি দিয়ে কমিটি অনুমোদন করা হবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ম্যানেজিং কমিটির পত্র জারি হয়ে যাবে। যার কপি প্রতিষ্ঠানপ্রধান, জেলা প্রশাসক ও ইউএনও এবং জেলা শিক্ষা অফিসার ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের লিংকে চলে যাবে। এসব প্রতিনিধির জন্য প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে আর অফিসে-অফিসে ধরনা দিতে হবে না। শিক্ষকদের জিম্মি করে ওই সব অফিসের কর্মচারীদের অনৈতিক সুবিধা গ্রহণেরও আর কোনো সুযোগ নেই।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করণীয়:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যশোর শিক্ষা বোর্ডের সফটওয়্যারে এডহক কমিটির আবেদন করার সময় শিক্ষক সদস্য এবং অভিভাবক সদস্য মনোনয়নকারীর (জেলা শিক্ষা অফিসার এবং জেলা প্রশাসক (DC)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (UNO)) মোবাইল নম্বর ও ইমেইল ঠিকানা এন্ট্রি করে আবেদন সাবমিট করবে।

আবেদনের ফি পেমেন্ট সম্পন্ন হলে সফটওয়্যার থেকে স্বংক্রিয়ভাবে উক্ত মোবাইল নম্বরে আইডি, পাসওয়ার্ড ও লিঙ্ক সংবলিত একটি এসএমএস যাবে।

মনোনয়নকারীর (জেলা শিক্ষা অফিসার এবং জেলা প্রশাসক (DC)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (টঘঙ) করণীয়:
মনোনয়নকারী এসএমএস-এ প্রাপ্ত লিঙ্ক (www.jessoreboard.gov.bd/member) এ ভিজিট করবেন।

এরপর এসএমএস এ প্রাপ্ত আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করবেন।

লগইন করার পর ছকে কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি বা অভিভাবক প্রতিনিধির তথ্য এন্ট্রি করে "Submit" বাটনে ক্লিক করে তথ্য সাবমিট করবেন।

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার নির্মাণ

মুজিববর্ষে যশোর শিক্ষা বোর্ড-এর আরেকটি উপহার বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার নির্মাণ। মুজিববর্ষে ১ আগস্ট ২০২১ তারিখে এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোল্লা আমীর হোসেন। উদ্বোধন কার্যক্রমে আরও অংশগ্রহণ করেন প্রাক্তন দুজন চেয়ারম্যান প্রফেসর আমীরুল আলম খান ও প্রফেসর আব্দুল মজিদ। ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল বাশার মোল্লা। এখানে সন্নিবেশিত করা হচ্ছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, গণহত্যার ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর প্রোফাইল ও বঙ্গবন্ধুর কর্মযজ্ঞ।

মুজিববর্ষের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ

মুজিবশতবর্ষ ক্ষণগণনা শুরু, ওয়েবসাইটে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ ছবি সংযোজন, শেখ রাসেল প্রশাসনিক ভবনের নামফলক উন্মোচন ও শেখ রাসেল এর ছবি প্রতিস্থাপন, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা ভবন নামকরণ, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা ভবন নামকরণ, পৌষের পিঠা উৎসব উদযাপন ২০-২১

মুজিবশতবর্ষ ক্ষণগণনা শুরু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য বোর্ডের ওয়েবসাইটে মুজিবশতবর্ষ ক্ষণগণনা কাউন্টডাউন ডিজিটাল ক্লক সংযোজন করা হয়।

ওয়েবসাইটে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ ছবি সংযোজন

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রমনায় অবস্থিত রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত জনসভায় জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক ভাষণ। সেবাটি বাস্তবায়নকাল, শুরুর তারিখ ও সমাপ্তির তারিখ ১৪ আগস্ট ২০২০ হতে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চালু আছে।

শেখ রাসেল প্রশাসনিক ভবনের নামফলক উন্মোচন ও শেখ রাসেল এর ছবি প্রতিস্থাপন

শেখ রাসেল প্রশাসনিক ভবনের নামফলক উন্মোচন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোল্লা আমীর হোসেন। বোর্ডের প্রশাসনিক ভবন-২ এর নামকরণ শেখ রাসেল ভবন করার পর ভবনের সামনে শেখ রাসেলের একটি ছবি ক্রিস্টাল গ্লাসের তৈরি ফ্রেমে স্থাপন করা হয়েছে।

শেখ রাসেল ভবন

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা ভবন নামকরণ

বোর্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা এর নামে যশোর শিক্ষা বোর্ড প্রশাসনিক ভবন-১ এর নাম বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা নামকরণ করা হয়েছে।

মুজিববর্ষ ও করোনা মহামারি চলাকালীন সময়ে যশোর শিক্ষা বোর্ডের উত্তম চর্চাসমূহ

(ইনহাউজ ট্রেনিং, স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, এসএসসি পরীক্ষা ২০২০ এর ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন,'জয়বাংলা উদ্যান' তৈরি, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স এর আয়োজন, মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন শ্লোগান বিশিষ্ট পোস্টার ফেস্টুন টানানো জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন তৈরি, শুদ্ধাচার চর্চা, ধান কাটা কর্মসূচি উদ্বোধন ও ত্রাণ বিতরণ)

এসএসসি পরীক্ষা ২০২০ এর ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন

সাধারণত প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর শিক্ষা বোর্ডগুলো ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে রিপোর্ট প্রদান করে। এ রিপোর্টেরভিত্তিতে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হয়। তবে কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা না থাকায় শ্রেণিকক্ষে পাঠদান, পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি দফায় দফায় পিছিয়ে দেয়ায় শিক্ষা কার্যক্রমে মারাত্মক প্রভাব পড়ে।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২০ এর মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় রীক্ষা-২০২০ এর মূল্যায়ন কমিটির সভা

বিভাগীয় শহর, জেলা শহরের ফলাফল পর্যালোচনা, বিষয়ভিত্তিক ফলাফল পর্যালোচনা, ছেলে-মেয়ের আলাদা আলাদা ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়। বিগত বছরের ফলাফল ত্রুটি, বিচ্যুতি, ভাল-মন্দ দিক বিবেচনা করে ভবিষ্যতে যাতে আরো ভাল ফলাফল করা যায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পাশের হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, জেন্ডার ইকোয়ালিটি, ঝরে পড়া রোধ, শহর ও গ্রামের শিক্ষা বৈষম্য দূর করা, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা। পরীক্ষা পরিচালনা ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতির গুণগত মান উন্নয়ন সাধন।

'জয়বাংলা উদ্যান' তৈরি

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে যশোর শিক্ষা বোর্ডের সম্মুখস্থ বিশাল জায়গা বেদখলকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে "জয়বাংলা উদ্যান" নামে একটি স্থায়ী ফুলের বাগান তৈরি করা হয়েছে।

বোর্ডের প্যানেলে শিক্ষার্থীদের বায়োমেট্রিক এটেনডেন্স

বায়োমেট্রিক এটেনডেন্স/হাজিরা সিস্টেম শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে যশোর শিক্ষা বোর্ড উদ্ভাবন করেছে অনলাইন বায়োমেট্রিক হাজিরা সফটওয়্যার। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন ক্লাসে প্রবেশ করে বায়োমেট্রিক হাজিরা দিবে যা অনলাইনে বোর্ডেরওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট প্যানেলে শিক্ষার্থীর আইডিতে জমা হবে।

অনলাইন স্টুডেন্ট প্রোফাইল তৈরি

অনলাইন স্টুডেন্ট প্রোফাইল একটি ওয়েবভিত্তিক এপ্লিকেশন। জুম প্ল্যাটফর্মে এর শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোল্লা আমীর হোসেন। প্রায় পঁয়ষট্টি জনের অধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা সেবাটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর আইডি নম্বরের বিপরীতে একটি করে প্রোফাইল তৈরি করা আছে। যেখানে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য, ঠিকানা, যোগাযোগের তথ্য, সারা জীবনের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য, সকল অর্জন সংরক্ষিত থাকবে। নির্দিষ্ট আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীবৃন্দ সিস্টেমে লগইন করতে পারবে। এটি মূলত অনলাইনভিত্তিক একটি একাডেমিক স্টুডেন্ট প্রোফাইল যা সুপার বায়োডাটা হিসেবে পরবর্তীতে সকল কাজে ব্যবহার করা যাবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ওয়েবসাইট: www.shed.gov.bd